বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ

# রিকগনিশন এওয়ার্ড

বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ

# রিকগনিশন এওয়ার্ড

**সম্পাদক**
এফ.এম.মোকাম্মেল হক
মহাব্যবস্থাপক

**সম্পাদনা ও প্রকাশনা সহযোগী**
মোঃ জুলকার নায়েন
উপমহাব্যবস্থাপক

সাঈদা খানম
উপমহাব্যবস্থাপক

মহুয়া মহসীন
যুগ্মপরিচালক

জুয়েনা রওনিজ
সহকারী পরিচালক

মোহাম্মদ হুমায়ন রশিদ
সহকারী পরিচালক

**গ্রাফিক্স**
ইসাবা ফারহীন
সহকারী পরিচালক

তারিক আজিজ
সহকারী পরিচালক

মোঃ এবাদুর রহমান (শাওন)
কম্পিউটার গ্রাফিক্স অপারেটর

**আলোকচিত্র**
মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান
অফিসার

# প্রসঙ্গকথা

'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এওয়ার্ড-২০১৩' প্রদানকে উপলক্ষ করে একটি বিশেষ প্রকাশনা বের হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। এতে প্রথম থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যেসব কর্মকর্তা বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজে তাদের বিশেষ অবদানের বিবরণ ছবিসহ অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে– যা বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন কর্মকর্তাদের সৃজনশীল কাজকর্মে উৎসাহিত হতে প্রেরণা যোগাবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের একটি পেশাধারী, পরিপাটি ও মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক এ সুনাম অর্জন করেছে তাদের স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০০৬ সালে প্রবর্তন করা হয় 'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এওয়ার্ড'। আগে সর্বোচ্চ পাঁচজন কর্মকর্তাকে এ পুরস্কার প্রদান করা যেতো। আরও অধিক সংখ্যক কর্মকর্তাকে এ পুরস্কারের আওতায় আনার জন্যে 'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এন্ড রিওয়ার্ড পলিসি ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়। এখন ১০জন কর্মকর্তা বা দল এই পুরস্কার পেতে পারে। নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশাল মেধাবী ও দক্ষ কর্মীবাহিনীর মধ্যে অনেকেই এ পুরস্কারের জন্যে উপযুক্ত। ভালো কর্মকর্তাদের সবাই পর্যায়ক্রমে এ পুরস্কার পাবেন বলে আমি মনে করি। প্রকাশনাটিতে স্থান পাওয়া মেধাবী কর্মীদের সাথে তাল মিলিয়ে সকল কর্মীর নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ব্যাংক ভবিষ্যতে আরও সফলভাবে পরিচালিত হবে, দেশে-বিদেশে আরও সুনাম কুড়াবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

সবশেষে আমি প্রকাশনাটি প্রকাশের এ মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। একইসঙ্গে 'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এওয়ার্ড ২০১৩' প্রদান অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি।

(আতিউর রহমান)
গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

## প্রসঙ্গকথা

'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এওয়ার্ড-২০১৩' প্রদান উপলক্ষে বিশেষ প্রকাশনাটি বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল কর্মঠ ও সৃষ্টিশীল কর্মকর্তাদের সাফল্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তাদের সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য প্রতিবছর 'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এওয়ার্ড' এর মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। এতে যেমন পুরস্কারপ্রাপ্তদের সম্মান বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীও উৎসাহিত হচ্ছেন প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে আরও নতুন কিছু করে নিজেদেরও সেরার আসনে নিয়ে যেতে।

পুরস্কারপ্রাপ্তদের কাজে একদিকে যেমন বাংলাদেশ ব্যাংকের সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও তারা অবদান রাখতে পারছেন। অনন্যসাধারণ এ কর্মকর্তাগণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে উচ্চতর শিখরে নিয়ে গেছেন।

এযাবৎ পুরস্কারপ্রাপ্ত সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন। এ বিশেষ প্রকাশনাটি ভবিষ্যতে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে আরও অনুপ্রাণিত হতে উৎসাহিত করবে। তাদের মেধা ও সৃষ্টিশীল কাজ দেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে এ প্রত্যাশায় সকলকে শুভেচ্ছা। 'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এওয়ার্ড' বাংলাদেশ ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে আরও অবদান রাখুক এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

(মোঃ আবুল কাসেম)
ডেপুটি গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

## প্রসঙ্গকথা

'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এওয়ার্ড-২০১৩' প্রদান উপলক্ষে ২০০৬ সাল থেকে শুরু করে ২০১৩ পর্যন্ত এই এওয়ার্ডপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তার পরিচিতি ও তাঁদের অবদানের বিবরণ সম্বলিত একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। স্মরণিকাটি নিঃসন্দেহে এবারের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানটিকে বর্ণিল করার পাশাপাশি পুরস্কারপ্রাপ্তদের আনন্দকে বাড়িয়ে দিবে অনেকখানি।

কর্মোদ্দীপক একটি পরিবেশ সৃষ্টির অভিপ্রায়ে মাত্র পাঁচজন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পুরস্কৃত করার বিধান রেখে এর পথচলা শুরু হলেও বর্তমানে 'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এন্ড রিওয়ার্ড পলিসি-২০১৩' এর আওতায় একক বা দলগতভাবে মোট ১০টি পুরস্কার প্রদানের সুযোগ রয়েছে। ২০১৩ সালের জন্য মনোনীত কর্মকর্তাগণসহ এ পর্যন্ত পুরস্কারপ্রাপ্ত সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। যোগ্য কর্মীদের সম্মানিত করার মধ্য দিয়ে মূলত বাংলাদেশ ব্যাংকেরই সম্মান বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে আমি বিশ্বাস করি। আশা করি, প্রকাশনাটি ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে তাদের মেধা মননকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে ব্যাংকের জন্য আরও ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করবে।

'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এওয়ার্ড-২০১৩' প্রদান অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে স্মরণিকা প্রকাশের সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান)
ডেপুটি গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

## প্রসঙ্গকথা

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকাণ্ডে অনন্য অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৬ সালে 'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এওয়ার্ড' প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে 'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এন্ড রিওয়ার্ড পলিসি-২০১৩' এর আওতায় প্রতিবছর মোট ১০জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং/বা টিম এ পুরস্কার পেয়ে থাকেন। এবারই প্রথম ২০০৬ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ছবি ও অবদান সম্বলিত স্মরণিকা প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুব আনন্দিত। এটি অনবদ্য অবদানকারী কর্মকর্তাদের স্বীকৃতি ও সম্মাননা প্রদানকে ভিন্ন মাত্রায় উন্নীত করবে এবং আমাদের সহকর্মীদের মাঝে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে।

স্মরণিকার মাধ্যমে পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অবদান বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ জানতে পারবেন। ফলে ভবিষ্যতে তারাও অধিকতর অবদান রাখতে উদ্বুদ্ধ হবেন বলে আমার বিশ্বাস। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ অর্থাৎ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথ সুগম হবে।

পরিশেষে আমি পুরস্কারপ্রাপ্ত সব কর্মকর্তা ও স্মরণিকা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং 'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এওয়ার্ড-২০১৩' প্রদান অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

(সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী)
ডেপুটি গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

## প্রসঙ্গকথা

কর্মক্ষেত্রে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উত্তম কাজের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য যেমন আনন্দদায়ক তেমনি দায়িত্বও। পুরস্কারপ্রাপ্তদের কর্মজীবন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এমন স্বীকৃতি বয়ে আনে অপার আনন্দ ও সম্মান। প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডকে সার্বিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত করা এবং অভ্যন্তরীণ সৌহার্দ্যপূর্ণ ও প্রতিযোগিতামূলক কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতেও রয়েছে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে সেরা কর্মীদের নিয়মিতভাবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদানের এ উদ্যোগ কর্মসহায়ক ও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করার প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়বদ্ধতারই বহিঃপ্রকাশ।

'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এওয়ার্ড-২০১৩' প্রদান উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকাটি এবারের আয়োজনে নিঃসন্দেহে একটি নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে, যার ফলে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে অন্য সবার মতো আমিও ভীষণভাবে আনন্দিত। 'রিকগনিশন এন্ড রিওয়ার্ড' কমিটির সদস্য হওয়ার প্রেক্ষিতে চূড়ান্ত মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত থাকার সুযোগ আমার হয়েছে। সে সূত্রে আমাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নানাবিধ প্রশংসাযোগ্য কাজের বিবরণ অবগত হতে পেরে আমি প্রকৃত অর্থেই অভিভূত হয়েছি। প্রাপ্ত মনোনয়ন প্রস্তাবসমূহের মধ্য থেকে সৃজনশীল ও অনন্যসাধারণ কাজের জন্য নীতিমালার আওতায় এককভাবে পাঁচজন কর্মকর্তা ও দলগতভাবে পাঁচটি টিম নির্বাচন করতে কমিটিকে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হয়েছে। পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত সকলের প্রতি রইল আমার উষ্ণ অভিনন্দন; আর যারা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র নীতিমালার কারণে নির্বাচিত হতে পারেননি, তাদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আশা করছি ভবিষ্যতে তাদের আরও প্রগতিশীল ও উদ্ভাবনী কাজের স্বীকৃতি আমরা দিতে পারব।

'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এওয়ার্ড-২০১৩' প্রদান উপলক্ষে প্রথমবারের মতো প্রকাশিত স্মরণিকাটি নিশ্চিতভাবে ব্যাংকের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য প্রেরণাদায়ক ও দিকনির্দেশনামূলক একটি প্রকাশনা হয়ে থাকবে। স্মরণিকা প্রকাশের সাথে জড়িত সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী যে, অর্থনীতিতে আমাদের সৃষ্টিশীল ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সুফল বয়ে আনার পাশাপাশি পাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। সবার প্রতি রইল শুভ কামনা।

(নাজনীন সুলতানা)
ডেপুটি গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

## প্রসঙ্গকথা

'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এওয়ার্ড-২০১৩' উপলক্ষে প্রথমবারের মতো একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বাংলাদেশ ব্যাংক তার সেরা কর্মীদের উত্তম কাজের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ২০০৬ সাল থেকে নিয়মিতভাবে এ পুরস্কার প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছর বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৩ সালের সেরা কর্মীদের পুরস্কৃত করতে যাচ্ছে।

যে কোন প্রতিষ্ঠানেই কর্মীদের কর্মদক্ষতার উৎকর্ষতা সাধন, কর্মসহায়ক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ও প্রতিযোগিতামূলক কাজের পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কর্মীদের উত্তম কাজের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান একটি বড় অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করে। সে অনুধাবন থেকেই বাংলাদেশ ব্যাংক তার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ২০০৫ সালে একটি রিকগনিশন এন্ড রিওয়ার্ড পলিসি প্রণয়ন করে যা পরবর্তী সময়ে বর্ধিত কলেবরে 'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এন্ড রিওয়ার্ড পলিসি-২০১৩' এর রূপ লাভ করে। এ পলিসির আওতায় সর্বোচ্চ মান ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মান এই দুইটি ক্যাটাগরিতে এবার মোট ২৩ জন কর্মকর্তাকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে।

স্মরণিকা সর্বদাই একটি বিশেষ বিষয়কে তথা সময়কে সযত্নে এক মলাটে বাঁধাই করে রাখে যা পরবর্তী সময়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত বা স্মৃতির ভাণ্ডার হিসেবে থেকে যায়। সেদিক থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এওয়ার্ড সংক্রান্ত প্রথম প্রকাশনা হওয়ায় এ স্মরণিকাটি কিছুটা অনন্য হয়ে থাকবে। আশা করি, স্মরণিকাটি পুরস্কারপ্রাপ্তদের স্মৃতির মণিকোঠায় যেমন গর্বময় অনুভূতির সৃষ্টি করবে ঠিক তেমনি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিটি কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রতিষ্ঠান তথা দেশের কল্যাণে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

পরিশেষে 'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এওয়ার্ড-২০১৩' প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সহ এ পর্যন্ত পুরস্কৃত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং স্মরণিকা প্রকাশ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকাশনা মুদ্রণ যাতে অব্যাহত থাকে সে আশাবাদ রইল। আমি সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করছি।

(আহমেদ জামাল)
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ ব্যাংক

# প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উত্তম কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কৃত করার ধারাবাহিকতায় ২০০৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত 'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এওয়ার্ড' নিয়মিতভাবে প্রদান করা হচ্ছে। 'বাংলাদেশ ব্যাংক রিকগনিশন এন্ড রিওয়ার্ড পলিসি, ২০০৫' সংশোধন ও পরিমার্জনপূর্বক ২০১৩ সালে নতুনভাবে 'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এন্ড রিওয়ার্ড পলিসি, ২০১৩' প্রবর্তন করা হয়। সংশোধিত নীতিমালাটি আরও কার্যকর ও যুগোপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে। নীতিমালায় ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে একক এবং দলগতভাবে অসামান্য কাজের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নির্ধারিত, ঘটনোত্তর বা স্বীয় উদ্যোগে সম্পাদিত এবং আর্থিক খাত ও ব্যাংকের স্বার্থ রক্ষার্থে বিবেচিত বিশেষ কাজের জন্য এ নীতিমালার আওতায় পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সংশোধিত নীতিমালায় পুরস্কারের সংখ্যা পাঁচটি হতে ১০টিতে উন্নীত করা হয়েছে। যার মধ্যে স্বর্ণ পদকের সংখ্যা পাঁচটি ও রৌপ্য পদকের সংখ্যা পাঁচটি।

নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী ও টিম নির্ধারিত প্রস্তাবক ও সুপারিশকারীর মাধ্যমে তাদের অসাধারণ (Outstanding) কাজের অবদান নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ এর রিকগনিশন এন্ড রিওয়ার্ড উইং বরাবরে প্রেরণ করেন। তাছাড়া উক্ত নীতিমালার আওতায় স্ব-উদ্যোগেও নিজের মনোনয়ন প্রস্তাব পেশ করার সুযোগ রয়েছে।

ডেপুটি গভর্নর-১ কে চেয়ারম্যান, অন্য ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ, নির্বাহী পরিচালক (এইচআরডি'র দায়িত্বে নিয়োজিত) এবং মহাব্যবস্থাপক (এইচআরডি-১)- কে সদস্য করে গঠিত রিকগনিশন এন্ড রিওয়ার্ড কমিটির নিকট সকল মনোনয়ন উপস্থাপন করা হয়। ব্যক্তি পর্যায়ে বা দলগতভাবে অবদানের বিষয়গুলো বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনার ভিত্তিতে কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়।

পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তাদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম খচিত স্বর্ণ পদক ও রৌপ্য পদক প্রদান করা হয়। তবে কমিটি কর্তৃক উত্তম বিবেচিত যে কোন পুরস্কার প্রদানের সুযোগ নীতিমালায় রাখা হয়েছে। প্রতি বৎসর পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হয় এবং তাদের ছবি ব্যাংকের ঘরোয়া পত্রিকায় প্রকাশ করাসহ ব্যাংকের প্রবেশদ্বারে পরবর্তী এক বছর প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, উৎসাহ প্রদান ও কর্মোদ্যোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক কাজের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ প্রতি বছর 'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এওয়ার্ড' সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করে আসছে। ভবিষ্যতেও সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পুরস্কারপ্রাপ্তদের স্বীকৃতি প্রদান ও অন্যান্য কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি এবং ব্যাংকের সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ কাজ করে যাবে।

(আবু ফরাহ মোঃ নাছের)
মহাব্যবস্থাপক
হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১
বাংলাদেশ ব্যাংক

# সম্পাদকীয়

প্রতি বছরের মতো এবারও 'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এওয়ার্ড- ২০১৩' ঘোষণা করা হয়েছে। এওয়ার্ডপ্রাপ্ত সকলের জন্য রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন। এবারই প্রথম ২০০৬ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত পুরস্কারপ্রাপ্তদের ছবি ও কাজের বর্ণনা নিয়ে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে। মহতী এ উদ্যোগ সফলভাবে সম্পাদন করতে পেরে আমরা আনন্দিত। 'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এওয়ার্ড' স্মরণিকাটি প্রকাশে কর্তৃপক্ষের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। একইসাথে স্মরণিকাটি যথাসময়ে প্রকাশ করার কাজে সম্পৃক্ত সহকর্মীদের জন্য রইল আমার বিশেষ ধন্যবাদ।

আমরা জানি স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে যাত্রা শুরু করে। নতুন একটি দেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে এখন পর্যন্ত দেশের মুদ্রানীতি, ব্যাংকিং ও আর্থিক ব্যবস্থা প্রণয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক সঠিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনার নানা দিকে প্রতিনিয়ত নেয়া হচ্ছে উন্নয়নমুখী উদ্যোগ। গুরুত্বপূর্ণ এসব কাজ সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে রিকগনিশন এওয়ার্ড দেয়ার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্মকর্তাদের কাজের স্বীকৃতি দেয়। যা অন্যদের অনুপ্রাণিত করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সততা, স্বচ্ছতা আর কর্মনিষ্ঠার কারণে জন্মলগ্ন থেকেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক জনগণের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। এছাড়াও গ্রিন গভর্নর হিসেবে স্বীকৃত ড. আতিউর রহমানের নারী, শিশু, কৃষি ও উদ্যোক্তাবান্ধব নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও পুরস্কার অর্জন করেছে।

আধুনিকমনস্ক কর্মীদের কর্মতৎপরতায় বহু বছর ধরেই সুনাম কুড়াচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বর্তমান সময়ে ব্যাংকের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা যেমন ডিজিটাইজ হচ্ছে, ঠিক তেমনি, দেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনাও প্রতিনিয়ত হচ্ছে সুদৃঢ়। বাংলাদেশ ব্যাংকে যাঁরা দক্ষতা ও নিষ্ঠার পরিচয় রাখছেন তাঁদের উৎসাহিত করার জন্য এ ধরনের স্মরণিকা প্রকাশ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশাবাদী।

(এফ.এম. মোকাম্মেল হক)
মহাব্যবস্থাপক
ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স
বাংলাদেশ ব্যাংক

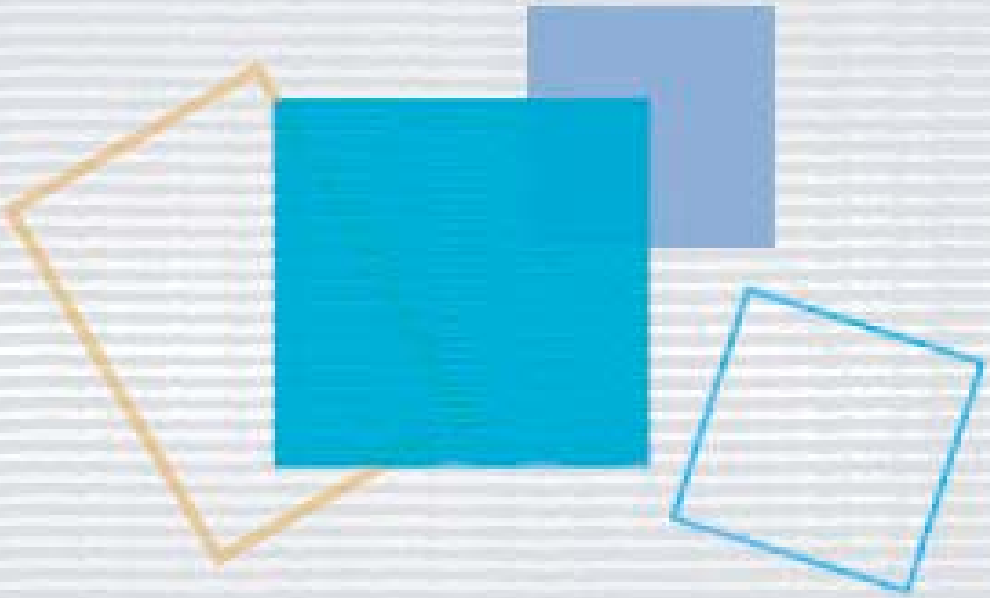

# বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম

বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের প্রধান কর্তৃপক্ষ। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ (১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ১২৭) বলে ঢাকায় স্থাপিত হয় এবং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ব্যাংকের কার্যক্রম শুরুর তারিখ ধরা হয়। স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের ঢাকার সকল দায় ও পরিসম্পদ নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়।

ব্যাংকটি পরিচালনার জন্য নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এ পর্ষদের সভাপতি। অন্যরা হলেন সরকার কর্তৃক নিয়োজিত বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ডেপুটি গভর্নর, ব্যাংকিং, বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষিখাতে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চারজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং চারজন সরকারি কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ যাবৎ যাঁরা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা হলেন: আ.ন.ম হামিদুল্লাহ্ (১৯৭২-৭৪), এ.কে.এন আহমেদ (১৯৭৪-৭৬), এম নূরুল ইসলাম (১৯৭৬-১৯৮৭), শেগুফ্তা বখ্ত চৌধুরী (১৯৮৭-৯২), খোরশেদ আলম (১৯৯২-৯৬), লুৎফর রহমান সরকার (১৯৯৬-৯৮), ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন (১৯৯৮-২০০১), ড. ফখরুদ্দীন আহমদ (২০০১-২০০৫), ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ (২০০৫-২০০৯) এবং ড. আতিউর রহমান (২০০৯- বর্তমান)।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত। একই স্থানে ব্যাংকের মুদ্রা ইস্যু ও সংরক্ষণ, সরকার, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের সাথে দৈনন্দিন লেনদেনের জন্য মতিঝিল অফিসের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এছাড়া ঢাকার সদরঘাট, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বগুড়া, রংপুর, বরিশাল এবং ময়মনসিংহ শহরে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি করে অফিস রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংখ্যা ৫,৬৯৪ জন।

বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে :

১. জাতীয় স্বার্থে উৎপাদনশীল সম্পদসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরীণ মুদ্রার মান স্থিতিশীল রাখা এবং টাকার বৈদেশিক বিনিময় হার ধরে রাখার উদ্দেশ্যে মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

২. দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক মুদ্রাবাজার নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

৩. মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ। যেমন: ক. খোলাবাজার কার্যক্রম (ট্রেজারি বিল/বন্ড, রিপো, রিভার্স রিপো নিলাম), খ. সংরক্ষণ অনুপাতের পরিবর্তন যেমন নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতা (CRR) এবং বিধিবদ্ধ তরলসম্পদ সংরক্ষণ আবশ্যকতার (SLR) হার পরিবর্তন, গ. সেকেন্ডারি ট্রেডিং, ঘ. পুনঃবাট্টার হার/ব্যাংক হার পরিবর্তন ঙ. নৈতিক নিয়ন্ত্রণ;

৪. দেশের ব্যাংকিং খাতের নিরাপত্তা, সুষ্ঠুতা এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে এবং ব্যাংকিং খাতের শৃঙ্খলা, গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তাদের আস্থা ধরে রাখার উদ্দেশ্যে সরেজমিন পরিদর্শন এবং রিপোর্ট ভিত্তিক/দূর অবস্থানিক পরিবীক্ষণের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান;

৫. স্বর্ণ, বৈদেশিক বিনিময়, এসডিআর এবং আইএমএফে সংরক্ষিত মজুদ দ্বারা নিরূপিত বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চিতি ব্যবস্থাপনা;

৬. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে এককভাবে ব্যাংক নোট ইস্যু;

৭. বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের পারস্পরিক নিরূপিত চেক, ড্রাফট, বিল ইত্যাদি দ্বারা সৃষ্ট আন্তঃব্যাংক পরিশোধ নিষ্পত্তিতে তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের জন্য নিকাশঘর হিসেবে দায়িত্ব পালন;

৮. সরকারের ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন;

৯. দেশের তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ এবং সরকারের জন্য ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল;

১০. মুদ্রা ও ব্যাংকিং বিষয়ে সরকারের পরামর্শদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন; এবং

১১. জাতীয় স্বার্থে প্রবৃদ্ধি সহায়ক কর্মসূচি পরিচালনা।

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক মানবিক ব্যাংকিং তথা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রবৃদ্ধি ও সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতার সঙ্গে আপোষ না করে পরিবেশ ও সামাজিক সচেতনতায় পুঁজির প্রবাহ বাড়ানোর পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের মাধ্যমে মানুষের জীবনমান উন্নত করার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের 'সেরা গভর্নর' নির্বাচিত হয়েছেন। লন্ডনভিত্তিক ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস গ্রুপের অর্থবিষয়ক ম্যাগাজিন 'দি ব্যাংকার' কর্তৃক তিনি এ সম্মাননায় ভূষিত হন। এর আগে সবুজ অর্থায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ ড. আতিউর রহমান অনেকগুলো আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ভারতের ইন্দিরা গান্ধী স্বর্ণ স্মারক, ফিলিপাইনের গুসি শান্তি পুরস্কার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তামাক বিরোধী আন্দোলনের সাফল্যের স্বীকৃতি এবং জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (ইউনেপ) এর টেকসই অর্থনীতির বিশ্ব মডেল নির্মাণের জন্য গঠিত সর্বোচ্চ প্যানেলের সদস্য হিসেবে নির্বাচন ইত্যাদি।

এর বাইরেও বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যাবলী সম্পাদন করে। যেমন: নতুন নতুন আর্থিক হাতিয়ার প্রচলন; মুদ্রা ও আর্থিক বাজারে অংশগ্রহণকারীদের জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন; ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারা সম্পাদিত সামাজিক দায়বদ্ধতার কাজ পরিবীক্ষণ করা এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহিত করা। বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়মিতভাবে বেশ কয়েকটি গবেষণা ও পরিসংখ্যান সংক্রান্ত প্রকাশনা মুদ্রণ করে যেগুলো সাধারণ মানুষ ও নীতিনির্ধারকদের সহায়তা করে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল স্রোতে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে এবং নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ

# রিকগনিশন এওয়ার্ড

২০১৩

**ড. মোঃ এজাজুল ইসলাম**
উপমহাব্যবস্থাপক (গবেষণা)
চিফ ইকোনমিস্টস্ ইউনিট

*"তাঁর গবেষণা সরকারের রাজস্বনীতিতে সম্পদ আহরণ, সুদ ব্যয়, বাণিজ্যিক ব্যাংকের মেয়াদি সুদ হার ও মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় সঞ্চয়পত্রসমূহের বাস্তবানুগ সুদ হার নির্ধারণে ভূমিকা রাখে।"*

ড. মোঃ এজাজুল ইসলাম 'বাংলাদেশের সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য'-এর উপর একটি গবেষণামূলক সমীক্ষা পরিচালনা করেন। এ গবেষণা সরকারের রাজস্বনীতিতে সম্পদ আহরণ, সুদ ব্যয়, বাণিজ্যিক ব্যাংকের মেয়াদি সুদহার ও মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় সঞ্চয়পত্রসমূহের বাস্তবানুগ সুদ হার নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে এ ধরনের গবেষণামূলক জরিপ এটিই প্রথম যা ২০১৩ সালে প্রকাশিত হয় এবং সরকারের বিভিন্ন মহলে বেশ প্রশংসিত হয়।

তাঁর পরিচালিত 'A Quick Analysis of Deposit Interest Rates Offered by Commercial Banks' শীর্ষক গবেষণায় দেখা যায় যে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে কিছু ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের সুদ হার নীতির বিপরীতে আমানত সুদ হার নির্ধারণে অনিয়ম করে আসছে যা ব্যাংকিং খাতে অসুস্থ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে। এ গবেষণাপ্রাপ্ত তথ্যের আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক অনিয়মকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়, ফলে অসুস্থ প্রতিযোগিতা হ্রাস পায়।

ড. মোঃ এজাজুল ইসলাম 'A Comparative Analysis of Interest Rate Spread in the Banking System' শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা পরিচালনা করেন। এ গবেষণায় ব্যাংকিং খাতে সুদ হারের স্প্রেড নির্ণয়ে বিভিন্ন পদ্ধতি বিশ্লেষণপূর্বক সার্বিক স্প্রেডের তুলনা করা হয়েছে। এছাড়াও নিম্ন স্প্রেডের হার বজায় রাখার বিভিন্ন কৌশল দেখানো হয়েছে যা নীতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখে।

এছাড়াও 'VAR' মডেলের মাধ্যমে দেশের জিডিপি, মূল্যস্ফীতি, মুদ্রা সরবরাহ এবং রাজস্ব ব্যয়ের (GDP, Inflation, Money Supply and Fiscal Expenditure) চলকগুলোর মধ্যে কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে তিনি আগাম জিডিপি ও মূল্যস্ফীতি পূর্বাভাসের মডেল তৈরি করেছেন যা মুদ্রানীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

তাঁর পরিচালিত 'An Assessment of Financial Stability in the Banking Sector: An Empirical Analysis' শীর্ষক গবেষণায় সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচক ও আর্থিক সূচকসমূহ বিশ্লেষণ করে ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতার গতি প্রকৃতি দেখানো হয়েছে, যা ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতার নীতি নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

**ড. মোহাম্মদ আমির হোসেন**
যুগ্মপরিচালক (পরিসংখ্যান)
পরিসংখ্যান বিভাগ

> *বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈদেশিক খাত (External Sector) তথা বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি প্রশংসনীয়ভাবে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন।*

ড. মোহাম্মদ আমির হোসেন বর্তমানে আইএমএফের 'ইসিএফ প্রোগ্রাম' এর চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ ও সময়োপযোগী বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য (Balance of Payment) প্রক্ষেপণে সক্রিয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয় ও আইএমএফসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী সময়োপযোগী বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য প্রক্ষেপণ (BoP Projection) প্রস্তুত করছেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈদেশিক খাত (External Sector) তথা বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মোহাম্মদ আমির হোসেন অত্যন্ত উৎকর্ষতার সাথে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব প্রশংসনীয়ভাবে পালন করেছেন। তাঁর নিরলস চেষ্টায় আইএমএফের বিভিন্ন সুপারিশমালা যথাযথভাবে বাস্তবায়নপূর্বক বাংলাদেশের BoP সংকলন পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের BoP সংকলন পদ্ধতি আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে এবং আইএমএফ-সিঙ্গাপুর রিজিওনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে মডেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে চলমান বাংলাদেশের এক্সটারনাল সেক্টর উন্নয়নে Japan Subaccount Administered Project এর বাংলাদেশের পক্ষে সমন্বয়ক হিসেবে সমস্ত কার্যক্রম অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করছেন।

বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য (BoP) প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আইএমএফ নির্ধারিত ম্যানুয়াল রয়েছে। মোহাম্মদ আমির হোসেনের প্রচেষ্টায় আইএমএফের সর্বশেষ ম্যানুয়াল (BPM6) অনুযায়ী BoP প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে যা অধিকাংশ দেশ এখনো সম্পন্ন করতে পারেনি। ইতিপূর্বে বাংলাদেশের BoP সংকলনে BPM4 থেকে BPM5 এ উন্নীতকরণেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। যথাযথভাবে BoP প্রস্তুতকরণে তাঁর কাজ আইএমএফ কর্তৃক প্রশংসিত হয় এবং আইএমএফ বিশেষজ্ঞ তালিকায় তাঁর নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে আইএমএফের ICS ওয়েবসাইটে যে সব তথ্য আপলোড করা হয় তা বিভিন্ন ফরম্যাটে থাকে। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ফরম্যাটের তথ্যসমূহ সামঞ্জস্যপূর্ণ করা সম্ভব হয়েছে, যা বাংলাদেশকে General Data Dissamination System (GDDS) থেকে Standard Data Dissamination System (SDDS) এ উন্নীতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ম্যানুয়াল (BPM6) অনুযায়ী BoP প্রস্তুতের সুবিধার্থে নতুন আঙ্গিকে তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে অনুমোদিত ডিলার (Authorized dealer) কর্তৃক নির্ভুল রিপোর্টিংয়ের জন্য 'Code Lists for Reporting of External Sector Transactions by the Authorized Dealers' শীর্ষক প্রকাশনা প্রস্তুতকরণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

আইএমএফের সর্বশেষ নীতিমালা অনুযায়ী 'Annual Bangladesh Balance of Payment' শীর্ষক প্রকাশনা প্রস্তুতকরণে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। এছাড়াও তিনি বিবিটিএ কর্তৃক আয়োজিত ফরেন এক্সচেঞ্জ রিপোর্টিং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে রিসোর্স পারসন হিসেবে কাজ করেন যা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে নির্ভুল তথ্য প্রাপ্তিতে সহায়ক হচ্ছে। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা ও পরামর্শে পরিসংখ্যান বিভাগে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য সংশ্লিষ্ট সব তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যভাণ্ডার 'ইডিডব্লিউ'র মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে বর্তমানে অল্প সময়ে নির্ভুল তথ্য সংকলন করা সম্ভব হচ্ছে।

**মোঃ রাশেদুল ইসলাম**
উপব্যবস্থাপক
একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম ও বিভাগ :
উপব্যবস্থাপক
মতিঝিল অফিস]

*"সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্টের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল অফিসে 'কোর ব্যাংকিং সিস্টেম (CBS)' সফলভাবে বাস্তবায়নে তিনি অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেন।"*

মোঃ রাশেদুল ইসলাম সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্টের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৃহত্তম শাখা অফিস মতিঝিল অফিসে SAP (FICO) মডিউল সফলভাবে বাস্তবায়ন করেন। এছাড়া SAP (FICO) মডিউলের সঙ্গে অন্যান্য মডিউল (MM, HR) এর সমন্বয়ে হিসাবায়ন বিষয়ক সম্যক ধারণা প্রদান তথা সার্বিকভাবে SAP বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ শাখা অফিসসমূহের মধ্যে শুধুমাত্র তাঁকে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে 'SAP Certification Course' করার দায়িত্ব দেয়া হয় যা তিনি সফলভাবে সম্পন্নপূর্বক বিশ্বের অন্যতম গ্রহণযোগ্য 'SAP Associate' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্টের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল অফিসে 'কোর ব্যাংকিং সিস্টেম (CBS)' সফলভাবে বাস্তবায়নে তিনি অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেন। এছাড়াও ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজের মধ্যে CBS এর সঙ্গে অন্যান্য মডিউলের (Treasury, MI) সমন্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে সার্বিকভাবে ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ বাস্তবায়নে অবদান রাখেন।

ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজের চেক প্রসেসিং মডিউল জুলাই ২০১৩ হতে চালুকরণে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

এছাড়া ম্যানুয়াল সিস্টেমের পাশাপাশি অন্যান্য সিস্টেম তথা SAP, ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ ইত্যাদি বাস্তবায়নে অনেক সমস্যার সমাধানপূর্বক মতিঝিল অফিসের দিনের হিসাবায়ন সংশ্লিষ্ট দিনেই নির্ভুলভাবে সম্পাদন করার ক্ষেত্রে মোঃ রাশেদুল ইসলামের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

**মোঃ সেলিম মাহমুদ**
সহকারী পরিচালক (প্রকৌঃ যান্ত্রিক)
রাজশাহী অফিস
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে অফিস: চট্টগ্রাম অফিস]

*"তিনটির বদলে একটি জেনারেটর পরিচালনার মাধ্যমে সেটির সর্বাধিক উপযোগিতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে তিনি দৈনন্দিন অফ ও পিকলোড আওয়ারের চাহিদা অনুযায়ী যে কোন একটি জেনারেটর পরিচালনার লক্ষ্যে স্বল্প সময়ে সার্কিট ডিজাইন করেন।"*

মোঃ সেলিম মাহমুদ বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের তিনটি জেনারেটর একই সাথে পরিচালনা না করে একটি জেনারেটর পরিচালনার মাধ্যমে জ্বালানি তেল সাশ্রয় এবং পরিবেশ দূষণ হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

চট্টগ্রাম অফিসে প্রয়োজনের নিরিখে বিভিন্ন সময়ে ৫০০, ২০০ ও ৫০ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন তিনটি ডিজেল জেনারেটর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপিত হয়। লোডশেডিং বা অন্য কোনো অসুবিধার কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ বা বিঘ্নিত হলে তিনটি জেনারেটর একসাথে চালু করার প্রয়োজন হতো। আবার লোড চাহিদার তারতম্যের কারণে জেনারেটরগুলো অধিকাংশ সময়ে আন্ডারলোডে চলত। এসব কারণে একদিকে জ্বালানি খরচ যেমন বেশি হয়, অপরদিকে জেনারেটরগুলোর কার্যক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পায়। এতে ঘনঘন যন্ত্রাংশ নষ্ট হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং জেনারেটরের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এছাড়া তিনটি জেনারেটর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপিত হওয়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে তা পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিক সময় ব্যয় হওয়াসহ অতিরিক্ত লোকবলের প্রয়োজনীয়তার কারণে জেনারেটরগুলোর পরিচালনা ব্যয় আরও বৃদ্ধি পেত।

জ্বালানি তেলের খরচ বৃদ্ধি, জেনারেটর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বৃদ্ধির পাশাপাশি একই সময় তিনটি জেনারেটর চলার কারণে তীব্র শব্দ দূষণ, কার্বন নিঃসরণ, তাপ বিকিরণ ইত্যাদি নেতিবাচক অভিঘাত পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছিল। ফলে অফিসের স্বাভাবিক কর্মপরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি তা কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। তিনটির বদলে একটি জেনারেটর পরিচালনার মাধ্যমে সেটির সর্বাধিক উপযোগিতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রকৌশল বিভাগের সহকারী পরিচালক (প্রকৌঃ যান্ত্রিক) মোঃ সেলিম মাহমুদ দৈনন্দিন অফ ও পিকলোড আওয়ারের চাহিদা অনুযায়ী যে কোন একটি জেনারেটর পরিচালনার লক্ষ্যে স্বল্প সময়ে সার্কিট ডিজাইন করেন। উক্ত সার্কিট ডিজাইন অনুযায়ী ক্যাবল ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করে আন্তঃসংযোগের মাধ্যমে বর্তমানে বৈদ্যুতিক লোডের প্রয়োজনমাফিক ম্যানুয়ালি সিলেকশন করা একটি জেনারেটর স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে। এতে করে বর্তমানে পূর্বের তুলনায় গড়ে প্রায় ৬৯.১৮% জ্বালানি খরচ কম হচ্ছে এবং জেনারেটর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। Capacity Utilization Optimization এর কারণে Fuel Consumption পূর্বের তুলনায় গড়ে প্রায় ৩১.৭১% হ্রাস পেয়েছে।

এছাড়া তাপ, শব্দ দূষণ ও কার্বন নিঃসরণ হ্রাস পেয়েছে ২ থেকে ৩ ভাগ। জ্বালানি আমদানির ক্ষেত্রে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের পরিমাণ পরোক্ষভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ উদ্যোগটি চট্টগ্রাম অফিস তথা দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশে গ্রিন হাউজ এফেক্ট (Green House Effect) এর মাত্রা হ্রাসে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রাখছে।

**মাসুমা সুলতানা**
যুগ্মপরিচালক
ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

*"সরকারি সিকিউরিটিজের বিনিয়োগ ভিত্তি সম্প্রসারণের প্রয়োজনে বেসরকারি খাত ও ব্যাংকসমূহের পেনশন ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের লক্ষ্যে তিনি সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন।"*

মাসুমা সুলতানা ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের সূচনালগ্ন হতে সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নসহ ট্রেজারি বিল ও বন্ডের মার্কেট সম্প্রসারণ ও সরকারি সিকিউরিটিজের লেনদেন সংক্রান্ত অটোমেশনের কাজে সরাসরি জড়িত রয়েছেন। তিনি সরকারের নগদ স্থিতি পর্যালোচনাপূর্বক ব্যাংকিং খাত হতে ঋণ গ্রহণের জন্য ট্রেজারি বিল ও বন্ডের নিলাম পঞ্জিকা প্রণয়নে 'ক্যাশ অ্যান্ড ডেট ম্যানেজমেন্ট টেকনিক্যাল কমিটি'র সদস্য। তাঁর নিবিড় তত্ত্বাবধান ও আন্তরিক ভূমিকার ফলে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে ঃ

- অনিবাসী বিনিয়োগকারী কর্তৃক ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন্ড রুলের সংশ্লিষ্ট ধারা পরিবর্তনের যৌক্তিকতা তুলে ধরা;
- সরকারের নগদ পরিস্থিতি ও সিকিউরিটিজের বাজার চাহিদার সাথে সমন্বয়পূর্বক সরকারের ঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়া পুনর্বিন্যস্তকরণ;
- প্রাথমিক ও দ্বিতীয় স্তর বাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ, পরিবর্তন ও পরিমার্জন;
- সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নে ভূমিকা রাখা।

সিকিউরিটিজের প্রাথমিক বাজার উন্নয়নে প্রাইমারি ডিলার পদ্ধতিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণের জন্য নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ, নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণপূর্বক বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তার কার্যকারিতা বিবেচনার প্রয়োজন হয়। মাসুমা সুলতানা এ কাজে সম্পৃক্ত রয়েছেন। সরকারি সিকিউরিটিজের বিনিয়োগ ভিত্তি সম্প্রসারণের প্রয়োজনে বেসরকারি খাত ও ব্যাংকসমূহের পেনশন ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের লক্ষ্যে তিনি সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। এছাড়া সেকেন্ডারি মার্কেটে ট্রেজারি বন্ডের মূল্য নির্ধারণে রি-ইস্যুয়েন্স বা রি-ওপেনিংয়ের ক্ষেত্রে মাসুমা সুলতানা নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন।

# টিম

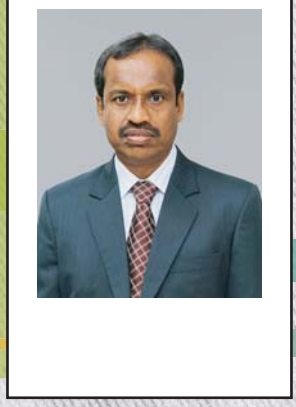

**শান্তি রঞ্জন সাহা**
উপমহাব্যবস্থাপক
ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম:
যুগ্মপরিচালক]

**মোঃ আরিফুজ্জামান**
যুগ্মপরিচালক
ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট
সুপারভিশন

**মুহম্মদ মাহফুজুর রহমান খান**
যুগ্মপরিচালক
ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট
সুপারভিশন

**অশোক কুমার কর্মকার**
উপপরিচালক
ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট
সুপারভিশন

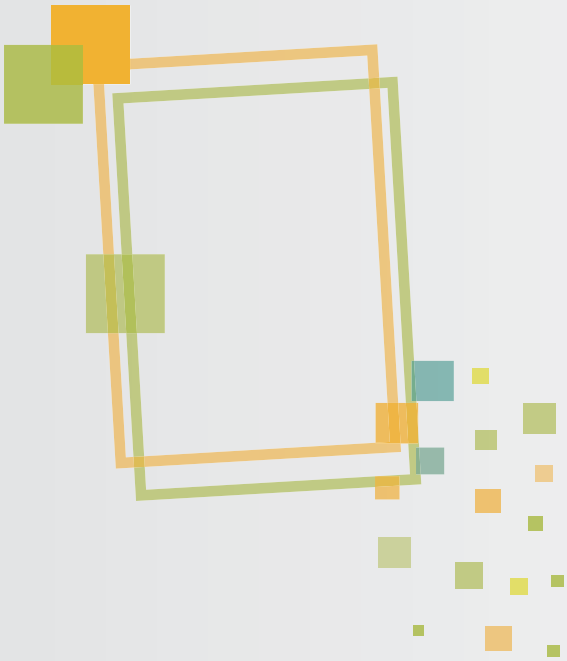

*বিশ্বমন্দা উত্তর পরিস্থিতিতে বৈশ্বিক সুপারভিশন কাঠামোতে অনেকগুলো পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকও দেশীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ক্যামেল্‌স রেটিং নির্ণয় পদ্ধতিকে আরও কার্যকর এবং যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ক্যামেল্‌স রেটিং গাইডলাইন সংশোধন ও উন্নততর করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। টিমের সদস্যরা সংশোধিত গাইডলাইনে কিছু নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন।*

ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশনের চার সদস্যের এ টিম ‘ক্যামেল্‌স (CAMELS)’ রেটিং গাইডলাইন সংশোধন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এ বিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ ব্যাংকগুলোর ক্যামেল্‌স রেটিং নির্ণয় করা। রেটিং নির্ণয়ে ব্যবহৃত গাইডলাইনটি ২০০৬ সালে প্রণীত হয়েছিল। ইতোমধ্যে বিশ্বমন্দা উত্তর পরিস্থিতিতে বৈশ্বিক সুপার-ভিশন কাঠামোতে অনেকগুলো পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকও দেশীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ক্যামেল্‌স রেটিং নির্ণয় পদ্ধতিকে আরও কার্যকর এবং যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ক্যামেল্‌স রেটিং গাইডলাইন সংশোধন ও উন্নততর করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। টিমের সদস্যরা সংশোধিত গাইডলাইনে কিছু নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন-

- সম্পদের গুণগত মানসহ ক্যামেল্‌স এর প্রত্যেকটি উপাদানের জন্য আলাদাভাবে প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়।

- ব্যাসেল-৩ এর কতিপয় বিষয় যেমন- সর্বোত্তম মূলধন, লিক্যুইডিটি কাভারেজ রেশিও (LCR), নেট স্ট্যাবল ফান্ডিং রেশিও (NSFR) ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

- কোর রিস্ক অ্যাসেসমেন্টস (CRAs) এর পাশাপাশি ব্যাংকসমূহের রিস্ক ম্যানেজমেন্ট পারফরমেন্স অ্যাসেসমেন্টস (RMPAs) `Management’ কম্পোনেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

- ব্যাংকসমূহের এসএমই, কৃষিখাতে অর্থায়ন এবং গ্রিন ব্যাংকিং ও সিএসআর পারফরমেন্সকে ক্যামেল্‌স রেটিং নির্ণয় প্রক্রিয়ায় নৈর্ব্যক্তিক ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

- বিভিন্ন সেক্টরে ব্যাংকগুলোর ঋণের কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা পরিমাপ করার জন্য হারফিনডাল-হার্শম্যান ইনডেক্স (HHI) ব্যবহার করা হয়েছে যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণের কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা (Concentration Level) পরিমাপ করার জন্য বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত হয়।

- স্থিতিপত্র বহির্ভূত ব্যবসায়ের পরিমাণ গ্রহণযোগ্য ও যৌক্তিক পর্যায়ে রয়েছে কি না, তা পরিমাপ করার জন্য তিনটি রেশিও ‘মূলধন পর্যাপ্ততা’, ‘সম্পদের গুণগতমান’ ও ‘তারল্য’ উপাদানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

গাইডলাইনটি বাস্তবায়নের সুবিধার জন্য ইনফরমেশন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের (আইএসডিডি) সহযোগিতায় বিদ্যমান ক্যামেল্‌স রেটিং সফটওয়্যারের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন করা হয়েছে। বর্তমানে এ গাইডলাইনটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং সংশোধিত গাইডলাইনের আলোকে ব্যাংকগুলোর ক্যামেল্‌স রেটিং নির্ণয় এবং অফ-সাইট প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

এছাড়াও টিমের সদস্যরা বাংলাদেশের সমগ্র ফিন্যান্সিয়াল সিস্টেমে সাউন্ডনেস ইন্ডিকেটর (FSIs) নির্ণয় ও আইএমএফ ওয়েবসাইটে আপলোড করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের কাছে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরতে তথা বিনিয়োগ আকর্ষণ করার লক্ষ্যে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন আইএমএফের কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশের আর্থিক খাতের (প্রাথমিকভাবে সকল তফসিলি ব্যাংক এবং নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ২০১১ হতে ২০১৩ সালের) তথ্যাদি একীভূত করে FSI গুলো নির্ণয়পূর্বক আইএমএফ বরাবর প্রেরণে সক্ষম হয়েছে। পরবর্তী সময়ে পর্যায়ক্রমে ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, অ-তফসিলি ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক, অন্যান্য অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এ প্রকল্পের আওতায় এনে আইএমএফ নির্ধারিত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে। আইএমএফ কর্তৃক ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে প্রকাশিত আর্থিক সূচক সম্বলিত বইয়ে বাংলাদেশের তথ্যাদি সন্নিবেশিত হবে যার মাধ্যমে অন্যান্য দেশের সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীগণ বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং বিনিয়োগে উৎসাহিত হবেন। সর্বোপরি বাংলাদেশ আইএমএফের নিকট সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমপ্লায়েন্ট দেশ হিসেবে গণ্য হবে। FSI তৈরির কাজের মূল উদ্যোক্তা হিসেবে উল্লিখিত কর্মকর্তাগণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন এবং বিভাগ হতে এ সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে।

# টিম

**রূপ রতন পাইন**
উপমহাব্যবস্থাপক
ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম ও বিভাগ :
উপমহাব্যবস্থাপক
ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট]

**শামীমা শারমীন**
উপপরিচালক
ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি
ডিপার্টমেন্ট

**মোহাম্মদ মুজাহিদুল আনাম খান**
উপপরিচালক
ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট

**ক্ষুন্ত কুমার সাহা**
উপপরিচালক
ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি
ডিপার্টমেন্ট

**এন. এইচ. মনজুরে মওলা**
উপপরিচালক
ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি
ডিপার্টমেন্ট

*ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্টে চলমান ফিন্যান্সিয়াল প্রজেকশন মডেল (FPM) বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট টিম সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট (FSR) প্রকাশনাটিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার ক্ষেত্রে এই টিম জোরালো ভূমিকা পালন করছে।*

বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্টে চলমান ফিন্যান্সিয়াল প্রজেকশন মডেল (FPM) বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট টিম সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। FPM একটি সর্বাধুনিক বহুমুখী বিশ্লেষণ কৌশল যা মূলত ব্যাংক ও সমগ্র ব্যাংকিং খাতের আর্থিক প্রক্ষেপণ, ডাইনামিক স্ট্রেস টেস্টিং, সেনসিটিভিটি এবং সিনারিও অ্যানালাইসিস সহ বিভিন্ন বিষয়ে সুপারভিশন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ ও বিশ্লেষণের কাজে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের বিদ্যমান ব্যাংকিং সিস্টেম বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট টিম ইতোমধ্যে FPM এর জন্য ইনপুট ও আউটপুট কাঠামোসহ একটি বিস্তারিত ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল প্রস্তুত করেছে। টিমের একক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে কার্যরত শরিয়াহ্ভিত্তিক ব্যাংক ছাড়াও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহকে মূল FPM মডেলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। FPM বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোর জন্য ইতোমধ্যেই একটি সার্কুলার ইস্যু করা হয়েছে। FPM সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে উক্ত টিম কর্তৃক ব্যাংকগুলোকে ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য টিম কর্তৃক প্রস্তুতকৃত FPM এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের শক্তি, দুর্বলতা, আর্থিক স্থিতিশীলতা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, তারল্য নির্ধারণ ছাড়াও আর্থিক খাত সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়ামক পর্যালোচনাপূর্বক সমগ্র ব্যাংকিং খাতের আর্থিক প্রক্ষেপণ, ডাইনামিক স্ট্রেস টেস্টিং, সেনসিটিভিটি এবং সিনারিও অ্যানালাইসিস করা হচ্ছে। এ সকল বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণী ও সুপারভিশন সম্পর্কিত বিভাগসমূহকে পরামর্শ প্রদান করা হবে যা ব্যাংকিং খাতের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও সুপারভিশন সম্পর্কিত নিত্যনতুন কৌশল প্রণয়নে সহায়তা করবে। ফলে, FPM বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান সুপারভিশন সিস্টেমকে অধিকতর যুগোপযোগী ও শক্তিশালী করবে যা দেশের আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

এছাড়াও টিম কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ইন্টারব্যাংক ট্রানজেকশন ম্যাট্রিক্স (ITM) একটি অনন্য কৌশল যা আর্থিক খাতের সকল তফসিলি ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সকল ধরনের লেনদেনের আন্তঃসম্পর্ক পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ম্যাট্রিক্স থেকে নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে Contagion, Peripheral এবং Centrality Issues পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ব্যাংক ও অ-ব্যাংকসমূহের তারল্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহীত সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা আরও সুচারুরূপে এবং নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। ITM এর মাধ্যমে বাংলাদেশে কার্যরত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল ধরনের লেনদেনের গতিপ্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারণ, আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ, কর্পোরেট গভর্নেন্স পর্যবেক্ষণ, অর্থ বাজারের প্রভাব বিস্তারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (শক্তিশালী বাজার দখলকারী, নেট ঋণগ্রহণকারী ও ঋণদাতা) সনাক্তকরণসহ প্রতিষ্ঠানসমূহের ঘাতোপযোগিতা (Vulnerabilities) পরিমাপ করা হচ্ছে। আলোচ্য কৌশলটির মাধ্যমে রং পরিবর্তনের (Colour Signaling) সাহায্যে প্রতিষ্ঠানসমূহের ঝুঁকির মাত্রা নিরূপণ করা হচ্ছে। ITM বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান সুপারভিশন সিস্টেমকে অধিকতর যুগোপযোগী ও শক্তিশালী করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট টিম ITM সংক্রান্ত ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ITM এর সার্বিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করছে।

বৈশ্বিক মন্দা পরবর্তী অভিজ্ঞতা ও দেশীয় আর্থিক খাতের বাস্তবতা বিবেচনায় সম্ভাব্য আর্থিক সংকট মোকাবেলার উদ্দেশ্যে ব্যাংক সুপারভিশনে আগাম প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বহুমুখী কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সামগ্রিক ব্যাংকিং সংকট (Systemetic Banking Crisis) মোকাবেলার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট টিম আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলায় আগাম সতর্কতামূলক পরিকল্পনা এবং ব্যাংক পুনর্গঠন ও অবসায়ন কাঠামো এবং ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল (Lender Of Last Resort -LOLR ) কাঠামো সংক্রান্ত দুটি Contingency Planning Documents প্রস্তুত করেছে যা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ব্যাংক পুনর্গঠন কাঠামোর আওতায় এ পর্যন্ত Key Trigger Points Selection, পরিমাণগত প্রভাব পর্যালোচনা এবং ইন্স্যুরেন্সবিহীন আমানতকারী এবং অন্য ঋণদাতার জন্য করণীয় সংক্রান্ত কার্যক্রম ইতোমধ্যেই সম্পাদন করেছে। সংশ্লিষ্ট টিম LOLR Framework (ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল কাঠামো) আওতায় Emergency Liquidity Arrangement (ELA), Penal Rate Determination, ELA Delegation of Authority, Eligible Collateral Finalization এবং Dedicated Cross-Departmental Team Formation সংক্রান্ত কার্যক্রম সুসম্পন্ন করেছে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের প্রতি আমানতকারী তথা স্টেকহোল্ডারদের আস্থা ধরে রাখা এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে আলোচ্য ফ্রেমওয়ার্কে বেশ কিছু কার্যক্রমের প্রস্তাব রাখা হয়েছে যা আর্থিক খাতের সম্ভাব্য বিপর্যয় রোধে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

মাত্রাতিরিক্ত ঋণপ্রবাহের ফলে উদ্ভূত আর্থিক খাতের সিস্টেমেটিক ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য তথা আর্থিক খাতকে অধিকতর ঘাতসহ (Resilient) করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক তফসিলি ব্যাংকসমূহের জন্য Countercyclical Capital Buffer প্রবর্তনের বিষয়টি ব্যাসেল-৩ এর একটি গুরুত্বপূর্ণ Requirement। ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্টের সংশ্লিষ্ট টিম বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের জন্য Countercyclical Capital Buffer এর উপর একটি বিশ্লেষণধর্মী ও বিশদ পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। Countercyclical Capital Buffer একটি সর্বাধুনিক ও কার্যকর সামষ্টিক অর্থনীতির হাতিয়ার যা অর্থনীতির উত্থান-পতনের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকির হাত থেকে ব্যাংকিং সিস্টেমকে সুরক্ষা দিবে। অর্থনীতির উর্ধ্বগতির সময়ে Capital Buffer সৃষ্টি করা হবে এবং নিম্নগতির সময় উক্ত Buffer Release করার মাধ্যমে ঋণ প্রবাহকে সচল রাখা হবে যা ব্যাংকসমূহকে সিস্টেমেটিক ঝুঁকিজনিত সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করবে। সর্বোপরি, Countercyclical Capital Buffer প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম কলা-কৌশল অনুসৃত হবে যা দেশের ব্যাংকিং সিস্টেমের সক্ষমতা (Resilience) আরও বৃদ্ধি করবে।

সংশ্লিষ্ট টিম ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট (FSR) সমৃদ্ধকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। টিমের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিভিন্ন কাঠামোগত ইস্যু পর্যায়ক্রমে FSR রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। বর্তমানে টিম রুগ্ন ঋণ বিশ্লেষণ, ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ এবং সঞ্চিতি সংরক্ষণ নীতিমালার প্রভাব, রেটিং পর্যায়ক্রম ম্যাট্রিক্স, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ঝুঁকি প্রভৃতি সমসাময়িক ইস্যুসমূহ অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে কাজ করছে যা স্টেকহোল্ডারদের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে। সর্বোপরি, ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট (FSR) প্রকাশনাটিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার ক্ষেত্রে এই টিম জোরালো ভূমিকা পালন করছে।

# টিম

**এ.কে.এম সাইদুজ্জামান**
যুগ্মপরিচালক
কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ

**মোঃ ফেরদাউস হোসেন**
উপপরিচালক
কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ

**ইসমে কুদ্দুস**
উপপরিচালক
কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ

কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগের সংশ্লিষ্ট টিম কৃষি ও পল্লি ঋণ মনিটরিংয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণে সক্রিয় ও জোরালো ভূমিকা পালন করেন। আগস্ট ২০০৯ সালে কৃষি ঋণ মনিটরিং উপবিভাগ গঠিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষকরা যাতে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ও হয়রানিমুক্তভাবে কৃষি ঋণ পেতে পারে, তা নিশ্চিত করা। উল্লেখ্য যে, ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে সকল তফসিলি ব্যাংকের জন্য কৃষি ও পল্লি ঋণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কৃষি ঋণ মনিটরিং উপবিভাগ গঠনের পূর্বে কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণ মনিটরিংয়ের উল্লেখযোগ্য এবং সুনির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি বা টুল্‌স ছিল না। এ উপবিভাগ গঠনের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো কৃষি ও পল্লি ঋণের মনিটরিংয়ের জন্য পূর্ণাঙ্গ কার্যকর পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়। উপবিভাগের কৃষি ও পল্লি ঋণ মনিটরিং সংক্রান্ত সফল কার্যক্রমের মাধ্যমে বছরওয়ারি কৃষি ও পল্লি ঋণের পরিমাণগত ও গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি ও পল্লি ঋণ মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে এ টিমের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- তিন-স্তর বিশিষ্ট মনিটরিং ব্যবস্থা (Three-tier Monitoring System) প্রচলন। এগুলো হলো বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় পর্যায়ে মনিটরিং; বাংলাদেশ ব্যাংক, শাখা অফিস পর্যায়ে মনিটরিং এবং ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং।

- কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিশদ তথ্য সংগ্রহের ফরম্যাট প্রস্তুতকরণ।

- সকল ব্যাংক কর্তৃক কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণের তথ্য Web-Based Agri-Credit MIS-এর মাধ্যমে রিপোর্টিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের পেপারলেস ব্যাংকিং পলিসি বাস্তবায়নের সাথে সমার্থক। এ ধরনের পেপারলেস রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে নির্ভুল তথ্য প্রাপ্তি সম্ভব হয়েছে।

- বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসসমূহেও Web-based Agri-Credit MIS সফ্‌টওয়্যার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে শাখা অফিস থেকে ডাটা ফ্লো কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগে স্থাপিত ডাটাবেইজে স্থানান্তর সহজ হবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি শাখা পর্যায়ে মনিটরিং কার্যক্রম আরও জোরদার করা যাবে।

- কৃষি ঋণ গ্রহীতার সাথে প্রতিনিয়ত সরাসরি মোবাইল ফোনে যোগাযোগের মাধ্যমে কৃষি ঋণ কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।

- ব্যাংক-এমএফআই পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লি ঋণ কার্যক্রমে কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

- কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণের জন্য নীতিমালা সংযোজিত 'কন্ট্রাক্ট ফার্মিং' ব্যবস্থার কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা প্রণয়ন।

- আমদানি বিকল্প ফসলসমূহে রেয়াতি ৪% হারে ঋণ বিতরণ ত্বরান্বিত করার জন্য বিভিন্ন প্রমোশনাল কার্যক্রমসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। যার ফলে এ খাতে ঋণ বিতরণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় সাশ্রয় হচ্ছে।

- কৃষি ও পল্লি ঋণ সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ অতি দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ। এতে করে ঋণ গ্রহীতাদের মাঝে একদিকে যেমন আস্থা ফিরে আসছে অন্যদিকে ব্যাংকিং সেক্টরে কৃষি ও পল্লি ঋণ কার্যক্রমে শৃঙ্খলা আসছে।

- নবনিযুক্ত সহকারী পরিচালকদের মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শন কার্যক্রম 'কৃষকের জন্য যাত্রা' এর ডিজাইন এবং কার্যপরিধি প্রণয়নসহ সমগ্র কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়, যা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। এ কার্যক্রমটি এখন বিবিটিএতে অনুষ্ঠিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের নিয়মিত অংশ হিসেবে প্রতিবছর পরিচালিত হচ্ছে।

*"কৃষি ও পল্লি ঋণ মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে টিমের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে: তিন-স্তর বিশিষ্ট মনিটরিং ব্যবস্থা প্রচলন, কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিশদ তথ্য সংগ্রহের ফরম্যাট প্রস্তুতকরণ, ব্যাংক-এমএফআই পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লি ঋণ কার্যক্রমে কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা ইত্যাদি।"*

# টিম

**হাসান তারেক খাঁন**
উপপরিচালক
ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন ম্যানেজমেন্ট সেল
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে বিভাগ:
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২]

**মোঃ আজিজুল ইসলাম সরকার**
সিনিয়র সিস্টেমস অ্যানালিস্ট
আইটি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেশন
ডিপার্টমেন্ট

**মোঃ কামরুল হাসান**
অ্যাসিঃ সিস্টেমস অ্যানালিস্ট
ইনফরমেশন সিস্টেমস ডেভেলপমেন্ট
ডিপার্টমেন্ট

**মোঃ রেজাউল করিম**
অ্যাসিঃ সিস্টেমস অ্যানালিস্ট
(বিদেশে অধ্যয়নরত)
ইনফরমেশন সিস্টেমস ডেভেলপমেন্ট
ডিপার্টমেন্ট

বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান সুপারভিশন সফ্টওয়্যারসমূহ সমন্বয়পূর্বক এর বহুমাত্রিক সক্ষমতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রস্তুতকৃত ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম (ISS) উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট টিমের সদস্য হাসান তারেক খাঁন সার্বিক বিজনেস ধারণা ও রিপোর্টিং পেজ ডিজাইনিংয়ে, মোঃ অহিদুল ইসলাম সরকার নেটওয়ার্ক ডিজাইন ও সাপোর্টে, মোঃ রেজাউল করিম সফ্টওয়্যারের ড্যাশবোর্ড ও আউটপুট টেবিলসমূহের কাঠামো প্রস্তুতিতে এবং মোঃ কামরুল হাসান ডাটা প্রসেসিং সিস্টেম উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম অনলাইন রিপোর্টিং নির্ভর একটি সুপারভিশন সফ্টওয়্যার, যার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি শাখাভিত্তিক কার্যক্রমকেও নিয়মিত ভিত্তিতে অনলাইন রিপোর্টিংয়ের আওতায় আনা হয়েছে।

আইএসএসের মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি তাদের প্রতিটি শাখার মাসিক দায়-সম্পদ, আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিভিন্ন উপাদান, ঋণ কার্যক্রমের গতিবিধি, বৈদেশিক ব্যবসার পরিস্থিতি ও নগদ ব্যবস্থাপনার প্রকৃত অবস্থা প্রতি মাস শেষে নিয়মিতভাবে দেখা যাচ্ছে। এ সিস্টেম প্রস্তুতের মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান কার্যালয় ও শাখাভিত্তিক কার্যক্রমের উপর পর্যবেক্ষণ সময়সীমা মাত্র একমাসে নামিয়ে আনা হয়েছে, যা পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় অন-সাইট ও অফ-সাইট সুপারভিশন কার্যক্রমকে নিবিড় ও জোরদার করেছে।

সিস্টেমটিতে যুক্ত করা হয়েছে স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি ও বহুমাত্রিক বিশ্লেষণধর্মী টেবিল ও গ্রাফ। এ সকল টেবিল ও গ্রাফ ব্যবহার করে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কার্যক্রমও পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। উল্লিখিত টেবিল ও গ্রাফ ছাড়াও আইএসএসে সংযোজন করা হয়েছে স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকি মাত্রা। ফলে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের কোনো ক্ষেত্রে কোনোরূপ ঝুঁকি পরিলক্ষিত হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নজরে আসবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে।

আইএসএসের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যসমূহকে একত্রিত করে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবপোর্টালে নির্দেশনামূলক ড্যাশবোর্ড এবং বিভিন্ন ধরনের তথ্যভিত্তিক, তুলনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী রিপোর্ট উপস্থাপন বা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে এতদিন ব্যাংক শাখাসমূহ হতে তথ্য প্রাপ্তিতে যে সময়ভিত্তিক প্রতিবন্ধকতা ছিল তা দূরীভূত হয়েছে। এখন থেকে প্রতি মাসশেষেই বাংলাদেশে কার্যরত সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং তাদের শাখাসমূহের আর্থিক পরিস্থিতি ওয়েবের মাধ্যমেই দেখা যাবে। অর্থাৎ, বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা ঢাকায় তাঁর ডেস্কে বসেই রাঙ্গামাটির একটি ব্যাংক শাখার আর্থিক পরিস্থিতি কেমন তা সহজেই অনুমান করতে পারবেন এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সুপারভিশনমূলক সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে পারবেন।

ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেমে ব্যাংকসমূহ হতে যথাযথভাবে তথ্য আনয়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাপকভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করে। প্রায় ১৬৫০ জন ব্যাংক কর্মকর্তাকে আইএসএস রিপোর্টিংয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে উল্লিখিত টিমের সদস্যগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেমের মাধ্যমে একদিকে যেমন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ও শাখার তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়াকে সমন্বিত ধারণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তেমনি বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব সুপারভিশন কার্যক্রমেও আনা হয়েছে সমন্বিত মাত্রা। যা সুপারভিশনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে দ্রুত ও কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে।

*“বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রস্তুতকৃত ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম (ISS) উন্নয়নে টিমের সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই সিস্টেমে ব্যাংকসমূহ হতে যথাযথভাবে তথ্য আনয়নের উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যাপক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে টিমের সদস্যগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।”*

# টিম

**মোঃ আব্দুল ওয়াহাব**
যুগ্মপরিচালক
আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ

**মোঃ ওমর ফারুক**
উপপরিচালক
আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ

> *টিমের সদস্যগণ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উত্তম অনুশীলন পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ভিত্তি হার পদ্ধতির (Base Rate System) গাইডলাইনটি প্রণয়ন করেন।*

আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগের কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল ওয়াহাব ও মোঃ ওমর ফারুক ২০১৩ সালে বাংলাদেশে প্রথম ভাসমান সুদ হার মনিটরিং টুলস্ সংক্রান্ত 'Guidelines on the Base Rate System for Non-Bank Financial Institutions' শীর্ষক একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করেন যা গভর্নর কর্তৃক ৩১ জুলাই ২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়। ২০ আগস্ট ২০১৩ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুসরণের জন্য গাইডলাইনটি জারি করা হয়। টিমের সদস্যগণ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উত্তম অনুশীলন পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ভিত্তি হার পদ্ধতির (Base Rate System) গাইডলাইনটি প্রণয়ন করেন।

ভিত্তি হারের মূল কম্পোনেন্ট হলো তহবিল ব্যয় বা Cost of Funds। ভিত্তি হার সংক্রান্ত গাইডলাইনটির আওতায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক দাখিলকৃত মাসিক বিবরণীর ভিত্তিতে সমগ্র ইন্ডাস্ট্রির তহবিল ব্যয় সূচক (Cost of Funds Index) প্রণয়ন করে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে যা গভর্নর ২৭ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটের Economic Data Page - এ সূচকটি প্রদর্শিত হচ্ছে এবং প্রতি মাসে তা হালনাগাদ করা হয়।

গাইডলাইনটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে টিমের সদস্যরা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করেন। বিআইবিএম এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের যৌথ উদ্যোগে Base Rate System এবং Cost of Funds Index এর উপর বিআইবিএমে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। দেশের সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন পর্যায়ের কর্মকর্তা, উপ-প্রধান, নির্বাহী, প্রধান নির্বাহীগণ উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, প্রতিবেশী দেশসমূহে ভিত্তি হার পদ্ধতির প্রচলন থাকলেও তহবিল ব্যয় সূচক (Cost of Funds Index) এর ধারণা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এটিই প্রথম।

গ্রাহকের দৃষ্টিকোণ থেকে ভিত্তি হার পদ্ধতি ও তহবিল ব্যয় সূচকের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- গ্রাহকগণ সম্ভাব্য সুদ হার সম্পর্কে প্রাক-ধারণা পাবেন;
- গ্রাহকের দর কষাকষির ক্ষমতা (Bargaining power) বৃদ্ধি পাবে;
- গ্রাহক স্বার্থ (Customer Interest) সংরক্ষিত হবে;
- সুদ হার সম্পর্কে গ্রাহকদের অভিযোগ হ্রাস পাবে।

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ভিত্তি হার পদ্ধতি ও তহবিল ব্যয় সূচকের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- ভাসমান সুদহার নির্ণয় সহজ হবে;
- মজবুত ফান্ড ম্যানেজমেন্ট নিশ্চিত হবে;
- প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে সুস্থ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হবে;
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে;
- কর্পোরেট সুশাসন নিশ্চিত হবে;
- বাজার তথ্যবহুল হবে (Information Efficient)।

মোঃ আব্দুল ওয়াহাব ও মোঃ ওমর ফারুক সুদ হার মনিটরিংয়ের নতুন এ পদ্ধতি প্রবর্তন বা উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশের আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও কর্পোরেট সুশাসন নিশ্চিতকরণে অনন্য সৃজনশীল অবদান রেখেছেন।

টিমের সদস্যবৃন্দ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বতন্ত্র স্ট্রেস টেস্টিং গাইডলাইন প্রণয়ন করে গভর্নরের প্রশংসাপত্র লাভ করেন। তাছাড়া, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বতন্ত্র CAMELS Rating, Early Warning and Problem FI guidelines, Diagnostic Review Report (DRR) প্রণয়ন, ব্যাসেল সম্মতি বাস্তবায়ন, সংশোধিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনের খসড়া প্রণয়ন ইত্যাদি কাজে সক্রিয়ভাবে তারা অংশগ্রহণ করছেন। পাশাপাশি নিয়মিতভাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যদক্ষতা বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন তৈরি, ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে শীর্ষ খেলাপি ঋণ/লীজ পর্যালোচনা, ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ইত্যাদি কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। দেশের আর্থিক খাতে আলোচ্য টুলস্গুলোর অনুশীলন আরও বেগবান করার লক্ষ্যে কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সময় বিভাগের পক্ষ হতে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদির আয়োজন করেছেন।

২০১২

**ড. সায়েরা ইউনুস**
উপমহাব্যবস্থাপক
মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম ও বিভাগ :
উপমহাব্যবস্থাপক
চিফ ইকোনমিস্টস্ ইউনিট]

*বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতির অবস্থান নির্ধারণের জন্য তিনি Monetary Condition Index (MCI) তৈরি করেন। এই MCI বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি সংক্রান্ত কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।*

ড. সায়েরা ইউনুস ১৯৯২ সালে গবেষণা বিভাগে সহকারী পরিচালক পদে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯৮ সালে USAID এর বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ইস্টার্ন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএস এবং ওয়েস্টার্ন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট স্কলারশিপ নিয়ে পিএইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি Money, Credit, Exchange Rate, Interest Rate, Inflation Rate, Macroeconomic Modeling, Capital Market Analysis, Non-Performing Loans, Financial Sector Stability, SME এবং Women Entrepreneurship এর উপর একক ও যৌথভাবে অনেক প্রবন্ধ লিখেন যা দেশে বিদেশে বিভিন্ন রেফার্ড জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

এছাড়া ড. সায়েরা ইউনুস ২০০৫ সালে বিশ্বব্যাংক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে গঠিত পলিসি এনালাইসিস ইউনিটের সিনিয়র রিসার্চ ইকোনমিস্ট পদে চার বছর কাজ করেন। ইউনিটে কর্মরত অবস্থায় তিনি Monetary Policy Review (MPR) এর Coordinator এর দায়িত্ব পালন করেন এবং নিয়মিতভাবে MPR, Financial Sector Review (FSR) এবং Bangladesh Bank Quarterly (BBQ) এর বিভিন্ন অধ্যায় ও সেকশন লেখায় বিশেষ অবদান রাখেন।

২০১২ সালের রিকগনিশন এওয়ার্ডপ্রাপ্ত উপমহাব্যবস্থাপক ড. সায়েরা ইউনুস Estimating Growth-Inflation Trade-Off Threshold in Bangladesh, WP #1204, PAU, November, 2012) শীর্ষক গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করেন। এ গবেষণাকর্ম হতে প্রাপ্ত ফলাফল বাংলাদেশের পলিসি প্রণয়নে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে প্রতীয়মান হয়।

ড. সায়েরা ইউনুস ২০১২ সালে আরও একটি গবেষণার কাজ সম্পন্ন করেন যা মনিটারি অ্যান্ড ফিসক্যাল পলিসির রিলেটিভ ইফেকটিভনেসের উপর পরিচালিত হয়েছে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো, একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে পলিসির অবদান কতটুকু সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভ করা। এটি সঠিক পলিসি ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ধারণা দিতে সক্ষম। এই গবেষণা কর্মটিতে ড. সায়েরা ইউনুস দেখিয়েছেন যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে মনিটারি পলিসি ফিসক্যাল পলিসির চেয়ে বেশি কার্যকরী। এ গবেষণাকর্মটির জন্য ড. সায়েরা ইউনুস শ্রীলংকার কলম্বোয় নভেম্বর, ২০১২তে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে পুরস্কার লাভ করেন।

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতির অবস্থান নির্ধারণের জন্য ড. সায়েরা ইউনুস Monetary Condition Index (MCI) তৈরি করেন। এই MCI বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি সংক্রান্ত কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। উক্ত গবেষণা কর্মটিতে মুদ্রা সরবরাহ চ্যানেলে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার এবং ঋণের ওপর সুদ হারের ভূমিকা সম্বন্ধে জানা যায়। Co-integration Technique-এর মাধ্যমে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে Interest Rate এর প্রভাব Exchange Rate এর চেয়ে চারগুণ বেশি। এ গবেষণাকর্মের ফলাফল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতির হাতিয়ার ব্যবহারের ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

**মসিউজ্জামান খান**
সিস্টেম্স অ্যানালিস্ট
ইনফরমেশন সিস্টেম্স ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

মসিউজ্জামান খান কলমানি মার্কেট মনিটরিংয়ের জন্য Call Money Reporting System ও Call Money Monitoring System তৈরি করেন। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতি লিঃ, ঢাকার সমিতি ব্যবস্থাপনার জন্য তিনি Core Module, Fund Module, Loan Module এবং Share Module তৈরি করেন। এই System টি SAP Base ERP System এর সাথে পেমেন্ট অ্যাডভাইজ বিনিময় করতে সক্ষম বলে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বেতন অ্যাডভাইজ এবং মাসিক কোঅপারেটিভ ডিমান্ড লিস্ট ইত্যাদি স্বল্প সময়ে সিস্টেমে কার্যকর হয়ে স্থিতি হালনাগাদ হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেডের এটিএম স্যুইচিং সিস্টেমের সাথে কোর মডিউলের সমন্বয় করে কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতিতে রক্ষিত গ্রাহক হিসাবের অর্থ উত্তোলন এটিএমের মাধ্যমে করার জন্য প্রয়োজনীয় ইন্টারফেস তৈরি করেন। এতে সমিতির সকল গ্রাহক ডিবিবিএল এর এটিএমের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করতে পারছেন। এছাড়াও তিনি গ্রাহক হিসাবের স্থিতি ও লেনদেন চিত্র অনলাইনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ইন্ট্রানেটে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয় ইন্টারফেস তৈরি করেন। এর ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নিজ ডেস্কে বসে ইন্ট্রানেটের মাধ্যমে নিজ নিজ গ্রাহক হিসাবের স্থিতি ও লেনদেন চিত্র জানতে পারছেন। এ ছাড়াও মসিউজ্জামান খান অন্যান্য কার্যকরী সফ্‌টওয়্যার সিস্টেম যেমনঃ FIU MIS System, Govt. Securities Management System, FX Transaction Monitoring System, Online L/C Monitoring System দ্রুততার সাথে উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করেন।

মসিউজ্জামান খান সিবিএসপি নেটওয়ার্কিং প্যাকেজের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক উপযোগী সর্বোত্তম বাস্তবায়ন নকশা অনুমোদনের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার (DC), আপদকালীন অ্যাপ্লিকেশন চালনার জন্য Disaster Recovery Site (DRS) এবং Branch Office Server Room প্রস্তুত করে Office Automation এর প্রয়োজনীয় Server ও Network & Communication Equipment স্থাপন করেন। এর মাধ্যমে Inter-Office Redundant Link স্থাপনপূর্বক নিবিড় পর্যবেক্ষণ দ্বারা সফলভাবে একটি নির্ভরযোগ্য আইসিটি ভৌত অবকাঠামো নিশ্চিত করেন। এছাড়াও আধুনিকমানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডাটা সেন্টার হতে ডিজাস্টার রিকভারি সাইটে Data Replication এর ব্যবস্থাসহ সকল এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার স্টোরেজ এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেন। এই নির্ভরযোগ্য আইসিটি ভৌত অবকাঠামোতে ERP, EDW ও Banking এর সকল সার্ভার ও নেটওয়ার্ক এবং যোগাযোগের যন্ত্রপাতিসমূহ বর্তমান ভৌত অবকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থাপনপূর্বক কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্কে সংযোগ, Storage Area Network এ সংযোগ, System Access Policy তৈরি ও প্রয়োগ ইত্যাদি সফলভাবে ব্যবহারের কাজ সম্পন্ন করেছেন এবং প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণের আওতায় রেখেছেন। এতে ERP, EDW ও Banking এর অ্যাপ্লিকেশনসমূহ নির্ভরযোগ্যভাবে ডিজাস্টার রিকভারির উপযোগিতাসহ চলমান রয়েছে এবং ব্যাংকের কর্মকর্তারা ই-মেইলসহ প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশন নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করছেন।

অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক EFT Instruction এর মাধ্যমে সরকারি সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন ও ভাতাদি বাণিজ্যিক ব্যাংকে রক্ষিত নিজ নিজ অ্যাকাউন্টে পরিশোধের ব্যবস্থাকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নেটওয়ার্ক সংযোগ কার্যকর করে এবং BACH এর সাথে Application Data Sharing এর সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করে EFT মাধ্যমে তিনি লেনদেনের সূচনা নিশ্চিত করেছেন। ফলে অর্থ মন্ত্রণালয়সহ আরও কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের বেতন ও অন্য ভাতাদি ইএফটি নির্দেশনার মাধ্যমে পরিশোধ হয়। এর ব্যাপক ব্যবহারে ক্লিয়ারিং চেকের ব্যবহার কম হবে এবং সময় ও ব্যয় হ্রাস পাবে।

> *"তিনি গ্রাহক হিসাবের স্থিতি ও লেনদেন চিত্র অনলাইনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ইন্ট্রানেটে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয় ইন্টারফেস তৈরি করেন। এর ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নিজ ডেস্কে বসে ইন্ট্রানেটের মাধ্যমে নিজ নিজ গ্রাহক হিসাবের স্থিতি ও লেনদেন চিত্র জানতে পারছেন।"*

**মোহাম্মদ জহির হোসেন**
যুগ্মপরিচালক
ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড
কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট

*তিনি যমুনা ব্যাংক লিঃ এর দিলকুশা শাখা এবং প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ এর মতিঝিল শাখায় পরিদর্শন পরিচালনাপূর্বক ভুয়া রপ্তানি ডকুমেন্ট প্রস্তুত এবং ভুয়া কন্ট্রাক্টের বিপরীতে ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি এবং এক্সেপট্যান্সের মাধ্যমে অবৈধভাবে বিসমিল্লাহ গ্রুপ কর্তৃক প্রায় ২১০ কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনা উদ্‌ঘাটন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় পাঁচটি ব্যাংকের মাধ্যমে বিসমিল্লাহ গ্রুপ কর্তৃক প্রায় ১২৫০ কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হয়।*

মোহাম্মদ জহির হোসেন ডেসটিনি-২০০০ লিঃ এর উপর বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে টিম লিডার হিসেবে একটি বিশেষ পরিদর্শন পরিচালনা করে প্রায় ৩০০০ কোটি টাকার অবৈধ ব্যাংকিং/প্যারালাল ব্যাংকিং উদ্‌ঘাটন করেন যার প্রতিবেদন পরবর্তী সময়ে অর্থ মন্ত্রণালয় ও দুর্নীতি দমন কমিশনে প্রেরণ করা হয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ড বন্ধ হওয়ার ফলে ব্যাংকিং সেক্টরে তারল্য প্রবাহ বৃদ্ধিসহ সাধারণ জনগণ প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

তিনি সোনালী ব্যাংক লিঃ, আগারগাঁও শাখায় একটি বিশেষ পরিদর্শন পরিচালনাপূর্বক মেসার্স গ্রিন প্রিন্টার্স কর্তৃক ভুয়া এলসি ও এক্সেপট্যান্স বাবদ প্রায় ১৪১ কোটি টাকার জাল-জালিয়াতি উদ্‌ঘাটন করেন যার প্রতিবেদন দুর্নীতি দমন কমিশনেও প্রেরণ করা হয়। এর ফলে অন্য ব্যাংকসমূহ সতর্ক হওয়ায় এ ধরনের জাল-জালিয়াতি বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

মোহাম্মদ জহির হোসেন চট্টগ্রামে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় একটি বিশেষ পরিদর্শন পরিচালনা করে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার অনিয়মিত এলটিআর উদ্‌ঘাটন করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে গ্রাহক কর্তৃক উক্ত এলটিআর এর বকেয়া সমন্বয় করায় ২০১২ সালের রমজান মাসে ভোজ্যতেলের বাজার স্থিতিশীল থাকে।

তিনি যমুনা ব্যাংক লিঃ এর দিলকুশা শাখা এবং প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ এর মতিঝিল শাখায় পরিদর্শন পরিচালনাপূর্বক ভুয়া রপ্তানি ডকুমেন্ট প্রস্তুত এবং ভুয়া কন্ট্রাক্টের বিপরীতে ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি এবং এক্সেপট্যান্সের মাধ্যমে অবৈধভাবে বিসমিল্লাহ গ্রুপ কর্তৃক প্রায় ২১০ কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনা উদ্‌ঘাটন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় পাঁচটি ব্যাংকের মাধ্যমে বিসমিল্লাহ গ্রুপ কর্তৃক প্রায় ১২৫০ কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হয়। ব্যাংকিং সেক্টরে হলমার্কের পর এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম জালিয়াতির ঘটনা যা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

এছাড়া তিনি বিভাগের পক্ষ থেকে কয়েকটি ব্যাংকের ট্রেজারি পরিদর্শনপূর্বক এক্সচেঞ্জ রেট নির্ধারণের বিভিন্ন অনিয়ম উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রাসমূহের এক্সচেঞ্জ রেট স্থিতিশীল ও নিম্নমুখী হয়েছে।

মোহাম্মদ জহির হোসেন বেসিক ব্যাংকের দিলকুশা শাখা পরিদর্শন করেও উক্ত শাখার মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন।

তিনি বিভাগে প্রাপ্ত বিভিন্ন অভিযোগ দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি, সংসদীয় কমিটির জন্য প্রশ্নোত্তর প্রণয়ন, টাস্কফোর্স কমিটি, আন্তঃবিভাগীয় সভা ও কর্পোরেট মেমোরির জন্য দক্ষতার সাথে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন। হলমার্ক গ্রুপ পরিদর্শন পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি সফলতার সাথে সমাপ্ত করতে সক্ষম হন।

**মোঃ আলা উদ্দিন**
যুগ্মপরিচালক
ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট

*তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বর্তমানে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশনে EDW এর আওতায় তফসিলি ব্যাংকগুলো থেকে ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, সংগৃহীত তথ্যাদির সঠিকতা যাচাই এবং ব্যাংকগুলোর মূলধন পর্যাপ্ততার বিবরণীসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিবরণী দ্রুততার সাথে এবং নির্ভুলভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে।*

মোঃ আলা উদ্দিন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত Financial Stability Report, 2010 এবং Financial Stability Report, 2011 এ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় লেখার পাশাপাশি উক্ত রিপোর্ট দু'টির সম্পাদনা পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রিপোর্ট দু'টিতে বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থায় বিদ্যমান ঝুঁকি ও নাজুকতা নিরূপণসহ ঝুঁকি মোকাবেলায় আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আবশ্যকতা বিশ্লেষণ করা হয়। তিনি রিপোর্টটির পরবর্তী সংস্করণ প্রণয়নের কাজেও জড়িত ছিলেন।

তিনি ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশনে কর্মরত অবস্থায় তফসিলি ব্যাংকগুলোর মূলধন পর্যাপ্ততা দক্ষতার সাথে মনিটর করার লক্ষ্যে Capital Adequacy Monitoring System নামে ওরাকল ভিত্তিক একটি ডাটাবেজ ডেভেলপ করেন। এর সাহায্যে ২০১০ সাল হতে ২০১২ সাল পর্যন্ত ব্যাংকগুলোর মূলধন পর্যাপ্ততার ওপর বিভিন্ন বিশ্লেষণধর্মী বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে উপস্থাপন করা হয় এবং সেগুলো ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ, বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখে। তিনি উক্ত বিভাগে এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ (EDW) সংক্রান্ত বিজনেস টিমের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একাজে তিনি তফসিলি ব্যাংকগুলো কর্তৃক পূর্বে দাখিলকৃত ৫২টি গুরুত্বপূর্ণ বিবরণীকে EDW এর আওতায় এনে তার ভিত্তিতে ৩৫টি Rationalised Input Template এবং সমসংখ্যক আউটপুট বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ইনফরমেশন সিস্টেমস্ ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টকে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। উল্লেখ্য, EDW এর আওতায় ব্যাসেল-২ এর আলোকে ব্যাংকগুলোর মূলধন পর্যাপ্ততা মনিটর করার লক্ষ্যে তিনি Basel II Chart of Accounts এবং এ সংক্রান্ত আউটপুট বিবরণীগুলোর লে-আউট প্রস্তুতসহ ডাটা টেস্টিং টুল ডেভেলপ করেন।

মোঃ আলা উদ্দিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বর্তমানে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশনে EDW এর আওতায় তফসিলি ব্যাংকগুলো থেকে ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, সংগৃহীত তথ্যাদির সঠিকতা যাচাই এবং ব্যাংকগুলোর মূলধন পর্যাপ্ততার বিবরণীসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিবরণী দ্রুততার সাথে এবং নির্ভুলভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে।

তিনি বিশ্বব্যাংকের কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংকে বাস্তবায়নাধীন Financial Projection Model এর একজন প্রশিক্ষক ও ডেভেলপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর মাধ্যমে একক ব্যাংক ও সমগ্র ব্যাংকিং ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং নাজুকতা নিরূপণের পাশাপাশি ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা সম্ভব।

তিনি ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশনে স্পেশাল অবজারভেশন টিমের একজন অন্যতম সদস্য হিসেবে ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক তথ্য, বিবরণী, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও সরবরাহ কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া, তিনি ২০১২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত Risk Management Guidelines for Banks সংক্রান্ত সম্পাদনা পরিষদের একজন সদস্য ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের আর্থিক খাতের ওপর ম্যাক্রো স্ট্রেস টেস্টিং পরিচালনার লক্ষ্যেও কাজ করেন।

**প্রজ্ঞা পারমিতা সাহা**
উপপরিচালক
পেমেন্ট সিস্টেম্‌স ডিপার্টমেন্ট

*তিনি মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস নীতিমালার আওতায় সেবা প্রদানে ইচ্ছুক ব্যাংকসমূহের উপস্থাপিত কাগজপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে সেগুলোর অনুমোদন বা বাতিলকরণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেন। ২০১২ সালে ১০টি ব্যাংককে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস নীতিমালার আওতায় অনাপত্তি প্রদান করা হয়।*

পেমেন্ট সিস্টেম্‌স ডিপার্টমেন্টের উপপরিচালক প্রজ্ঞা পারমিতা সাহা, বাংলাদেশে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তিনি ২০১২ সালে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর প্রসার, বিকল্প মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ (Alternative Delivery Channels of Payments) সংক্রান্ত কাজে ব্যাংকসমূহকে উৎসাহ প্রদানসহ নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদনে গুরুত্বপূর্ণ ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন ঃ

- মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস নীতিমালার আওতায় সেবা প্রদানে ইচ্ছুক ব্যাংকসমূহের উপস্থাপিত কাগজপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে সেগুলোর অনুমোদন বা বাতিলকরণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান। ২০১২ সালে ১০টি ব্যাংককে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস নীতিমালার আওতায় অনাপত্তি প্রদান করা হয়।
- ব্যাংকিং সেবার আওতাবহির্ভূত জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ, যেমন বায়োমেট্রিক কার্ড প্রচলনে ব্যাংকসমূহের উপস্থাপিত কাগজপত্র পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণপূর্বক ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানে সহায়তা প্রদান।
- মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রদান কাজে সৃষ্ট সমস্যার ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহকে নীতিগত পরামর্শ প্রদান।
- পত্রিকা বা অন্যান্য মাধ্যম হতে প্রাপ্ত মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের তত্ত্বাবধান।
- মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস নীতিমালার আওতায় অনাপত্তিপ্রাপ্ত ব্যাংকসমূহের সাথে সভা।
- অনাপত্তিপ্রাপ্ত ব্যাংকসমূহ থেকে তদারক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তথ্য এবং উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।
- মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের উপর গবেষণা বিভাগের সাথে যৌথভাবে গবেষণাকাজে অংশগ্রহণ এবং 'Mobile Financial Services in Bangladesh: An Overview of Market Development' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রদান।
- এজেন্ট ব্যাংকিং সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রস্তুতের দায়িত্বভার গ্রহণ।
- আর্থিক সেবা প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট মোবাইল অপারেটরদের সৃষ্ট নীতিগত সমস্যা সমাধানে সহায়তা প্রদান।

**দিপ্তী রাণী হাজরা**
যুগ্মপরিচালক
ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

> *তাঁর বলিষ্ঠ উদ্যোগে ব্যাসেল-২ বাস্তবায়নের সহায়ক হিসেবে রেগুলেটরি মূলধনে অন্তর্ভুক্তির জন্য সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড ইস্যু এবং শরিয়াহ্‌ভিত্তিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নির্ধারণের নীতিমালা জারি করা হয়।*

দিপ্তী রাণী হাজরা ব্যাসেল-২ বাস্তবায়নে বিশেষত ব্যাসেল-২ এর মূল নীতিমালাসহ সকল সহায়ক নীতিমালা প্রণয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ব্যাসেল-২ বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রথম ধাপ ছিল ব্যাসেল কোর প্রিন্সিপাল ১৯৯৬ সংস্করণের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের জুন ২০০৬ ভিত্তিক কমপ্লায়েন্সের উপর স্ব-নিরীক্ষা ও ব্যাংকসমূহের প্রস্তুতি-পর্যায় যাচাইয়ের লক্ষ্যে কোয়ান্টিটেটিভ ইমপ্যাক্ট স্টাডি পরিচালনা করা। এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের মতামত এবং এ লক্ষ্যে গঠিত রিভিউ কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে একটি বিশদ স্ব-নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও ব্যাংকসমূহ হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক একটি কোয়ান্টিটেটিভ ইমপ্যাক্ট স্টাডি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। পুরো প্রক্রিয়াটির সুষ্ঠু সম্পাদনে দিপ্তী রাণী হাজরা মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

এরই ধারাবাহিকতায় ব্যাসেল-২ বাস্তবায়নের রোডম্যাপ এবং ব্যাসেল-২ এর স্ট্যান্ডার্ডাইজড অ্যাপ্রোচ অনুযায়ী ব্যাংকসমূহের ঋণ ঝুঁকির বিপরীতে ঝুঁকিভারিত সম্পদ নিরূপণের জন্য যোগ্য এক্সটার্নাল ক্রেডিট অ্যাসেসমেন্ট ইন্সটিটিউশন নির্বাচনের লক্ষ্যে একটি গাইডলাইন জারি করা হয়। পুরো বিষয়টি সুচারুরূপে সম্পাদনের ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

ব্যাসেল কোর প্রিন্সিপাল ২০০৬ সংস্করণের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের কমপ্লায়েন্সের উপর স্ব-নিরীক্ষার আওতায় দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের মতামত এবং এ লক্ষ্যে গঠিত রিভিউ কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে মার্চ ২০০৮ ভিত্তিক দ্বিতীয় স্ব-নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুতিতেও তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

তাঁরই বলিষ্ঠ উদ্যোগে ব্যাসেল-২ বাস্তবায়নের সহায়ক হিসেবে রেগুলেটরি মূলধনে অন্তর্ভুক্তির জন্য সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড ইস্যু এবং শরিয়াহ্‌ভিত্তিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নির্ধারণের নীতিমালা জারি করা হয়। এছাড়াও, তিনি ব্যাংকসমূহের সাবসিডিয়ারি বিবেচনাপূর্বক তাদের মূলধন পর্যাপ্ততা হিসাবায়নের লক্ষ্যে ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কনসোলিডেটেড/সলো ভিত্তিতে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার নীতিমালা প্রণয়ন করেন। বাংলাদেশে ব্যাসেল-২ বাস্তবায়নের মূল নীতিমালা 'গাইডলাইন্স অন রিস্ক বেইজ ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি' ও মূলধন পর্যাপ্ততা পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যাংকসমূহের জন্য রিপোর্টিং ফরম্যাট জারির লক্ষ্যে গঠিত টিমের অন্যতম সদস্য হিসেবে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন।

ব্যাসেল-২ এর ২য় পিলার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি সুপারভাইজরি রিভিউ ইভালুয়েশন প্রসেস গাইডলাইন প্রস্তুত করেন যার ধারাবাহিকতায় তাঁরই প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ব্যাংকসমূহের ইন্টারনাল ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি অ্যাসেসমেন্ট প্রসেস (আইক্যাপ) যাচাই করার জন্য প্রসেস ডকুমেন্ট ও বিশদ রিপোর্টিং ফরম্যাট এবং পরিদর্শন বিভাগের জন্য পরিদর্শন চেকলিস্ট প্রস্তুত করা হয়। এরই আলোকে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক দাখিলকৃত তথ্যাদি ও পরিদর্শন বিভাগসমূহ কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যাদির ভিত্তিতে এ বিষয়ে ব্যাংকসমূহের সাথে প্রথমবারের মতো দ্বি-পাক্ষিক ডায়ালগ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে ব্যাসেল-৩ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সম্ভাবনা যাচাইয়ের লক্ষ্যে ২০১২ সালে তাঁরই প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একটি কোয়ান্টিটেটিভ ইমপ্যাক্ট স্টাডি পরিচালনা করা হয়। ২০০৯ সালে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ যৌথ মিশন কর্তৃক পরিচালিত ফিনান্সিয়াল সেক্টর অ্যাসেসমেন্ট প্রোগ্রামে প্রাক-মিশন প্রস্তুতিকালীন ও মিশন চলাকালীন বিভাগীয় বিশেষ দায়িত্ব হিসেবে মিশনের জন্য অন্যান্য রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ ও সংস্থাসমূহসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ হতে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, বিভিন্ন বিভাগের সাথে মিশনের সভাসমূহ আয়োজনের সমন্বয়কের ভূমিকা তিনি অত্যন্ত কার্যকরী ও সুচারুরূপে পালন করেন। এছাড়াও, যোগ্য এক্সটার্নাল ক্রেডিট অ্যাসেসমেন্ট ইন্সটিটিউশন হিসেবে সাতটি ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিকে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে প্রসেস ডকুমেন্ট প্রস্তুত এবং স্বীকৃতি প্রদান প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছেন এবং রেগুলেটরি মূলধনে অন্তর্ভুক্তির জন্য ১১টি ব্যাংককে সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড ইস্যুর অনুমোদন প্রদানের কাজ করেন।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে যথাসময়ে ব্যাসেল-২ বাস্তবায়নের ফলে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতির সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যাংকসমূহের মূলধন ভিত্তি অধিকতর ঝুঁকি সহনশীল ও সুসংহত হয়েছে। ফলে ব্যাংকের আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যাংকিং সুপারভিশনের কার্যকারিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

**আবেদা রহিম**
উপপরিচালক
আইপিএফএফ প্রজেক্ট সেল

*আইপিএফএফ প্রকল্পের অধীনে যে সমস্ত বিনিয়োগ প্রকল্পে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে সেসমস্ত প্রকল্পের পরিবেশ সংক্রান্ত ইস্যু মনিটর করার জন্য বিশ্বব্যাংকের ক্রয় নীতিমালা অনুসরণপূর্বক ফার্ম নিয়োগে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।*

আবেদা রহিম জানুয়ারি ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১২ সমাপ্ত বছরে ক্রয়সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পন্ন করেন ঃ

বিশ্বব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক ক্রয় পরিকল্পনা যথাযথভাবে প্রস্তুত ও বিশ্বব্যাংক, ঢাকা অফিসে দাখিল।

দ্রব্য ও সেবা ক্রয় :

আইপিএফএফ প্রজেক্টের কারিগরি সহায়তার অধীনে বিশ্বব্যাংকের ক্রয় নীতিমালা ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস্, ২০০৮ অনুসরণ করে বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবা ক্রয়পূর্বক পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) অফিস ও পিপিপি ইউনিট (অর্থ বিভাগের আওতাধীন) কে সহায়তা করা হচ্ছে যা সরকারের পিপিপি এজেন্ডা বাস্তবায়নকে বেগবান করছে। ক্রয় সংক্রান্ত নিয়মনীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করায় ক্রয়কার্যের উপর কোন অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। ২০১২ সালে ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী নয়টি প্যাকেজের অধীনে বিভিন্ন দ্রব্য এবং চারটি প্যাকেজের অধীনে বিভিন্ন সেবা (ব্যক্তি ও ফার্ম) ক্রয় করা হয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

দ্রব্যসমূহ :

পিসি, ল্যাপটপ, স্ক্যানার, ইউপিএস, প্রিন্টার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, এয়ার কন্ডিশনার, ওভেন, ফ্রিজ, কফি ভেন্ডিং মেশিন, ফায়ার এক্সটিংগুইসার, মোটর সাইকেল ও স্টেশনারি।

সেবাসমূহ :

প্যাকেজ এস-২০ (টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার ফার্ম) :

আইপিএফএফ প্রকল্পের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে বিশ্বব্যাংকের আন্তর্জাতিক ক্রয় নীতিমালা অনুসরণপূর্বক ১ জুলাই ২০১২ হতে টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার ফার্ম নিয়োগ।

প্যাকেজ এস-১৯(এ) :

আইপিএফএফ প্রকল্পের অধীনে যে সমস্ত বিনিয়োগ প্রকল্পে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে সেসমস্ত প্রকল্পের পরিবেশ সংক্রান্ত ইস্যু মনিটর করার জন্য বিশ্ব ব্যাংকের ক্রয় নীতিমালা অনুসরণপূর্বক ফার্ম নিয়োগ।

প্যাকেজ এস-২৬ (আইটি এক্সপার্ট) :

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস্, ২০০৮ অনুসরণ করে পিপিপি অফিসের জন্য আইটি এক্সপার্ট নিয়োগ।

প্যাকেজ এস-২৮ (পিপিপি এক্সপার্ট) :

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস্, ২০০৮ অনুসরণ করে পিপিপি অফিসের জন্য পিপিপি এক্সপার্ট নিয়োগ।

ফিন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট সময়মতো এবং যথাযথভাবে প্রস্তুতপূর্বক বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরে দাখিল করা হয়েছে যা ২০১১-১২ অর্থবছরে এ প্রকল্পের শূন্য অডিট আপত্তি পেতে সহায়তা করেছে।

# টিম

**এ,কে,এম এহসান**
উপমহাব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম : যুগ্মপরিচালক]

**ইয়াসমিন রহমান বুলা**
যুগ্মপরিচালক
বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম : উপপরিচালক]

**মোঃ মাসুদ রানা**
উপপরিচালক
(বিদেশে অধ্যয়নরত)
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম ও বিভাগ : উপপরিচালক
বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট]

> *এই টিম বিভিন্ন রিপোর্টিং সংস্থা কর্তৃক মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে পরিপালনীয় বিষয়গুলোকে সহজ ও প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনাপূর্বক বিভিন্ন গাইডলাইন তৈরিতে বিশেষ অবদান রাখেন। এছাড়াও টিমের সদস্যরা এগমন্ট গ্রুপে বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে দীর্ঘসময় ধরে কাজ করেছেন।*

এ,কে,এম এহসান, ইয়াসমিন রহমান বুলা এবং মোঃ মাসুদ রানা দুর্নীতি দমন কমিশন ও বাংলাদেশ পুলিশের সহযোগিতায় 'Risk/Vulnerability Assessment Report: Identifying Money Laundering and Terrorist Financing Risks and Vulnerabilities in Bangladesh' রিপোর্ট প্রস্তুতে সক্রিয় ও জোরালো ভূমিকা রাখেন। এছাড়াও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ও সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধনী) আইন, ২০১২ প্রণয়নে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

এই টিম বিভিন্ন রিপোর্টিং সংস্থা কর্তৃক মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে পরিপালনীয় বিষয়গুলোকে সহজ ও প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনাপূর্বক নিম্নোক্ত গাইডলাইনসমূহ তৈরিতে বিশেষ অবদান রাখেন।

- Guidelines on prevention of money laundering and combating financing of terrorism for Capital Market Intermediaries.
- Guidelines on prevention of money laundering and combating financing of terrorism for Postal Remittances.
- Regulations on domestic and international wire transfer (including mobile banking).
- Guidelines on prevention of money laundering and combating financing of terrorism for designated non-financial businesses and professions.

এছাড়াও টিমের সদস্যরা এগমন্ট গ্রুপে বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে দীর্ঘসময় ধরে কাজ করেছেন। উল্লেখ্য, এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ প্রাপ্তি বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আন্দোলনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

# টিম

**হাসান আল মামুন**
সিস্টেমস্ অ্যানালিস্ট
আইটি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেশন
ডিপার্টমেন্ট

**মুহাম্মদ আনিছুর রহমান**
যুগ্মপরিচালক
ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম :
উপপরিচালক]

**মোঃ মশিউর রহমান**
উপপরিচালক
ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট

হাসান আল মামুন, মুহাম্মদ আনিছুর রহমান ও মোঃ মশিউর রহমান সমন্বয়ে গঠিত টিম নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পন্ন করেন :

● 'Foreign Exchange Transaction Monitoring Dashboard' বাস্তবায়ন :

ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন মনিটরিং ড্যাশবোর্ড তৈরির বিজনেস প্ল্যান প্রণয়নসহ বাস্তবায়ন করা হয়। ফলে, ড্যাশবোর্ড ব্যবহারের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন মনিটরিং ও সুপারভিশন অধিকতর জোরদার ও কার্যকর করা সম্ভব হয়েছে।

● 'Foreign Exchange Transaction Monitoring System' চালুকরণ :

এর আওতায় বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন কার্যক্রমকে সহজতর ও স্বচ্ছতার সাথে পরিচালনার লক্ষ্যে নিম্নের চারটি মডিউলের মাধ্যমে অনলাইনে রূপান্তর করা হয়েছে :

■ Online Export Monitoring System : ১ নভেম্বর ২০১১ তারিখে সিস্টেমটির লাইভ রান শুরু হয়। ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে ওয়েববেইজড কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে ইএক্সপি ম্যাচিং সিস্টেম প্রবর্তনের ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থ ও সময় সাশ্রয়সহ রপ্তানি মনিটরিং জোরদার করা সম্ভব হয়েছে।

■ Online Import Monitoring System : মার্চ'১২ হতে সিস্টেমটি চালু হয়। এ সিস্টেমে আমদানি, পাইপলাইনে আমদানির পরিমাণ, আমদানি পণ্যের মূল্য পরিশোধসহ ওভারডিউ বিল অব এন্ট্রির যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা যায়। বাংলাদেশে প্রতিদিন যে সকল এলসি খোলা হয়, এ সিস্টেম হতে তার বিবরণী জানা যাচ্ছে।

■ Online Inward Remittance Monitoring System : জুন'১২ হতে সিস্টেমটি চালু হয়েছে। ওয়েজ আর্নার্স রেমিট্যান্সসহ সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ, কারিগরি সহায়তা আয় ও সেবা রপ্তানির ইনভিজিবল রিসিপ্ট এ শাখা কর্তৃক মনিটর করা হচ্ছে। ব্যাংকওয়ারি এবং পারপাস কোডওয়ারি নানাবিধ অন্তর্মুখী রেমিট্যান্স, সি ফরম, এফএমজে ফরমের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংক ও মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠানে গ্রাহক কর্তৃক ঘোষিত নগদ বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত সকল বিষয় এ সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে মনিটর করা সম্ভব। এছাড়া, এ সিস্টেমের মাধ্যমে সিআইপি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগ হতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা যাবে।

■ Online TM Form Monitoring System : জুন'১২ হতে সিস্টেমটি চালু হয়েছে। এয়ারলাইন্স, শিপিং লাইন্স ও কুরিয়ার সার্ভিসের ব্যয় অতিরিক্ত আয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদেশি প্রিন্সিপালের নিকট প্রেরণ, কারিগরি সহায়তা পেমেন্ট ও সেবা আমদানিসহ যাবতীয় ব্যয় টিএম ফরমের মাধ্যমে নির্বাহ করা হয়। এ সিস্টেম হতে বহির্মুখী রেমিট্যান্সের তথ্য (টিএম ফরম) সংগ্রহের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শাখা হতে প্রদেয় এয়ারলাইন্স, শিপিং লাইন্স ও কুরিয়ার জিএসএ এর নানাবিধ ঘটনোত্তর অনুমোদন ও পূর্বানুমোদন প্রদান করা সহজতর হয়েছে।

*"ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন মনিটরিং ড্যাশবোর্ড বাস্তবায়নে এই টিম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ড্যাশবোর্ড ব্যবহারের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন মনিটরিং ও সুপারভিশন অধিকতর জোরদার ও কার্যকর করা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়াও ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন মনিটরিং সিস্টেম চালুকরণে টিমের সদস্যরা কাজ করেন।"*

# টিম

**মোঃ ইকবাল হোসেন**
উপপরিচালক
(বিদেশে অধ্যয়নরত)
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম ও বিভাগ :
উপপরিচালক
আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ]

**মোহাম্মদ ইমাম হোসেন**
উপপরিচালক
আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ

**মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান**
উপপরিচালক
ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম ও বিভাগ :
উপপরিচালক
আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ]

মোঃ ইকবাল হোসেন, মোহাম্মদ ইমাম হোসেন ও মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান সমন্বয়ে গঠিত টিম আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসায়িক ধরন ও পদ্ধতি এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কিছু নতুন উদ্ভাবনী ধারণা সংযোজনপূর্বক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে একটি সময়োপযোগী ও পৃথক স্ট্রেস টেস্টিং গাইডলাইন প্রণয়ন করেন।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্ট্রেস টেস্টিংয়ের গাইডলাইনটি গভর্নর কর্তৃক ৯ জুলাই ২০১২ তারিখে অনুমোদনের পর ১২ জুলাই ২০১২ তারিখে জারি করা হয়। গাইডলাইনটি বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করার পাশাপাশি এর একটি ডিজিটাল ই-বুক সংস্করণ তৈরি করা হয়েছে।

গাইডলাইনটির আলোকে স্ট্রেস টেস্টিং সম্পন্ন করার পর ব্যতিক্রমী অথচ সম্ভাব্য আর্থিক আঘাতের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের একক ও সামষ্টিক সামর্থ্য ও সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরসনে করণীয় নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্ট্রেস টেস্টিংয়ের গাইডলাইন বাস্তবায়নের নিমিত্তে উক্ত টিম বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমিতে দু'দিনব্যাপী কর্মশালা আয়োজন করে। উল্লেখ্য, গভর্নর টিমের সদস্যদের প্রশংসনীয় দায়িত্ব পালনের জন্য প্রশংসাপত্রও প্রদান করেন।

এছাড়াও, বর্ণিত টিমের সদস্যরা ক্যামেল্‌স রেটিং গাইডলাইন, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রুডেনশিয়াল গাইডলাইন ইত্যাদি প্রণয়নসহ বিভিন্ন সময়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কাজে ভূমিকা রাখেন।

*“সংশ্লিষ্ট টিম আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসায়িক ধরন ও পদ্ধতি এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কিছু নতুন উদ্ভাবনী ধারণা সংযোজনপূর্বক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে একটি সময়োপযোগী ও পৃথক স্ট্রেস টেস্টিং গাইডলাইন প্রণয়ন করেন।”*

২০২২

**জগন্নাথ চন্দ্র ঘোষ**
উপমহাব্যবস্থাপক
বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম ও বিভাগ :
উপমহাব্যবস্থাপক
ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট]

*তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় ট্রেজারি বিল ও বন্ডের নিলাম, রিপো ও সেকেন্ডারি মার্কেট লেনদেনের অনলাইন ব্যবস্থা ৩০ অক্টোবর ২০১১ থেকে চালু হয়। তাঁর সক্রিয় ভূমিকার কারণে সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনাসহ বন্ড মার্কেট উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অনেকগুলো ব্যবস্থা গৃহীত হয়।*

বন্ড মার্কেট উন্নয়নে গৃহীত উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে জগন্নাথ চন্দ্র ঘোষ উৎকর্ষতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনে প্রশংসনীয় ও জোরালো ভূমিকা রাখেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় ট্রেজারি বিল ও বন্ডের নিলাম, রিপো ও সেকেন্ডারি মার্কেট লেনদেনের অনলাইন ব্যবস্থা ৩০ অক্টোবর ২০১১ থেকে চালু হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সভরেন রেটিংয়ের জন্য সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি মূলত তিনিই প্রস্তুত করেন। তাঁর সক্রিয় ভূমিকার কারণে সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনাসহ বন্ড মার্কেট উন্নয়নে গৃহীত উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছর থেকে নিলাম পঞ্জিকা অনুযায়ী ট্রেজারি বিল ও বন্ডের নিলাম অনুষ্ঠান করা ;
- এডহক ট্রেজারি বিল সৃষ্টির মাধ্যমে সরকারের বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের পূর্বতন প্রক্রিয়া রহিত করা এবং বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে ট্রেজারি বন্ডকে প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা ;
- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সর্বোচ্চ ৩৬৪ দিন মেয়াদ পর্যন্ত ট্রেজারি বিল ইস্যুর লক্ষ্যে ২ ও ৫ বছর মেয়াদি ট্রেজারি বিল ইস্যুর কার্যক্রম রহিত করা ;
- ৫ ও ১০ বছর মেয়াদি বন্ডের পাশাপাশি ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ১৫ ও ২০ বছর মেয়াদি বন্ড ইস্যুর কার্যক্রম চালু করা ;
- পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও অভিহিত মূল্যে Yield based Multiple Price Auction পদ্ধতিতে বন্ড ইস্যুর কার্যক্রম গ্রহণ করা ;
- সরকারি সিকিউরিটিজের সেকেন্ডারি মার্কেটকে সক্রিয় ও স্পন্দিত (Vibrant) করার লক্ষ্যে প্রাইমারি ডিলার সিস্টেমকে পুনর্বিন্যস্ত করা এবং পরিবর্তিত ব্যবস্থায় প্রাইমারি ডিলারদের আন্ডাররাইটিং কমিশন ও লিক্যুইডিটি সাপোর্ট প্রদানের ব্যবস্থা করা ;
- নতুন প্রাইমারি ডিলার নিয়োগ প্রদানসহ প্রাইমারি ডিলার ব্যবস্থাকে প্রতিযোগিতামূলক করা এবং ত্রৈমাসিক মূল্যায়নে নির্বাচিত সেরা তিনটি প্রাইমারি ডিলারকে বর্ধিত হারে কমিশন প্রদানের ব্যবস্থা করা ;
- সরকারি সিকিউরিটিজের উপর আপ-ফ্রন্ট ট্যাক্স রহিত করা ;
- সরকারি সিকিউরিটিজের সেকেন্ডারি ট্রেডিংকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি ট্রেডিং উইনডো চালু করা ও উক্ত উইনডোর মাধ্যমে সেকেন্ডারি ট্রেডিং কার্যক্রম পরিচালনা করা ;
- কোন অর্থবছরের জন্য প্রণীত নিলাম পঞ্জিকাসহ ট্রেজারি বিল ও বন্ডের সাপ্তাহিক অকশনের ফলাফল ও দৈনিক রিপো কার্যক্রমের ফলাফল বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রচারের ব্যবস্থা করা ;
- সরকারি সিকিউরিটিজের ক্রয়-বিক্রয়জনিত নিষ্পত্তি ঝুঁকি (Settlement Risk) পরিহারের লক্ষ্যে ডেলিভারি ভার্সেস পেমেন্ট (DvP) সিস্টেম চালু করা।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণের মাধ্যমে সরকারি বন্ডে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ফান্ডের বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা সম্ভব হয়েছে। ফলে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সরকারি বন্ড ইস্যুর বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা ৯০০.০০ কোটি টাকা হতে ২০১১-১২ অর্থবছরে ১৪,৪৫৭.০০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়।

**মোঃ নজরুল ইসলাম**
যুগ্মপরিচালক
সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট সেল

*"সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্টের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের অটোমেশন প্রক্রিয়ার সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা ছিল সমগ্র ব্যাংকে একটি অভিন্ন নেটওয়ার্ক তথা আইটি অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা। এই নেটওয়ার্ক প্যাকেজের বাস্তবায়নের সাথে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।"*

মোঃ নজরুল ইসলাম বাংলাদেশ ব্যাংকের সামগ্রিক উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্টের সূচনা থেকেই এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রকল্পের সার্বিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে বিশেষত বাংলাদেশ ব্যাংককে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্টের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের অটোমেশন প্রক্রিয়ার সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা ছিল সমগ্র ব্যাংকে একটি অভিন্ন নেটওয়ার্ক তথা আইটি অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা। এই নেটওয়ার্ক প্যাকেজ বাস্তবায়নের সাথে নজরুল ইসলাম প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের আধুনিকায়ন তথা সিবিএসপি'র কর্মকাণ্ডে নজরুল ইসলামের উল্লেখযোগ্য অর্জন নেটওয়ার্ক প্যাকেজের সফল বাস্তবায়ন।

তিনি বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় আইসিটি পলিসির আওতায় গৃহীত 'ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ' প্যাকেজসহ একাধিক আইটি প্যাকেজ বাস্তবায়নের সাথেও কাজ করেন। এছাড়াও বাংলাদেশে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধকল্পে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার উদ্যোগের সাথেও নজরুল ইসলাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে তা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল বিভাগের কাজের প্রসেস-ফ্লো তৈরিতে তিনি সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। এসকল প্রসেস-ফ্লো পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আইটি প্যাকেজের বাস্তবায়ন তথা বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক অটোমেশন প্রক্রিয়া ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পর্যায়ের পরামর্শক নিয়োগ এবং চুক্তি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দায়িত্বও দক্ষতার সাথে পালন করেন। তিনি সিবিএসপি সেলের আইটি সিকিউরিটি টিমের প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

মোঃ নজরুল ইসলাম বাংলাদেশ ব্যাংকের অটোমেশন প্রক্রিয়ার সাথে প্রারম্ভিক পর্যায় হতেই নিবিড়ভাবে যুক্ত এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কম্পিউটারাইজেশনের ক্ষেত্রে এ যাবৎ অর্জিত ব্যাপক অগ্রগতিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

**আব্দুল হাই**
উপপরিচালক
ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম ও বিভাগ :
উপপরিচালক
ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন]

*ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক নির্দেশকগুলো দ্রুত পর্যালোচনার মাধ্যমে দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিতকরণের জন্য ব্যাংকিং সুপারভিশন অ্যাডভাইজর গ্লেন টাস্কির সহায়তায় তিনি Quick Review Report (QRR) ফরম্যাট প্রণয়ন করেছেন। বিভিন্ন ব্যাংকে নিয়োজিত বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষকদের জন্য Quick Reference Guide for Observer of Banks প্রণয়নেও তিনি বিশেষ অবদান রাখেন।*

আব্দুল হাই ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাঠামোগত উন্নয়ন এবং ঝুঁকি ন্যূনতমকরণ বা প্রশমনের মাধ্যমে একটি Resilient Financial System প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। Risk Management Guidelines for Banks প্রকাশনাটির সম্পাদনা পরিষদের একজন সদস্য হিসেবে তিনি একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন। ২০১১ সালে প্রকাশিত Financial Stability Report 2010 এর একজন অন্যতম সম্পাদক হিসেবে তিনি রিপোর্টটিতে ব্যাংকিং খাতের ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং স্ট্রেস টেস্টিংয়ের দ্বারা ব্যাংকগুলোর আর্থিক কার্যক্রমের সংবেদনশীলতা পরিমাপের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতার চিত্র তুলে ধরেন। Financial Stability Report 2011 প্রণয়নে তিনি কাজ করেন।

ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক নির্দেশকগুলো দ্রুত পর্যালোচনার মাধ্যমে দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিতকরণের জন্য ব্যাংকিং সুপারভিশন অ্যাডভাইজর গ্লেন টাস্কির সহায়তায় Quick Review Report (QRR) ফরম্যাট প্রণয়ন করেছেন। বিভিন্ন ব্যাংকে নিয়োজিত বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষকদের জন্য Quick Reference Guide for Observer of Banks প্রণয়নেও তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। এছাড়াও বর্তমানে ব্যবহৃত Stress Testing Software টি আরও ব্যবহারবান্ধব করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করেন।

বিশ্বব্যাংকের Banking Sector Monthly Monitoring Format পরিমার্জন ও পর্যালোচনা উপযোগী করার ক্ষেত্রে তিনি ব্যাপক অবদান রেখেছেন। বিশ্বব্যাংকের Financial Projection Model এর খসড়া প্রস্তাবটি Modification এর ক্ষেত্রেও তিনি কাজ করেন। ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন এর Special Observation Team (SOT) এর একজন অন্যতম সদস্য হিসেবে কর্ম সম্পাদন ও বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুতের ক্ষেত্রে তিনি দায়িত্বশীলতা, মেধা, মননশীলতা, দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া, এ বিভাগের আয়োজনে অনুষ্ঠিত International Seminar on Deposit Insurance এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত দুটি টাউন হল মিটিংয়ের আয়োজক কমিটির সদস্য হিসেবে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

**মোহাম্মদ রাহাত উদ্দিন**
সিনিয়র সিস্টেম্‌স অ্যানালিস্ট
আইটি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম :
সিস্টেম্‌স অ্যানালিস্ট]

*‘বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট আপলোড করার পর থেকে ওয়েবসাইটটি আরও আধুনিকায়ন ও নতুনভাবে অলংকরণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ওয়েবসাইটের উন্নয়ন, নতুন তথ্য সংযোজন, দ্রুততম সময়ে তথ্য আপডেট করাসহ নিরবচ্ছিন্নভাবে সাইটের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার কাজটি তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতা ও সফলতার সাথে সম্পন্ন করছেন।’*

আইটি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টের নিজস্ব উদ্যোগে ২০০১ সালে প্রথম বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট তৈরিপূর্বক আপলোড করা হয়। সেখানকার সব তথ্য প্রতিনিয়ত তাৎক্ষণিকভাবে হালনাগাদ (আপডেট) করা হচ্ছে। ওয়েবসাইটটি আধুনিকায়ন ও নতুনভাবে অলংকরণে মোহাম্মদ রাহাত উদ্দিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সমৃদ্ধ, তথ্যবহুল ও সর্বজন প্রশংসিত ওয়েবসাইটটি ব্যবহারকারীদের সকল প্রকার চাহিদা পূরণ করে যাচ্ছে। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই ওয়েবসাইট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ওয়েবসাইটের উন্নয়ন, নতুন তথ্য সংযোজন, দ্রুততম সময়ে তথ্য আপডেট করাসহ নিরবচ্ছিন্নভাবে সাইটের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার কাজটি মোহাম্মদ রাহাত উদ্দিন অত্যন্ত আন্তরিকতা ও সফলতার সাথে সম্পন্ন করছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের হালনাগাদ তথ্য প্রাপ্তি এবং অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের নিমিত্তে আইটিওসিডি কর্তৃক উন্নয়নকৃত ইন্ট্রানেট ওয়েবপোর্টাল ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নেটওয়ার্কে আপলোড করা হয়েছে এবং কর্মকর্তাবৃন্দ তা ব্যবহার করছেন। ইন্ট্রানেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বিভিন্ন রকমের তথ্য-উপাত্ত যা ইতোমধ্যে তথ্যভাণ্ডার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ইন্ট্রানেট সিস্টেম প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে এবং ব্যাংককে গ্রিন ব্যাংকিংয়ের পথে এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে। ব্যাংকের ইন্ট্রানেট সিস্টেম্‌স আপ-টু-ডেট রাখা এবং নতুন নতুন ফিচার সংযোজনে তিনি প্রতিনিয়ত কাজ করছেন।

ই-টেন্ডার একটি সময়োপযোগী ও বাস্তবমুখী উদ্যোগ যা বাংলাদেশের সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ ব্যাংকে তাঁর তত্ত্বাবধানে তৈরি এবং সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এতে বাংলাদেশ ব্যাংকের টেন্ডার প্রক্রিয়া স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে সফলতা অর্জন করে। ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় কার্য সম্পাদনে ব্যাংকের সময় এবং অর্থ দুটিরই সাশ্রয় হচ্ছে। ই-টেন্ডার সিস্টেমটির উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে দরদাতা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা প্রদানে মোহাম্মদ রাহাত উদ্দিন আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকে ই-রিক্রুটমেন্টের (অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিং সিস্টেম) মাধ্যমে মে, ২০০৯ হতে প্রথমবারের মতো নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর মাধ্যমে ব্যাংকার্স রিক্রুটমেন্ট কমিটি (বিআরসি) ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল নিয়োগ প্রক্রিয়া অনলাইনে করা হচ্ছে। এতে করে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হয়েছে। ই-রিক্রুটমেন্টের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় ব্যাংকের সময় এবং অর্থ দুটিরই সাশ্রয় হচ্ছে।

**মোহাম্মদ আবদুর রব**
উপপরিচালক
বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট

*তিনি মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও সন্ত্রাস বিরোধী আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধিত খসড়া প্রণয়ন, ওয়্যার ট্রান্সফার নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন, বাংলাদেশ এফআইইউয়ের জন্য সংশোধিত আকারে এফআইইউ ম্যানুয়াল প্রণয়নসহ বাংলাদেশ এফআইইউয়ের এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ প্রাপ্তির প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে এগিয়ে নেয়া সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।*

যে সব কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ মোহাম্মদ আবদুর রব রিকগনিশন এওয়ার্ডে ভূষিত হন তা নিম্নরূপ ঃ

- নতুনরূপে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ও পারস্পরিক আইনি সহায়তা আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর প্রয়োজনীয় সংশোধিত খসড়া প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ;
- 'National Strategy Paper for Combating AML/CFT', 'AML/CFT Risk & Vulnerability Assessment of Bangladesh, Insurance Guidance Notes on AML/CFT', 'Postal Guidance Notes on AML/CFT' প্রভৃতি প্রণয়ন;
- ওয়্যার ট্রান্সফার (Wire Transfer) নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ এফআইইউয়ের জন্য সংশোধিত আকারে FIU Manual প্রণয়ন;
- APG Steering Group এর South Asian Regional Representative হিসেবে বাংলাদেশের সদস্যপদ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন;
- বিশ্বের সকল দেশের জন্য প্রযোজ্য FATF এর Revised Standard on AML/CFT প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন;
- তিনটি দেশের সাথে সমঝোতা স্মারক সম্পাদন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা। আরও তিনটি দেশের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে এগিয়ে নেওয়া;
- বাংলাদেশ এফআইইউয়ের এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ প্রাপ্তির প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে এগিয়ে নেওয়া সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা;
- নেপালের মিউচুয়াল ইভালুয়েশনে অ্যাসেসমেন্ট টিমে অংশগ্রহণ।

২০১০

**মোঃ জুলকার নায়েন**
উপমহাব্যবস্থাপক
ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম ও বিভাগ :
যুগ্মপরিচালক
বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন ও ভিজিলেন্স বিভাগ]

*তিনি গ্রামীণ ব্যাংকে বিশেষ পরিদর্শনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শক দলের নেতৃত্ব দেন এবং এ উদ্দেশ্যে গঠিত সরকারের রিভিউ কমিটিতে প্রতিবেদন দাখিল করেন যা কমিটি কর্তৃক প্রশংসিত হয়। রিজার্ভ ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রণয়নের জন্য ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে গঠিত কমিটিতে তিনি কাজ করেন এবং এ সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রণয়নে সক্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।*

মোঃ জুলকার নায়েন বৈদেশিক মুদ্রা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে বিশেষ পরিদর্শনের জন্য প্রণীত মডেলে ইতিবাচক পরিবর্তন আনেন। তিনি ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন রেটিংয়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করেছেন। 'অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট' পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ এবং এ উদ্দেশ্যে খসড়া মডেল প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটিতে তিনি নেতৃত্ব দেন। তাঁর নেতৃত্বে গঠিত বিশেষ পরিদর্শন দল জনতা ব্যাংক লিঃ ও বেসিক ব্যাংক কর্তৃক মন্দ ঋণ এবং সমস্যা কবলিত ঋণ অধিগ্রহণের বিষয়ে সময়মতো প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ সকল বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ নিয়মাচার যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য সতর্ক করে।

এ ছাড়াও মোঃ জুলকার নায়েন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে গ্রামীণ ব্যাংকে বিশেষ পরিদর্শনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শক দলের নেতৃত্ব দেন এবং এ উদ্দেশ্যে গঠিত সরকারের রিভিউ কমিটিতে প্রতিবেদন দাখিল করেন যা কমিটি কর্তৃক প্রশংসিত হয়। রিজার্ভ ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রণয়নের জন্য ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে গঠিত কমিটিতে তিনি কাজ করেন এবং এ সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রণয়নে সক্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

এছাড়াও বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন ও ভিজিলেন্স বিভাগের কৌশলগত পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়নে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

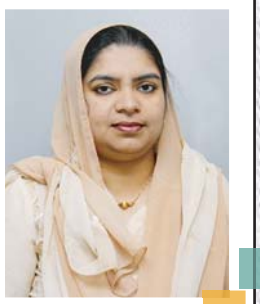

**হুসনে আরা শিখা**
উপমহাব্যবস্থাপক
আইপিএফএফ প্রজেক্ট সেল
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম : যুগ্মপরিচালক]

*বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আইপিএফএফ প্রজেক্টের অন্যতম প্রধান কম্পোনেন্ট অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্টের ব্যবহারের অগ্রগতিতে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। বাংলাদেশে আইপিএফএফ একমাত্র প্রকল্প নিবিড় তদারকির জন্য যেটি মেয়াদপূর্তির দুইবছর পূর্বেই অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্টের ১০০% ব্যবহার করতে সক্ষম হয়।*

হুসনে আরা শিখা আইপিএফএফ প্রকল্প শাখায় যোগদান (নভেম্বর-২০০৯) পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এই প্রজেক্টের অন্যতম প্রধান কম্পোনেন্ট অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্টের ব্যবহারের অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। নিবিড় তদারকির জন্য বাংলাদেশে আইপিএফএফ একমাত্র প্রকল্প যেটি মেয়াদপূর্তির দুইবছর পূর্বেই অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্টের ১০০% ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। বিদ্যমান প্রতিকূলতার মধ্যেও ব্যবস্থাপনার মানদণ্ডে প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংকের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেটিং 'সন্তোষজনক' মান অর্জন করতে সমর্থ হয়। আইপিএফএফ প্রজেক্টের এ সাফল্যে হুসনে আরা শিখার সরাসরি অবদান রয়েছে।

প্রকল্পের টিএ কম্পোনেন্ট কার্যকরী পন্থায় ব্যবহারেও তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। টিএ কম্পোনেন্ট ব্যবহারে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধিতে বিভিন্ন সময়ে কর্মশালা আয়োজনে তিনি সক্রিয় ও জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

আইপিএফএফ প্রকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক ছাড়াও বিভিন্ন সরকারি সংস্থা যেমন অর্থ মন্ত্রণালয়, ইআরডি, পরিকল্পনা কমিশন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় প্রভৃতি বিভাগ ও সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এ সকল সংস্থা ও বিভাগের সাথে সফল যোগাযোগ রক্ষা করতে সমর্থ হওয়ায় তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহে প্রশংসিত হন।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন সভা, স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠানে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকল্পের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এছাড়া পরামর্শক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজের তদারকি ও রিপোর্ট মূল্যায়নে তাঁর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

সর্বোপরি বিভিন্ন সময় তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে তিনি আইপিএফএফ প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের মর্যাদা বৃদ্ধিতে নিরলসভাবে কাজ করছেন।

**মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী**
যুগ্মপরিচালক
ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম ও বিভাগ :
উপপরিচালক
ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন]

*তিনি ২০০৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রথমবারের মতো ব্যাংকের বাস্তব তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণভিত্তিক ব্যাসেল-২ বিষয়ে একটি দিক-নির্দেশনামূলক Scenario Analysis ও Simulation Test এর মডেল প্রস্তুতে একনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। ব্যাংকগুলোতে ব্যাসেল-২ এর আওতায় ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততার হার (CAR) সংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণে এটি সহায়ক হয়।*

মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী ব্যাংকিং খাতে ব্যাসেল-২ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত টিমের একজন সদস্য হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ব্যাসেল-২ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের রোডম্যাপে বেঁধে দেওয়া স্বল্পতম সময়কালকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে তিনি টিমের সদস্য হিসেবে ২০০৯ সালে প্রতিটি ব্যাংকের সাথে পৃথকভাবে বৈঠক করেন। বৈঠকে ২০০৮ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত Risk Based Capital Adequacy (RBCA) গাইডলাইনে সন্নিবেশিত নির্দেশনাগুলো সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তাদের কাছে বোধগম্য উপায়ে উপস্থাপন করেন এবং সঠিক ও নির্ভুল রিপোর্টিং কৌশল সহজভাবে তুলে ধরেন। এটি ব্যাংক কর্মকর্তাদের স্বল্প সময়ের মধ্যে ব্যাসেল-২ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং নির্দেশিত সময়সীমার মধ্যে বাংলাদেশে ব্যাসেল-২ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। তিনি বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ব্যাসেল-২ বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জগুলোর সম্ভাব্য সমাধানের উপায় উদ্ভাবনে সহায়তা করেন।

মূলধন পর্যাপ্ততা সংক্রান্ত তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে (যেমনঃ Single Borrower Exposure Limit, Net Open Position ইত্যাদি) গুরুত্বপূর্ণ বিধায় মূলধন পর্যাপ্ততা দ্রুত হিসাবায়নের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য ইলেক্ট্রনিক রিপোর্টিং (ই-রিপোর্টিং) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ই-রিপোর্টিং চালু করার ক্ষেত্রে তাঁর একনিষ্ঠ পরিশ্রম বিভাগীয় পর্যায়ে মূলধন পর্যাপ্ততা বিষয়ক একটি তথ্য সমৃদ্ধ Database Software প্রস্তুতে সহায়তা করেছে। তিনি Risk Based Capital Adequacy (RBCA) গাইডলাইনের সর্বশেষ পরিমার্জন ও পরিবর্ধনে সম্পাদনা পরিষদের একজন সদস্য হিসেবে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের সাথে কাজ করেন।

শাহরিয়ার সিদ্দিকী ২০০৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রথমবারের মতো ব্যাংকের বাস্তব তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণভিত্তিক ব্যাসেল-২ বিষয়ে একটি দিক-নির্দেশনামূলক Scenario Analysis ও Simulation Test এর মডেল প্রস্তুতে একনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। ব্যাংকগুলোতে ব্যাসেল-২ এর আওতায় ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততার হার (CAR) সংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণে এটি সহায়ক হয়। এছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আর্থিক কার্যক্রমের সংবেদনশীলতা পরিমাপের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্ট্রেস টেস্টিং গাইডলাইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও তাঁর অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে।

তিনি ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগের পরিদর্শকদের জন্য ব্যাসেল-২ গাইডলাইনের প্রায়োগিক বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন যা পরিদর্শকদের ব্যাংক কর্তৃক প্রদর্শিত মূলধনের সঠিকতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সহায়তা করছে। বিবিটিএতেও এবিষয়ে তিনি প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন কর্তৃক বার্ষিক ভিত্তিতে Off-site Supervision Report প্রণয়নে তিনি ভূমিকা রাখেন এবং Financial Stability Report প্রণয়নেও কাজ করেন। এছাড়া, ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশনের বিভিন্ন Assignment এর বিপরীতে কর্ম সম্পাদন ও বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুতের ক্ষেত্রে তিনি দায়িত্বশীলতা, মেধা, মননশীলতা, দক্ষতা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন ।

**মোঃ নুরুল আলম**
যুগ্মপরিচালক
বর্তমানে জনতা ব্যাংক লিঃ এ লিয়েনে কর্মরত
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম ও বিভাগ : উপপরিচালক
আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ]

*আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের জন্য একটি নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত ফরম্যাট প্রস্তুতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। নির্ধারিত ফরম্যাট প্রস্তুত করায় বর্তমানে সবগুলো আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের আর্থিক বিবরণী ফরম্যাট অনুযায়ী তৈরি করছে। এছাড়াও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের CAMEL Rating সম্পাদনের লক্ষ্যে একটি CAMEL Rating Matrix প্রণয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।*

মোঃ নুরুল আলম আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের জন্য একটি নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত ফরম্যাট প্রস্তুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এর পূর্বে বাংলাদেশে কর্মরত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের আর্থিক বিবরণীতে তথ্যসমূহ বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করত বলে অনেক তথ্যই সেখানে সন্নিবেশিত হতো না। নির্ধারিত ফরম্যাট প্রস্তুত করায় বর্তমানে সবগুলো আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের আর্থিক বিবরণী ফরম্যাট অনুযায়ী তৈরি করছে। ফলে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তথ্য বিবরণীর সাথে অন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী তুলনা করা সহজতর হয়েছে।

এছাড়াও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের CAMEL Rating সম্পাদনের লক্ষ্যে একটি CAMEL Rating Matrix প্রণয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর সংশোধনের জন্য প্রস্তাবিত আইন প্রস্তুতে তিনি সক্রিয়ভাবে কাজ করেন।

'Prudential Regulations for Financial Institutions' শিরোনামে আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্বলিত হালনাগাদ একটি গাইডলাইন প্রণয়নে মোঃ নুরুল আলম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

**মোহাম্মদ আমিনুর রহমান চৌধুরী**
যুগ্মপরিচালক
ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম : উপপরিচালক]

*বাংলাদেশে সরকারি সিকিউরিটিজের একটি সেকেন্ডারি বাজার সৃষ্টির পূর্বশর্ত হিসেবে সিকিউরিটিজগুলোর Marking to Market ভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা, এ সংক্রান্ত সার্কুলার লেটার ও অ্যাকাউন্টিং গাইডলাইন প্রণয়ন এবং কার্যক্ষেত্রে Marking to Market ভিত্তিক পুনর্মূল্যায়নের বাস্তব সমস্যা সমাধানে তিনি বিশেষ অবদান রেখেছেন।*

মোহাম্মদ আমিনুর রহমান চৌধুরী তফসিলি ব্যাংকসমূহের SLR সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে সততার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশে সরকারি সিকিউরিটিজের একটি সেকেন্ডারি বাজার সৃষ্টির পূর্বশর্ত হিসেবে সিকিউরিটিজগুলোর Marking to Market ভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা, এ সংক্রান্ত সার্কুলার লেটার ও অ্যাকাউন্টিং গাইডলাইন প্রণয়ন এবং কার্যক্ষেত্রে Marking to Market ভিত্তিক পুনর্মূল্যায়নের বাস্তব সমস্যা সমাধানে আমিনুর রহমান বিশেষ অবদান রেখেছেন।

তিনি ২০০৮ সালের আর্থিক বিবরণী পরীক্ষার সময় (২০০৯ সালে) বিভিন্ন ব্যাংকের Investment Portfolio-তে ধারণকৃত সরকারি সিকিউরিটিজের হিসাবায়নগত ভুলের বিষয়টি উদ্‌ঘাটন করেন। এর ফলে ছয়টি ব্যাংকের আর্থিক বিবরণী ব্যাংক কর্তৃক বিতরণের পূর্বেই সংশোধন করানো সম্ভব হয়। অন্যদিকে একটি বিদেশি ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীতে অনুরূপ ভুল সন্নিবেশ করায় তা সংশোধনপূর্বক পুনরায় দুটো সংবাদপত্রে সংশোধিত Disclosure প্রদানে বাধ্য করার প্রক্রিয়ায় তাঁর অবদান অনন্য।

তিনি ২০০৯ সালে শেয়ার বাজারে তফসিলি ব্যাংকগুলোর অতিমাত্রায় ঝুঁকে পড়ায় সৃষ্ট ঝুঁকির বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করেন যা গভর্নর-ইন-কাউন্সিলে আলোচিত হয়। প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে ব্যাংকগুলো থেকে এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে অতিমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাংকগুলোকে সনাক্ত করে শেয়ারবাজারে তাদের বিনিয়োগকে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নামিয়ে আনার বিষয়ে বিস্তারিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে ব্যাংকগুলোর মার্চেন্ট ব্যাংকিং উইংকে পৃথক সাবসিডিয়ারি কোম্পানি গঠনসহ অন্যান্য বিষয়েও তিনি বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

এছাড়াও তফসিলি ব্যাংকগুলোর শেয়ার ধারণ ও পুঁজিবাজারে Exposure সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে সার্কুলার প্রণয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং ব্যাংকের শেয়ার ধারণ ও পুঁজিবাজারে Exposure সংক্রান্ত কার্যক্রম মনিটরিংয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। উল্লেখ্য যে, অব্যাহত মনিটরিংয়ের ফলে ব্যাংকগুলোর শেয়ার ধারণ ও পুঁজিবাজারে Exposure কমে আসায় ডিসেম্বর ২০১০ মাসে শেয়ার বাজার বিপর্যয়ের পরও তফসিলি ব্যাংকগুলো ব্যাপক মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

আমিনুর রহমান সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে ব্যাংকগুলোর CRR ও SLR মনিটরিং এবং সরকারি সিকিউরিটিজের সাপ্তাহিক পুনর্মূল্যায়ন এবং রিপো সংক্রান্ত কার্যক্রম পরীক্ষণের জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করেছেন যা বর্তমানে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশনের বিধিবদ্ধ জমা সংরক্ষণ তদারকি শাখায় ব্যবহৃত হচ্ছে। উক্ত সফটওয়্যারটি ব্যবহার করার ফলে ডিসেম্বর ২০০৯ মাসে ছয়টি তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক রিপো সংক্রান্ত কার্যক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলারের নির্দেশনা ভঙ্গের বিষয়টি প্রথমবারের মতো উদ্‌ঘাটিত হয়।

এ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে আইটি মেইনটিন্যান্স সংক্রান্ত কাজ, সফটওয়্যার উন্নয়নের জন্য গঠিত কমিটি, অফ-সাইট সুপারভিশন, ব্যাসেল-২ গাইডলাইন পর্যালোচনা কমিটির কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করেন। পাশাপাশি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভায় যোগদান, বিশেষ পরিদর্শন ইত্যাদিও দক্ষতা ও পারদর্শিতার সাথে সম্পন্ন করেন।

২০০৯

**খন্দকার মোরশেদ মিল্লাত**
উপমহাব্যবস্থাপক
গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্ট
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম ও বিভাগ :
যুগ্মপরিচালক
ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ]

*"বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতি মোকাবেলায় রপ্তানিমুখী শিল্পখাতে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের নীতিমালা সহজিকরণ, উৎপাদনশীল খাতে ঋণের সর্বোচ্চ সুদ হার যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণ, বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং মূল্য স্বাভাবিক রাখার নিমিত্তে আমদানি অর্থায়নে সর্বোচ্চ ১২% সুদ হার নির্ধারণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।"*

খন্দকার মোরশেদ মিল্লাত FSAP এর আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের Self Assessment Report আগস্ট ২০০৭ ও এপ্রিল ২০০৮ এর Transparency of Banking Supervision এবং Basel Core Principles for Effective Banking Supervision অংশের Self Assessment এ অংশগ্রহণ এবং ২০০৯ সালে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক টিমের সাথে এ বিষয়ক ডায়ালগে অংশগ্রহণ ও পরবর্তী পর্যালোচনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

● বিদ্যমান আন্তর্জাতিক মান ও বিধিবিধানের আলোকে ঋণ শ্রেণিবিন্যাস ও প্রভিশনিংয়ের বিস্তৃত নীতিমালা প্রণয়ন ও সেসম্পর্কিত ফরম্যাটসমূহ (অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটের জন্য পৃথক ফরম্যাটসহ) গঠন এবং Off Balance Sheet Exposure এর জন্য পৃথক প্রভিশনিং আরোপের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানে তিনি জোরালো ভূমিকা রাখেন।

● বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতি মোকাবেলায় রপ্তানিমুখী শিল্পখাতে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের নীতিমালা সহজিকরণ, উৎপাদনশীল খাতে ঋণের সর্বোচ্চ সুদ হার যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণ, বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং মূল্য স্বাভাবিক রাখার নিমিত্তে আমদানি অর্থায়নে সর্বোচ্চ ১২% সুদ হার নির্ধারণ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বন্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সচলপূর্বক জাতীয় অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন এবং স্বল্প মেয়াদি কৃষি ঋণের পুনঃতফসিলিকরণের জটিলতা নিরসনে ব্যাংকসমূহকে যথাযথ দিকনির্দেশনা প্রদানে তিনি প্রশংসনীয় অবদান রাখেন।

● বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী জাহাজ নির্মাণ শিল্প বিকাশে সহায়তার লক্ষ্যে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটির বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট পাঁচটি সুপারিশমালার অধিকাংশই যা বাস্তবায়ন করা হয়েছে সেক্ষেত্রে Concept Paper/কার্যপত্র/কার্যবিবরণী/সুপারিশমালা প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়নে মোরশেদ মিল্লাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

● ব্যাংকসমূহ কর্তৃক আরোপিত অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন চার্জসমূহ যৌক্তিকীকরণে বিনিয়োগকারী এবং আমানতকারী বিশেষ করে ক্ষুদ্র আমানতকারীর স্বার্থ বিবেচনায় ব্যাংকসমূহকে বিশদ নির্দেশনা প্রদানে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

● অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কৃষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিবেচনায় কৃষকের ব্যাংক হিসাব খোলা সহজিকরণের পাশাপাশি হিসাব খোলায় অনিয়ম দূরীকরণার্থে সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান; সংশ্লিষ্ট ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিসসমূহ এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ও মনিটরিংয়ের মাধ্যমে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সংগৃহীত তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশনায় তিনি সর্বোত্তমভাবে দায়িত্ব পালন করেন।

● ব্যাংক কর্তৃক Special Notice Deposit (SND) হিসাব পরিচালনায় অস্পষ্টতা দূরীকরণ এবং Uniformity আনয়নকল্পে তিনি বিশদ একটি নীতিমালা (মাসিক প্রতিবেদন বিআর-১৫ এর সংশোধিত ফরম্যাটসহ) প্রস্তুত করেন যা সকল ব্যাংকের পরিপালনার্থে জারি আছে।

● ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ প্রদানের সময় বিদ্যমান ঋণ ঝুঁকি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় 'Environmental Risk Management Guidelines for Banks and Financial Institutions' শিরোনামের একটি নীতিমালা প্রস্তুতকরণে মোরশেদ মিল্লাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

● পরিবেশ বিপর্যয় রোধে এবং শক্তিশালী ব্যাংক ব্যবস্থার স্বার্থে বিশ্বমানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা (Policy Guidelines for Green Banking) এর খসড়া তিনি প্রস্তুত করেন।

**মোঃ রফিকুল ইসলাম**
উপমহাব্যবস্থাপক
ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম ও বিভাগ : যুগ্মপরিচালক
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ, (বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ)]

*বাংলাদেশের প্রথম সভরেন ক্রেডিট রেটিং নির্ধারণে তিনি বিশেষ ভূমিকা রাখেন। এছাড়া Guidelines for Foreign Exchange Transactions হালনাগাদকরণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন বিধি ব্যবস্থায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত Guidelines for Foreign Exchange Transactions (Vol-1) এর ২০০৯ সংস্করণে তাঁর কার্যকর অবদান রয়েছে।*

মোঃ রফিকুল ইসলাম বাংলাদেশের প্রথম সভরেন ক্রেডিট রেটিং নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। আন্তর্জাতিক ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি নির্বাচনের মাধ্যমে রেটিং ফলাফল অর্জন বিষয়ে কোনরূপ পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে তিনি এ কাজটি অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন করেন। বাংলাদেশের প্রথম সভরেন ক্রেডিট রেটিং নির্ধারণ কাজে শুরু হতেই তিনি দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা মোতাবেক রেটিং এজেন্সি নিয়োগের জন্য টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরি, যোগ্য রেটিং এজেন্সির সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুতকরণ, কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নের মাধ্যমে যোগ্য রেটিং এজেন্সি নির্বাচন, রেটিং এজেন্সির সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য নেগোসিয়েশন, চুক্তির বিষয়ে আইনজ্ঞের মতামত সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ সুচারুরূপে সম্পাদনের ফলে রেটিং এজেন্সির সাথে যথাসময়ে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়। চুক্তি পরবর্তী পর্যায়ে রেটিং এজেন্সির চাহিদা মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে বিপুল পরিমাণ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ছিল প্রকৃতপক্ষেই একটি দুরূহ কাজ, যা তিনি সময়মতো দক্ষতার সাথে সংগ্রহ ও সরবরাহ করেন।

রেটিং এজেন্সির বাংলাদেশ সফরের সময় জাতীয় সংসদের স্পিকার ও প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সভা আয়োজন সফলতার সাথে সম্পন্ন করেন, যা অনুকূল ও প্রত্যাশিত রেটিং ফলাফল প্রাপ্তিতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

এছাড়া Guidelines for Foreign Exchange Transactions হালনাগাদকরণে মোঃ রফিকুল ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন বিধি ব্যবস্থায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত Guidelines for Foreign Exchange Transactions (Vol-1) এর ২০০৯ সংস্করণে তাঁর কার্যকর অবদান রয়েছে। তিনি বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ধারণ বিষয়ক প্রকৃত চিত্র বাংলাদেশ ব্যাংকে রিপোর্টকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

মোঃ রফিকুল ইসলাম বৈদেশিক মুদ্রা বাজার উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থা সহজিকরণে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকগুলোর বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় অবস্থার বিবরণীর নতুন ছক (Statement of Daily Exchange Position) তৈরি, ব্যাংকগুলোর নস্ট্রো হিসাব সমন্বয় কাজে যথাযথ নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন এবং বৈদেশিক মুদ্রা বাজার ব্যবস্থার নিবিড় তদারকি ও উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা সহজিকরণ বিষয়ে প্রণীত অনেকগুলো এফই সার্কুলার প্রণয়নেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা রাখেন।

**মোঃ ওসমান গনি**
উপমহাব্যবস্থাপক (এলপিআর)
হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম ও বিভাগ :
যুগ্মপরিচালক
একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট]

*তিনি সরকারি হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের তৈরিকৃত FMRP Project টি বাংলাদেশ ব্যাংকের নয়টি শাখা অফিসে সফলতার সাথে চালু করেন। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর ও বরিশাল অফিসে ট্রেজারি কার্যক্রম চালুকরণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।*

মোঃ ওসমান গনি তাঁর নিম্নলিখিত কাজগুলোর জন্য রিকগনিশন এওয়ার্ডে ভূষিত হন ঃ

- তিনি সরকারি হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের তৈরিকৃত FMRP Project টি বাংলাদেশ ব্যাংকের নয়টি শাখা অফিসে সফলতার সাথে চালু করেন।
- বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর ও বরিশাল অফিসে ট্রেজারি কার্যক্রম চালু করেন।
- অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত Cash and Debt Management Technical Committee এর সদস্য হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।
- ট্রেজারি রুলস সংশোধন সংক্রান্ত কমিটির সদস্য হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।
- সরকারি হিসাব Reconciliation সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেন।
- বাংলাদেশ ব্যাংকে ERP বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকে Core Banking Software চালুকরণ এবং সরকারি হিসাবের দৈনিক বিবরণী প্রস্তুতেও তিনি সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করেন।

**কামাল হোসেন**
যুগ্মপরিচালক
বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম ও বিভাগ :
উপপরিচালক
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ]

*তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ফোরামে বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিশদভাবে ও গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শ্রীলংকা, নেপাল, পাকিস্তান, মিয়ানমারের চেয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছে। এছাড়া এপিজির Mutual Evaluation Report এ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য সকল সুপারিশ বাস্তবায়নে একটি সমন্বিত সার্কুলারের খসড়া প্রণয়নে তিনি কাজ করেন।*

● বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন আইন ও অধ্যাদেশ, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অন্যান্য ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও মানি চেঞ্জারদের জন্য জারিকৃত সার্কুলার এবং বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মপদ্ধতি ও পরিসংখ্যান কামাল হোসেন যথাযথভাবে উপস্থাপন করেন। এর মাধ্যমে Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) কর্তৃক বাংলাদেশের উপর পরিচালিত Mutual Evaluation Report এ প্রাপ্ত রেটিংয়ের মধ্যে টার্গেটেড ১০ টি সুপারিশের (Recomendation) বিপরীতে ছয়টি সুপারিশে বাংলাদেশের রেটিং উন্নয়ন হয়। এটি বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ফোরামে বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিশদভাবে ও গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শ্রীলংকা, নেপাল, পাকিস্তান, মিয়ানমারের চেয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছে।

● এপিজির Mutual Evaluation Report এ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য সকল সুপারিশ বাস্তবায়নে একটি সমন্বিত (Comprehensive) সার্কুলারের খসড়া প্রণয়নে তিনি কাজ করেন। এতে গ্রাহকের সংজ্ঞা, Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) এর প্রযোজ্যতা, Politically Exposed Persons (PEPs), Correspondent Relationship এর ক্ষেত্রে করণীয়, বিদেশে অবস্থিত শাখা বা সাবসিডিয়ারি মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন ব্যবস্থা, গ্রাহকদের শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ এবং কর্মকর্তাদের নিয়োগে যাচাই প্রক্রিয়ার (Screening Mechanism) নির্দেশনা রয়েছে।

● 'Impact of AML/CFT Measures on Inward Remittance' শীর্ষক জরিপ পরিচালনায় কামাল হোসেন সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেন। এ জরিপে বাংলাদেশে কর্মরত ৪৭টি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়, ২০টি জেলায় অবস্থিত ২০০টি শাখা, ২০০টি উপজেলার ১৯৬৪টি গ্রামের ১৯৬৪টি রেমিট্যান্স গ্রহণকারী পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর মাধ্যমে হুন্ডি বা অবৈধভাবে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

**মুনীর আহমেদ চৌধুরী**
যুগ্মপরিচালক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম : উপপরিচালক]

*তিনি সততা, নিষ্ঠা ও সাহসিকতার সাথে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংকে সংঘটিত অনিয়ম খুঁজে বের করেন। এছাড়া পরিদর্শন বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে পরিদর্শন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করে কাজে গতিশীলতা আনেন।*

মুনীর আহমেদ চৌধুরী সততা, নিষ্ঠা ও সাহসিকতার সাথে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংকে সংঘটিত অনিয়ম খুঁজে বের করেন। তিনি পরিদর্শন বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে পরিদর্শন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করে কাজে গতিশীলতা আনেন। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, ইডিডব্লিউ (EDW) ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রমে তাঁর সম্পৃক্ততা রয়েছে। সর্বোপরি ইন-হাউজ ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে পরিদর্শকবৃন্দের কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টিতে তিনি অসামান্য অবদান রখেন।

२००५

**কাজী ছাইদুর রহমান**
মহাব্যবস্থাপক
ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম : উপমহাব্যবস্থাপক]

*আন্তর্জাতিক বাজারে উদ্ভূত বিনিময় হারজনিত অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে রিজার্ভের কারেন্সি কম্পোজিশনে দ্রুত বাস্তবমুখী পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে বিনিময় হারজনিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় তিনি কাজ করেন। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাঁর সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।*

কাজী ছাইদুর রহমান বিশ্বব্যাপী চলমান অর্থনৈতিক মন্দা এবং ব্যাংকিং সেক্টরের চলমান আর্থিক ক্ষতি, তারল্য সংকট, মার্জার, অধিগ্রহণ, দেউলিয়াত্ব ইত্যাদি প্রকার/মাত্রার ঝুঁকির প্রেক্ষাপটে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। আন্তর্জাতিক বাজারে উদ্ভূত বিনিময় হারজনিত অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে রিজার্ভের কারেন্সি কম্পোজিশনে দ্রুত বাস্তবমুখী পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে বিনিময় হারজনিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় তিনি কাজ করেন। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাঁর সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

বিশ্বব্যাপী প্রধান কারেন্সিসমূহের বিদ্যমান নিম্ন সুদহার পরিস্থিতি সত্ত্বেও বিনিয়োগ হতে Optimal সুদ আয়ে কাজী ছাইদুর রহমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ কার্যক্রমে অত্যাধুনিক কলাকৌশল ও রীতিনীতির প্রয়োগ ঘটান। নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও সময়োপযোগী Intervention দ্বারা স্থানীয় আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য সাধনের মাধ্যমে ডলার ও টাকার বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণে তিনি ভূমিকা রাখেন। এছাড়া এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন ব্যবস্থার আওতায় সদস্য দেশসমূহের মধ্যে সম্পাদিত ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেন সুষ্ঠুভাবে নিষ্পত্তিতে তাঁর বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশের রপ্তানিখাত প্রসারে এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায়ও কাজী ছাইদুর রহমান প্রশংসনীয় অবদান রাখেন।

**এস, এম, রবিউল হাসান**
মহাব্যবস্থাপক
ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম ও বিভাগ :
উপমহাব্যবস্থাপক
গভর্নর সচিবালয়]

*তিনি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আর্থিক অবস্থা সুস্থিত ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে সরকার কর্তৃক গৃহীত Enterprise Growth & Bank Modernization Project (EGBMP) এর আওতায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের প্রধান নির্বাহীগণের Quantitative Performance Indicators (QPIs) পুনর্নির্ধারণে বিশেষ অবদান রেখেছেন। এছাড়া তিনি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহের কর্পোরেটাইজেশনের সময় Memorandum & Articles of Association (MAA) প্রণয়নে কাজ করেন।*

এস, এম, রবিউল হাসান ব্যাংকসমূহের আর্থিক অবস্থা মূল্যায়নের জন্য ২০০৮ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত Diagnostic Review Report প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। এ প্রতিবেদন তৈরির উদ্দেশ্য হলো ব্যাংকসমূহের আর্থিক কাঠামোর অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও সম্ভাব্য ঝুঁকির গভীরতা বিবেচনাপূর্বক দূরবর্তী সতর্ক সংকেত (Distant Cautionary Signal) হিসেবে ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণের মাধ্যমে তাদের আর্থিক অবস্থার মানোন্নয়নে সহায়তা করা।

তাছাড়া, তিনি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আর্থিক অবস্থা সুস্থিত ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে সরকার কর্তৃক গৃহীত Enterprise Growth & Bank Modernization Project (EGBMP) এর আওতায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের প্রধান নির্বাহীগণের Quantitative Performance Indicators (QPIs) পুনর্নির্ধারণে বিশেষ অবদান রেখেছেন। এছাড়া রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহের কর্পোরেটাইজেশনের সময় Memorandum & Articles of Association (MAA) প্রণয়নে কাজ করেন। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের সংস্কার সংক্রান্ত কার্যাদি মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপকে সহায়তা করার জন্য দুইজন Bank Reform Expert কর্মরত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে Expert না থাকায় রবিউল হাসান ওয়ার্কিং গ্রুপের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন ছাড়াও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীগণের দাখিলকৃত Report/Deliverables পর্যালোচনা ও মূল্যায়নে ওয়ার্কিং গ্রুপকে সহায়তা করেন।

বৈশ্বিক মন্দার প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের আমানতকারীদের আমানতের ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে আমানত বিমার আওতা বৃদ্ধি ও ঝুঁকিভিত্তিক প্রিমিয়াম নির্ধারণকল্পে নীতিমালা প্রণয়নেও রবিউল হাসান অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের Strength & Potential Vulnerabilities মূল্যায়নকল্পে IMF কর্তৃক ২০০২ সালে Financial Sector Assessment Program (FSAP) রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আগস্ট ২০০৭ এ একটি খসড়া ও এপ্রিল ২০০৮ এ একটি চূড়ান্ত Self Assessment রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয় যা আইএমএফ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। উক্ত রিপোর্ট প্রণয়নে গঠিত একটি কমিটির (Bank Supervision) সদস্য হিসেবে এবং সামগ্রিকভাবে রিপোর্টটি প্রণয়নে তিনি প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন। রবিউল হাসান এর আগে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগে দায়িত্ব পালনকালেও আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

**মোঃ আবুল কালাম আজাদ**
যুগ্মপরিচালক
বরিশাল অফিস
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম ও বিভাগ :
উপপরিচালক
একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট]

*"ব্যাংকের হিসাবায়ন প্রক্রিয়ার আধুনিকায়ন এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার জন্য International Accounting Standard অনুসরণে হিসাবায়ন পদ্ধতি অবলম্বনের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও শাখা অফিসসমূহকে পরামর্শ প্রদানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। IAS/IFRS এর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ Banking Department Manual এর ধারাসমূহ চিহ্নিত করে তা সংশোধন ও পরিবর্তনে তিনি কার্যকর ভূমিকা রাখেন।"*

মোঃ আবুল কালাম আজাদ International Financial Reporting Standard (IFRS) অনুযায়ী ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ফলে কোনোরূপ Qualification ছাড়াই বহিঃনিরীক্ষকগণ কর্তৃক তা প্রত্যায়িত হয়।

ব্যাংকের হিসাবায়ন প্রক্রিয়ার আধুনিকায়ন এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার জন্য International Accounting Standard অনুসরণে হিসাবায়ন পদ্ধতি অবলম্বনের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও শাখা অফিসসমূহকে পরামর্শ প্রদানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। আইএমএফ বিশেষজ্ঞের সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবায়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অসঙ্গতি দূরীকরণ এবং হিসাবায়নে শৃঙ্খলা আনয়নের ক্ষেত্রে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। আইএমএফ Safeguards Assessment Report এ উল্লেখিত বিভিন্ন পরামর্শ বাস্তবায়নেও মোঃ আবুল কালাম আজাদ কার্যকর অবদান রাখেন।

IAS/IFRS এর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ Banking Department Manual এর ধারাসমূহ চিহ্নিত করে তা সংশোধন ও পরিবর্তনে তিনি কার্যকর ভূমিকা রাখেন। এসকল কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন সময় মোঃ আবুল কালাম আজাদ নিজস্ব মেধা ও দক্ষতা প্রয়োগ করে আর্থিক বিবরণীসমূহ সহজ ও বোধগম্যভাবে উপস্থাপন করেছেন।

**মোঃ রফিকুল ইসলাম**
যুগ্মপরিচালক
হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম : উপপরিচালক]

*PMS প্রণয়নে ও এর উন্নয়নে নিবিড়ভাবে কাজ করে পূর্বের ACR পদ্ধতিটির পরিবর্তে সম্পূর্ণ নতুন একটি পদ্ধতি প্রচলনে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করেন। PMS Manual, PMS Booklet ও Competency Dictionary প্রস্তুত এবং HR Reform এর ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।*

বাংলাদেশ ব্যাংকের মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ব্যাংক কর্মকর্তাদের দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তোলা। সে লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকভাবে বহুল ব্যবহৃত কর্মমূল্যায়ন পদ্ধতি Performance Management System (PMS) বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রচলনের জন্য কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মোঃ রফিকুল ইসলাম অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ব্যাংকের বিশাল জনগোষ্ঠীকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে এ পদ্ধতি সফলভাবে প্রয়োগ করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করেন। PMS প্রচলনে ও এর উন্নয়নে International HR Consultant এবং National HR Consultant এর সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে পূর্বের ACR পদ্ধতিটির পরিবর্তে সম্পূর্ণ নতুন একটি পদ্ধতি প্রচলনে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করেন। তাঁর সক্রিয় ও ঐকান্তিক চেষ্টা PMS বাস্তবায়নের পথকে সুগম করেছে। PMS Manual, PMS Booklet ও Competency Dictionary প্রস্তুতেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মোঃ রফিকুল ইসলাম নতুন পদ্ধতিটি বাস্তবায়ন এবং সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের কাছে সহজবোধ্য করার ক্ষেত্রে একজন সফল Facilitator হিসেবে কাজ করেন। ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে এ পদ্ধতিকে উন্নততর আঙ্গিকে উপস্থাপনের জন্য তিনি সব সময় সচেষ্ট ছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, PMS বাংলাদেশ ব্যাংকে চালু হওয়ার প্রেক্ষিতে এ পদ্ধতিটি সরকারের বিভিন্ন দফতর ও মন্ত্রণালয়ে প্রয়োগ করা যায় কি না সে বিষয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণও বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেন। মোঃ রফিকুল ইসলাম অত্যন্ত সাবলীলতা ও দক্ষতার সাথে মতবিনিময়ে অংশ নেন।

তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টা, আন্তরিক সহযোগিতা ও কর্মদক্ষতার ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকে ২০০৭-২০০৮ বছরে প্রথমবারের মতো PMS পদ্ধতিতে বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন করা হয় এবং ২০০৮-২০০৯ বছরের পদোন্নতি প্যানেলে PMS ভিত্তিক মূল্যায়নকে অন্তর্ভুক্ত করে পদোন্নতি কার্যক্রম শুরু হয়।

তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকে উত্তম কাজের স্বীকৃতি হিসেবে শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তাদের পুরস্কৃতকরণের নীতিমালা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। নিজস্ব মেধা ও দক্ষতা দ্বারা HR Reform এর গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীও তিনি সহজ ও বোধগম্যভাবে প্রস্তুত করে উপস্থাপন করেন।

**মোঃ হারুন-অর-রশীদ**
যুগ্মপরিচালক
বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম : উপপরিচালক]

*বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে তিনি বাংলাদেশের জন্য Trade Policy Review (TPR) প্রণয়নে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেন। বেসরকারি খাতে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে তাদের সুপারিশসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক বৈদেশিক মুদ্রা নীতিমালায় অন্তর্ভুক্তকরণে সহযোগিতা করেন।*

মোঃ হারুন-অর-রশীদ সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী রপ্তানিকারকদের ভর্তুকি প্রদানের নীতিমালা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে তিনি বাংলাদেশের জন্য Trade Policy Review (TPR) প্রণয়নে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেন। ত্রিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তির ক্ষেত্রে তিনি ব্যাংকিং সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে মতামত প্রদান করেন। রপ্তানি নীতি, আমদানি নীতি ও শিল্পনীতি প্রণয়নে তিনি প্রাক-প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেন। বেসরকারি খাতে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে তাদের সুপারিশসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক বৈদেশিক মুদ্রা নীতিমালায় অন্তর্ভুক্তকরণে সহযোগিতা করেন। এছাড়াও তিনি বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের গাইডলাইন সংকলনে সক্রিয় ও জোরালো ভূমিকা রাখেন।

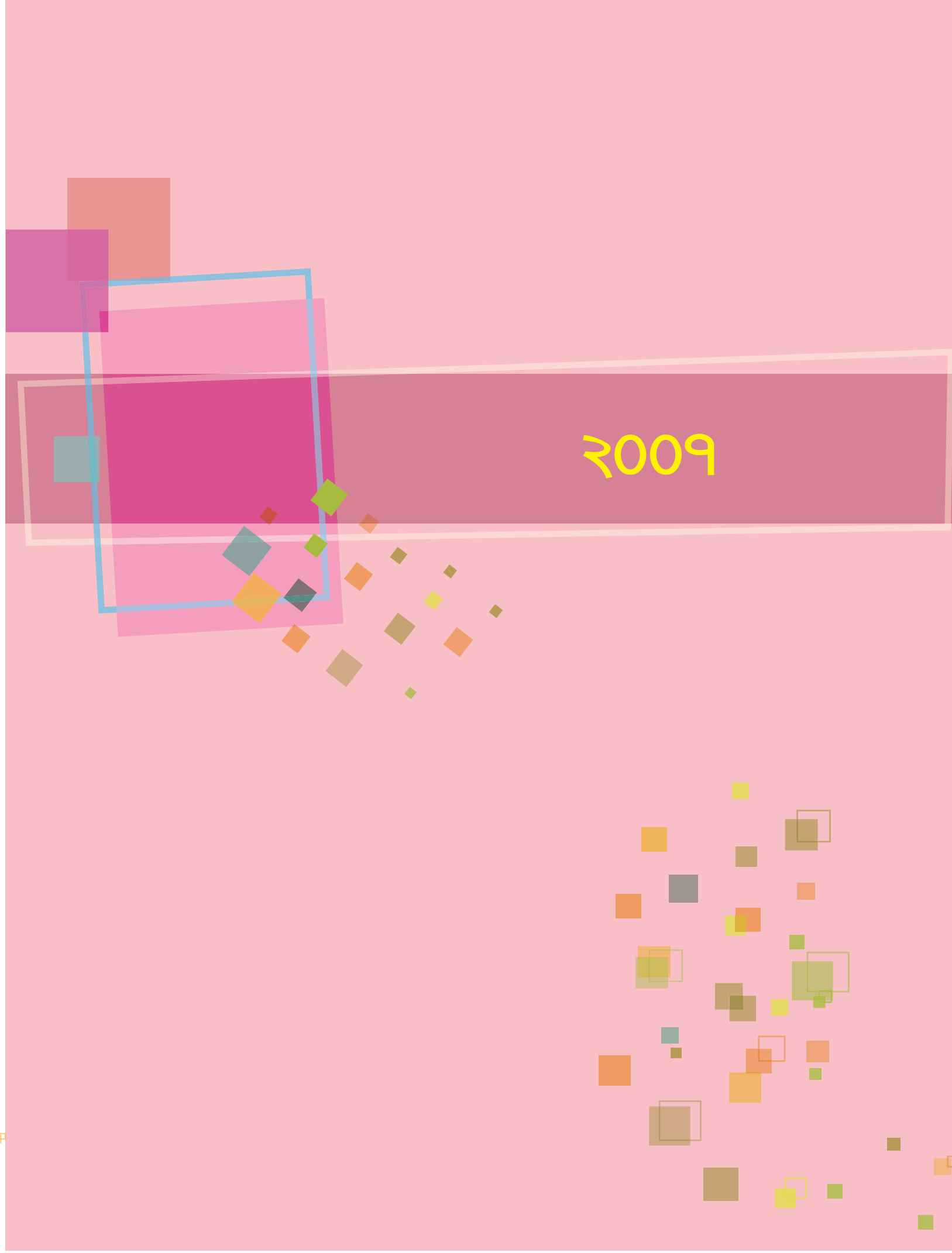

२००९

## মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী

উপমহাব্যবস্থাপক
বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম ও বিভাগ : যুগ্মপরিচালক
হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট]

*Performance Management System (PMS) পদ্ধতিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের উপযোগী ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রয়োগ উপযোগী হিসেবে তৈরি করতে তিনি নিরলসভাবে কাজ করেন। নতুন এ পদ্ধতি সঠিকভাবে প্রচলনের লক্ষ্যে মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী PMS Manual, PMS Booklet ও Competency Dictionary তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।*

বাংলাদেশ ব্যাংককে আধুনিক ও গতিশীল কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট সেলের আওতায় হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্টকে মানব সম্পদ উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে একজন International Human Resources Consultant ও দুইজন National Human Resources Consultant নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁরা হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্টকে কার্যকরী এবং কর্মকর্তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকভাবে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত সর্বোত্তম পন্থার আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের কর্মমূল্যায়নের জন্য পূর্বতন Annual Confidential Report (ACR) পদ্ধতির পরিবর্তে নতুন কর্মমূল্যায়ন পদ্ধতি Performance Management System (PMS) চালুর সুপারিশ করেন। এ প্রেক্ষিতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য নতুন পদ্ধতিতে কর্মমূল্যায়নের সিদ্ধান্ত প্রদান করে। নতুন এ পদ্ধতি সঠিকভাবে প্রচলনের লক্ষ্যে মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী PMS Manual, PMS Booklet ও Competency Dictionary তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

সুপারিশকৃত পদ্ধতিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের উপযোগী ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রয়োগ উপযোগী হিসেবে তৈরি করতে তিনি নিরলসভাবে কাজ করেন। এ নতুন পদ্ধতিটি প্রচলনের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিসার হতে মহাব্যবস্থাপক পদমর্যাদার প্রায় সকল কর্মকর্তার সাথে মতবিনিময় সভা, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করেন। প্রবল বিরোধিতা ও আপত্তির মুখে বিশাল জনগোষ্ঠীকে এই পরিবর্তন গ্রহণ করার মতো মানসিক প্রস্তুতিসম্পন্ন করতে জাকির হোসেন চৌধুরী অত্যন্ত দক্ষতা ও মেধার সাথে Facilitator এর ভূমিকা পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সভা, প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের PMS বিষয়ক সকল সমস্যা সমাধানের জন্য নিরলসভাবে কাজ করেন।

তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টা, আন্তরিক সহযোগিতা ও কর্মদক্ষতার ফলে নতুন এই পদ্ধতিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রথমবারের মতো Performance Management System (PMS) পদ্ধতিতে ২০০৭-২০০৮ বছরে বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন করা হয় এবং ২০০৮-২০০৯ বছরের পদোন্নতি প্যানেলে PMS ভিত্তিক মূল্যায়নকে অন্তর্ভুক্ত করে পদোন্নতি কার্যক্রম শুরু হয়। উল্লেখ্য, তিনি এইচআরডি সংস্কার বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুতে দেশি-বিদেশি পরামর্শকদের সুপারিশ বাস্তবায়নেও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করেছেন।

**সাইফুল ইসলাম**
উপমহাব্যবস্থাপক
ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম ও বিভাগ : যুগ্মপরিচালক
সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট সেল]

*তিনি বিশ্বের অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকে অনুসৃত Training Need Assessment (TNA) এর আলোকে একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য উপযোগী TNA প্রস্তুত করেন। পরবর্তী সময়ে ব্যাংকের কর্মকর্তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় রেখে একটি আধুনিক ও পরমোৎকৃষ্ট Training Policy প্রণয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।*

সাইফুল ইসলাম সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট (সিবিএসপি) সেলে প্রজেক্টের শুরু অর্থাৎ ২০০৩ সাল হতে কাজ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংককে আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে আইডিএ এর আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি চালু হয়েছিল। এ প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে- পুনর্বিন্যাস ও আধুনিকায়ন (মানবসম্পদ উন্নয়ন ও অটোমেশন) সামর্থ্য বৃদ্ধি (গবেষণা বিভাগ শক্তিশালীকরণ, প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন ও সুপারভিশন শক্তিশালীকরণ, অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড শক্তিশালীকরণ) এবং আইনি কাঠামো শক্তিশালীকরণ।

প্রকল্পটির সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট (সিবিএসপি) সেল গঠন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের যে কয়েকজন কর্মকর্তার অক্লান্ত পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার ফলে অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে সাইফুল ইসলাম তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ২০০৯ সালে ডিসেম্বরে প্রকল্পটি সমাপ্ত হলেও নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই প্রকল্পের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্টের কাজ নিষ্পন্ন হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ট্রেনিং নিড অ্যাসেসমেন্ট এবং ট্রেনিং পলিসি প্রণয়ন। নীতিনির্ধারণী এ কাজগুলো টিমের পক্ষ থেকে সাইফুল ইসলাম নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেন। নিম্নে ২০০৭ সালে সাইফুল ইসলাম কর্তৃক সফলভাবে সম্পাদিত কয়েকটি কাজের বিবরণ দেয়া হলো ঃ

● Training Need Assessment (TNA) প্রস্তুতকরণ : বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল বিভাগ ও অফিস এবং সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের Training Need Assessment (TNA) প্রস্তুতের জন্য হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট এবং সিবিএসপি সেল কর্তৃক সাইফুল ইসলামকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি বিশ্বের অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকে অনুসৃত TNA এর আলোকে একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য উপযোগী TNA প্রস্তুত করেন।

গভর্নর কর্তৃক অনুমোদিত এই TNA এর আলোকে ২০০৭ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য উপযোগী বিবিটিএ'র বাৎসরিক প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রণীত হচ্ছে এবং অন্যান্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণে কর্মকর্তা মনোনয়ন দেয়া হচ্ছে।

● Training Policy প্রণয়ন : Training Need Assessment এর আলোকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম করার লক্ষ্যে হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট এবং তৎকালীন আন্তর্জাতিক হিউম্যান রিসোর্সেস পরামর্শক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল কর্মকর্তার জন্য ট্রেনিং পলিসি প্রণীত হয়। কিন্তু তা বাস্তবায়নযোগ্য প্রতীয়মান না হওয়ায় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় রেখে উক্ত পলিসি পরিমার্জনপূর্বক একটি আধুনিক ও পরমোৎকৃষ্ট Training Policy প্রণয়নে সাইফুল ইসলাম এককভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

উল্লিখিত কাজগুলো ছাড়াও তিনি সক্রিয়ভাবে প্রজেক্টের নিম্নলিখিত কাজগুলোর তত্ত্বাবধান করেন ঃ

Preparing Quarterly Financial Monitoring Report (FMR) of CBSP for World Bank. Preparing Replies on the Aide Memoire of World Bank Supervision Mission and Sending the Same to the MoF, ERD and World Bank.

Preparing Replies on the Hot List Issues of CBSP and Sending that to the MoF, ERD and World Bank. Archiving of all Documents (Final Report of Consultants, TPP, DCA etc.) in soft form.

**মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম**
উপমহাব্যবস্থাপক
ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম ও বিভাগ :
যুগ্মপরিচালক
ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ]

*বেসরকারি ব্যাংকে প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে নীতিমালা তৈরি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তিনি উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। তিনি সমস্যা-সংকুল দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড এর পুনর্গঠন ও তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংককে কোম্পানিতে রূপান্তরকরণে সক্রিয় ও জোরালো ভূমিকা রাখেন।*

মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগে কর্মরত থাকাকালে আর্থিক খাতে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়নে সৃজনশীল ভূমিকা রাখেন। বিশেষ করে বেসরকারি ব্যাংকে প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে নীতিমালা তৈরি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। তিনি সমস্যা-সংকুল দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড এর পুনর্গঠন ও তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংককে কোম্পানিতে রূপান্তরকরণে সক্রিয় ও জোরালো ভূমিকা রাখেন।

**মোঃ মকবুল হোসেন**
যুগ্মপরিচালক
বর্তমানে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটিতে লিয়েনে কর্মরত
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম ও বিভাগ : উপপরিচালক
কমন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট]

*তিনি ব্যাংকের জন্য উপযুক্ত আদর্শ দরপত্র দলিল প্রণয়ন এবং ব্যাংকের সার্বিক ক্রয় প্রক্রিয়ায় সক্রিয় সহায়তা প্রদান করেন। সরকার কর্তৃক জারিকৃত আদর্শ দরপত্র দলিলাদি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও সংস্কার করে তিনি ব্যাংকের ক্রয় ও সংগ্রহের জন্য উপযোগী 'নমুনা দরপত্র দলিল' প্রণয়ন করেন। বর্ণিত 'নমুনা দলিল' ব্যাংকের সার্বিক ক্রয় ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়ে আসছে।*

মোঃ মকবুল হোসেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রয় ও সংগ্রহ নীতিমালা প্রণয়ন ও Asset Maintenance Schedule তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচলিত ক্রয় ও সংগ্রহ নীতিমালা এবং গাইডলাইন পর্যালোচনা করে সরকার প্রবর্তিত 'The Public Procurement Regulation, 2003' এর আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য 'The Bangladesh Bank Procurement Regulation, 2004' এবং সামগ্রিক দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্নের কার্যপ্রণালী ও কার্যপদ্ধতি সম্বলিত 'The Bangladesh Bank Procuring Processing and Approval Procedures, 2005' এর খসড়া প্রণয়ন করেন যা পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে ব্যাংকে প্রবর্তন করা হয়েছে।

এ ছাড়া তিনি ব্যাংকের মতিঝিল অফিসসহ প্রধান কার্যালয়ের সমুদয় স্থাবর সম্পত্তি তালিকাভুক্ত করে সেগুলোর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে মেয়াদকালীন (Periodical) রক্ষণাবেক্ষণের সিডিউল প্রণয়ন করেন। এটি ব্যাংকের স্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের গাইডলাইন হিসেবে অনুসৃত হচ্ছে।

মোঃ মকবুল হোসেন ব্যাংকের জন্য উপযুক্ত আদর্শ দরপত্র দলিল প্রণয়ন এবং ব্যাংকের সার্বিক ক্রয় প্রক্রিয়ায় সক্রিয় সহায়তা প্রদান করেন। তিনি সরকার কর্তৃক জারিকৃত আদর্শ দরপত্র দলিলাদি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও সংস্কার করে ব্যাংকের ক্রয় ও সংগ্রহের জন্য উপযোগী 'নমুনা দরপত্র দলিল' প্রণয়ন করেন। বর্ণিত 'নমুনা দলিল' ব্যাংকের সার্বিক ক্রয় ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়ে আসছে। এছাড়া তিনি ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ ও শাখা অফিসের ক্রয় কার্যক্রমে সব সময় সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করেন।

ব্যাংকের ব্যয় সাশ্রয়ে মোঃ মকবুল হোসেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ব্যাংকের ৩০ তলা ভবনের কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঠিকাদার নিয়োগে উন্মুক্ত দরপত্র আহবানের ফলে প্রতিযোগিতা প্রশস্ততর হয় এবং সাশ্রয়ী দরে ঠিকাদার নিয়োগ সম্ভব হয়।

এছাড়াও বরিশাল অফিসের ভল্ট ডোর সংগ্রহে নিয়োগকৃত ঠিকাদারকে বিল পরিশোধের সময় মোঃ মকবুল হোসেন ঠিকাদারের বিলে অনিয়ম উদ্‌ঘাটন করেন। এর ফলে ব্যাংক আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষা পায় এবং বড় অংকের ব্যয় সাশ্রয় সম্ভব হয়। পাশাপাশি বিভাগের কতিপয় ক্রয়ের ক্ষেত্রে তিনি ব্যয় সাশ্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

বিভাগের বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী বিষয়সহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য নীতি নির্ধারণী ও জটিল বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী, বাস্তবানুগ ও গ্রহণযোগ্য মতামত প্রদানে তাঁর সৃজনশীলতা, মেধা ও দক্ষতা প্রশংসাযোগ্য।

**মোঃ মেজবাহ উদ্দিন**
যুগ্মপরিচালক
বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম : উপপরিচালক]

*বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ এর সংশোধনকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের শুরু হতেই ডিলিং কর্মকর্তা হিসেবে তিনি সক্রিয় ও জোরালো ভূমিকা পালন করেন। Guidelines for Foreign Exchange Transactions এর হালনাগাদকরণে তিনি নিরলস পরিশ্রম করেন।*

বাংলাদেশের সভরেন ক্রেডিট রেটিং অর্জন কার্যক্রমে মোঃ মেজবাহ উদ্দিন শুরু হতেই ডিলিং কর্মকর্তা হিসেবে অত্যন্ত দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে করেন। প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা মোতাবেক বিভিন্ন টেন্ডার ডকুমেন্ট বিশেষত Request for Proposal এর খসড়া প্রণয়নে তিনি জোরালো ভূমিকা রাখেন। কোন বহিঃপরামর্শকের সহায়তা ব্যতীত অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত করায় ব্যাংকের প্রভূত আর্থিক সাশ্রয় হয়।

বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ এর সংশোধনকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের শুরু হতেই ডিলিং কর্মকর্তা হিসেবে তিনি সক্রিয় ও জোরালো ভূমিকা পালন করেন। আইনটি যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে খসড়া প্রণয়নে তিনি বিশেষ অবদান রাখেন।

Guidelines for Foreign Exchange Transactions এর হালনাগাদ-করণে তিনি নিরলস পরিশ্রম করেন। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ পরমানু অস্ত্র বিস্তার রোধে ইরানের ব্যাংক সেপাহ্ এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের রপ্তানি বিল পরিশোধের বিষয়ে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়। রপ্তানি বিল আদায়ে তিনি দায়িত্বশীল ও কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, যার ফলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রপ্তানি বিল আদায়ের ব্যবস্থা হয়।

বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক মুদ্রা বিধি-ব্যবস্থার বিষয়ে আইএমএফের 'Annual Report on Exchange Arrangement and Exchange Restrictions' এর বাংলাদেশ অধ্যায়ের ভাষ্য প্রণয়নকল্পে তিনি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন।

ব্যাংকগুলোর নস্ট্রো হিসাবের স্থানীয় বই অনুযায়ী স্থিতি ও প্রকৃত স্থিতির ব্যবধান যৌক্তিক পর্যায়ে অবস্থানে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। অন-সাইট ও অফ-সাইট পর্যবেক্ষণের কারণে ব্যাংকগুলো বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে বা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় করতে বাধ্য হয় যা বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নস্ট্রো হিসাবের অসমন্বিত দফাগুলোর সমন্বয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে যাতে তিনি বিশেষ অবদান রাখেন।

२००६

**মোঃ জাহাঙ্গীর আলম**
বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রয়াত নির্বাহী পরিচালক
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম ও বিভাগ : উপমহাব্যবস্থাপক
ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ]

*‘ঋণ শৃঙ্খলা ও আদায় পরিস্থিতির উন্নয়নকল্পে তিনি দলনেতা হিসেবে Quantitative Impact Study on the Banking Industry on Introduction of Practices in Loan Classification প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। সমস্যাকবলিত ওরিয়েন্টাল ব্যাংকের সার্বিক কর্মকাণ্ডে স্বাভাবিক অবস্থা আনয়নকল্পে গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নেতৃত্ব প্রদান করেন।’*

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রয়াত নির্বাহী পরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম উপমহাব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন রিকগনিশন এওয়ার্ডে ভূষিত হন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ, মেধাবী, কর্মঠ এবং নিবেদিতপ্রাণ কর্মকর্তা। বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন সৎ মানুষ।

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালনের পর ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগে আগস্ট ২০০০ হতে উপমহাব্যস্থাপক পদে দায়িত্ব পালনকালে পুরস্কার লাভ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতিতে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব ছাড়াও তিনি ব্যাংকের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সফল ও সুচারুরূপে সম্পাদন করেছেন যা আর্থিকখাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সহায়ক হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে Core Risks ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গাইডলাইন বাস্তবায়নের নিমিত্তে তিনি ‘Guidelines for Core Management-Internal Control & Compliance’ এবং ‘Guidelines for Consumer Financing’ এর Focus Group এর সমন্বয়কারী হিসেবে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন যার ফলে গভর্নর তাকে Letter of Appreciation প্রদান করেন। ইসলামি ব্যাংকসমূহের জন্য অনুসরণীয় একটি অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নকল্পে তিনি ‘Guidelines for Islamic Banking’ কমিটির সদস্য হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ঋণ শৃঙ্খলা ও আদায় পরিস্থিতির উন্নয়নকল্পে তিনি দলনেতা হিসেবে Quantitative Impact Study on the Banking Industry on Introduction of Practices in Loan Classification প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। সমস্যাকবলিত ওরিয়েন্টাল ব্যাংকের সার্বিক কর্মকাণ্ডে স্বাভাবিক অবস্থা আনয়নকল্পে গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নেতৃত্ব প্রদান করেন। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে চলমান সংস্কার কর্মসূচিকে গতিশীল করার প্রয়াসে প্রতিবেশী দেশসমূহের অভিজ্ঞতা সরেজমিনে অবলোকনের জন্য তিনি ২০০৩ সালে নেপাল সফর করেন এবং তৎকালীন একজন ডেপুটি গভর্নরের সাথে যৌথভাবে ‘Report on Visit to Nepal-Experience on Restructuring on Commercial Banks in Nepal’ শিরোনামে রিপোর্ট প্রণয়ন করেন; যা অর্থ বিভাগ ও গভর্নর বরাবর দাখিল করা হয়েছিল। এছাড়া, অর্থনীতিতে সুদহারের প্রভাব পর্যালোচনার প্রয়োজনে একই সময়ে তিনি আইএমএফ কনসালটেন্ট ওয়ারেন কোটসের সাথে যৌথভাবে ‘Bangladesh Interest Rates: Reducing the Cost of Capital’ শিরোনামে রিপোর্ট প্রণয়ন করেন। তার কর্মোদ্যোগ ও কর্মক্ষমতা ছিল অনন্য এবং ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে দায়িত্ব পালন করেন যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। পুরস্কারপ্রাপ্ত এ কর্মকর্তা কর্মরত অবস্থায় ১৭ মে ২০১২ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।

**মুসাররাত জাহান**
মহাব্যবস্থাপক
মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম : উপমহাব্যবস্থাপক]

*কেন্দ্রীয় ব্যাংকিংয়ের বিভিন্ন বিষয় যেমন- অর্থ ও ঋণ কর্মসূচি এবং রিজার্ভ মুদ্রা কর্মসূচি, ওপেন মার্কেট অপারেশন, তারল্য পরিস্থিতি ও Liquidity Forecasting, মনিটারি সার্ভে ও তার কম্পোনেন্টস এর হ্রাস-বৃদ্ধির কার্যকারণ প্রভাব বিষয়ক সমস্যাদি ও প্রশ্নাবলী, মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি, বিনিময় হার পরিস্থিতি, আমদানি-রপ্তানি পরিস্থিতি, রাজস্ব-আয় পরিস্থিতি, উৎপাদনশীলতা ইত্যাদি সামষ্টিক অর্থনীতির নানাবিধ চলকের বিষয়ে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ, পারদর্শী।*

মেধা, দক্ষতা, নিষ্ঠা ও সফলতার নিরিখে বাংলাদেশ ব্যাংক রিকগনিশন এওয়ার্ডে ভূষিত মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্টের উপমহাব্যবস্থাপক মুসাররাত জাহানের দাপ্তরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

অর্থনীতিতে মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ ও তা নিরাপদ সীমায় বেঁধে রেখে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নির্ভরতামূলক প্রবৃদ্ধি (Sustainable Growth) অর্জনপূর্বক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিবছর বার্ষিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থ ও ঋণ এবং রিজার্ভ মানি কর্মসূচি প্রণয়ন করে যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি অন্যতম প্রধান কাজ। মুসাররাত জাহান দক্ষতা, দায়িত্বশীলতা ও আন্তরিকতার সাথে সুষ্ঠুভাবে উক্ত কাজ সমাধানের মাধ্যমে সুচারুরূপে দায়িত্ব সম্পাদন করে আসছেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকিংয়ের বিভিন্ন বিষয় যেমন- অর্থ ও ঋণ কর্মসূচি এবং রিজার্ভ মুদ্রা কর্মসূচি, ওপেন মার্কেট অপারেশন, তারল্য পরিস্থিতি ও Liquidity Forecasting, মনিটারি সার্ভে ও তার কম্পোনেন্টস এর হ্রাস-বৃদ্ধির কার্যকারণ প্রভাব বিষয়ক সমস্যাদি ও প্রশ্নাবলী, মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি, বিনিময় হার পরিস্থিতি, আমদানি-রপ্তানি পরিস্থিতি, রাজস্ব-আয় পরিস্থিতি, উৎপাদনশীলতা ইত্যাদি সামষ্টিক অর্থনীতির নানাবিধ চলকের উপর আইএমএফ মিশনের প্রশ্নাবলীর যথার্থ ও কার্যকর উত্তরপত্র তৈরিতে মুসাররাত জাহান বিশেষ অভিজ্ঞ, পারদর্শী। এছাড়াও আইএমএফ বা আন্তর্জাতিক কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শমতো অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে সেটির সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে তাঁর বিশেষ দক্ষতা রয়েছে।

মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত Major Economic Indicator-MEI মাসিক প্রতিবেদনটি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অন্যতম প্রধান কার্যপত্র; যেখানে খুব সংক্ষিপ্তাকারে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির গতিধারা অন্তর্গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনটি প্রণয়নেও মুসাররাত জাহান অসাধারণ মেধা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে নেতৃত্বদান করেন। উল্লেখ্য যে, MEI এর গুরুত্ব বিবেচনায় সেটি ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ ছাড়াও বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ক বিদগ্ধ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কয়েক বছর যাবৎ অর্ধবার্ষিক মুদ্রানীতি প্রতিবেদন (Monetary Policy Statement- MPS) ঘোষণা করছে। এ প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে মুসাররাত জাহানের একটি কার্যকর ভূমিকা রয়েছে যা তাঁর অনন্য মেধা ও দক্ষতার পরিচয় বহন করে।

পরিশেষে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতি বিষয়ক কোনো জটিল ও দুরূহ সমস্যার উপর কার্যকরী, বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রণয়নেও তিনি প্রজ্ঞা, মেধা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দিয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছেন।

এসকল প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন ও সফলতার বিবেচনায় তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক রিকগনিশন এওয়ার্ডে ভূষিত হন।

**দেব দুলাল রায়**
সিনিয়র সিস্টেম্‌স অ্যানালিস্ট
ইনফরমেশন সিস্টেম্‌স ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম :
সিস্টেম্‌স অ্যানালিস্ট]

*তাঁর তত্ত্বাবধানে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগের ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের প্রয়োজনে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে নগদ লেনদেন রিপোর্ট (সিটিআর) ও সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (এসটিআর) সংগ্রহের জন্য একটি সফ্‌টওয়্যার তৈরি করা হয়। তিনি সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকে সফ্‌টওয়্যার সরবরাহ ও কর্মকর্তাদের সফ্‌টওয়্যারটি সহজবোধ্যকরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।*

দেব দুলাল রায়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগের ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের প্রয়োজনে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে নগদ লেনদেন রিপোর্ট (সিটিআর) ও সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (এসটিআর) সংগ্রহের জন্য একটি সফ্‌টওয়্যার তৈরি করা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ব্যবহার উপযোগী করার উদ্দেশ্যে তিনটি ভিন্ন ডাটাবেজ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে এই সফ্‌টওয়্যার প্রস্তুত করা হয়। তিনি সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকে সফ্‌টওয়্যার সরবরাহ ও কর্মকর্তাদের সফ্‌টওয়্যারটি সহজবোধ্যকরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

এছাড়াও তিনি মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগের ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে সংগ্রহকৃত সিটিআর তথ্য একীভূতকরণ, বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় সফ্‌টওয়্যার তৈরি করেন। সিবিএসপি সেলের বিভিন্ন Component এর জন্য Specification তৈরি ও তার Evaluation এ দেব দুলাল রায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

**লীনা রশিদ**
উপমহাব্যবস্থাপক
বিদেশে অধ্যয়নরত
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম ও বিভাগ : যুগ্মপরিচালক
মাইক্রোক্রেডিট রেফারেন্স অথরিটি]

*Microfinance Law এর প্রথম খসড়া তৈরিতে তিনি একজন সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করেছেন, যা Microcredit Regulatory Act, 2006 হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। Microfinance Sector based নীতি ও প্রবিধি প্রণয়নে বিশেষজ্ঞ গ্রুপের সদস্য হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন। Microfinance Industry এর জন্য A working financial manual (accounting procedure and financial management of MFIs) তৈরিতে তাঁর অবদান রয়েছে।*

বাংলাদেশের মাইক্রোফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন (NGO-MFIs) গুলোকে একটি একীভূত নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর অধীনে আনয়নের জন্য লীলা রশিদ ২০০০ সালের আগস্ট হতে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন Key Person হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। মাইক্রোফাইন্যান্স টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য হিসেবেও তিনি কাজ করেন। তাঁর মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা, নিজস্ব মতামত ও গভীর বিশ্লেষণী ক্ষমতা জাতীয় কমিটিকে নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী সরবরাহ ও সহায়তা প্রদান করে। Microfinance Law এর প্রথম খসড়া তৈরিতে তিনি একজন সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করেছেন, যা Microcredit Regulatory Act, 2006 হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। Microfinance Sector Based নীতি ও প্রবিধি প্রণয়নে বিশেষজ্ঞ গ্রুপের সদস্য হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন। Microcredit Summit Campaign, 2004 নামে Microfinance বিধিমালার উপর আয়োজিত আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে একজন সহ-প্রশিক্ষক হিসেবে লীলা রশিদ দায়িত্ব পালন করেন।

লীলা রশিদের একক দিক নির্দেশনায় একটি ছোট টিম সফলভাবে Microfinance Sector এর উপর বিশ্লেষণমূলক পরিসংখ্যানের দুটি বই প্রকাশ করে যা ছিল একেবারে নতুন বিষয়। এগুলো Microfinance Sector এর জন্য মূল্যবান তথ্য সরবরাহকারী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। নির্দিষ্ট ছকে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং প্রকাশনার ডিজাইন তিনি সম্পূর্ণভাবে একক প্রচেষ্টায় সম্পন্ন করেছেন। Microfinance Industry এর জন্য A working financial manual (accounting procedure and financial management of MFIs) তৈরিতে তাঁর অবদান রয়েছে, যা স্টেকহোল্ডারদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। তিনি তাঁর টিমের সহায়তায় ২০০৪ হতে ২০০৬ সালের মধ্যে পাঁচশত এর অধিক Microfinance Institution এ উক্ত ফিনান্সিয়াল গাইডলাইনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, যা খুবই ফলপ্রসু হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনে এইচআর ম্যানুয়াল ও বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও যোগসূত্র স্থাপনে দক্ষ ব্যবস্থাপনার স্বাক্ষর রাখেন।

**মোঃ মেজবাউল হক**
উপমহাব্যবস্থাপক
সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট সেল
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম ও বিভাগ :
উপপরিচালক
বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন ও ভিজিলেন্স উপবিভাগ]

*কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক রিপো অপারেশন চালুর লক্ষ্যে নীতিমালা ও অনুসৃত পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য দুই সদস্যবিশিষ্ট দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে তিনি কাজ করেন এবং তাঁদের সুপারিশের ভিত্তিতেই পরবর্তী সময়ে সাফল্যজনকভাবে রিপো অপারেশন শুরু হয়। ২০০৩ সালে তিনি সাময়িকভাবে সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রকল্পে যোগ দেন এবং সেখানে প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উপদেষ্টা নিয়োগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।*

মোঃ মেজবাউল হক ১৯৯৩ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে তাঁর গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি তদানীন্তন ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ-২ (বর্তমানে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন) এ যোগদান করেন। সেখানে তিনি দেশের আর্থিক খাতে ক্যামেল রেটিংয়ের মাধ্যমে অফ-সাইট সুপারভিশন প্রবর্তন ও প্রবলেম ব্যাংক চিহ্নিতকরণের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। এরপর ২০০০ সালে তিনি ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১ এ উপপরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ওমপ্রকাশ আগরওয়াল, আইটিসিএল, পে-অর্ডার জালিয়াতির মতো গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অপরাধ উদ্‌ঘাটনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক রিপো অপারেশন চালুর লক্ষ্যে নীতিমালা ও অনুসৃত পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য দুই সদস্যবিশিষ্ট দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে মোঃ মেজবাউল হক কাজ করেন এবং তাঁদের সুপারিশের ভিত্তিতেই পরবর্তী সময়ে সাফল্যজনকভাবে রিপো অপারেশন শুরু হয়। ২০০৩ সালে তিনি সাময়িকভাবে সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রকল্পে যোগ দেন এবং সেখানে প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উপদেষ্টা নিয়োগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। সিবিএসপিতে কর্মরত অবস্থায়ই তাঁকে দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিঃ এর পরিদর্শক দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তাঁদের দল কর্তৃক বাংলাদেশের সবচেয়ে আলোচিত ও চাঞ্চল্যকর আর্থিক অপরাধের ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হয়। মোঃ মেজবাউল হক ২০০৬ সালের নভেম্বরে বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন ও ভিজিলেন্স উপবিভাগে যোগদান করেন এবং সেখানেও দায়িত্ব পালনে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। এছাড়া বিদেশ থেকেও তিনি পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং বিদেশে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব করেন।

# রিকগনিশন এওয়ার্ডপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পরিচিতি

সর্বোচ্চ মানের পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ঃ

| নাম ও সূচক | মনোনয়নের প্রকৃতি | মনোনয়নকালীন পদবী ও বিভাগ/অফিস/সেল/ইউনিট | |
|---|---|---|---|
| | | পদবী | বিভাগ/অফিস/সেল/ইউনিট |
| **ড. মোঃ এজাজুল ইসলাম**<br>সূচক নং ঃ এইচওই-১৯<br>আইডি নং ঃ ১৬৭০১১৭১ | একক | উপমহাব্যবস্থাপক<br>(গবেষণা) | চিফ ইকোনমিস্টস্ ইউনিট |
| **মোহাম্মদ আমির হোসেন**<br>সূচক নং ঃ এইচওএ-২০২<br>আইডি নং ঃ ১৬৬০২৪৮২ | একক | যুগ্মপরিচালক<br>(পরিসংখ্যান) | পরিসংখ্যান বিভাগ |
| **মোঃ রাশেদুল ইসলাম**<br>সূচক নং ঃ এইচওআর-১৮৩<br>আইডি নং ঃ ১৮২০৬০২০ | একক | উপব্যবস্থাপক | বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল |
| **মোঃ সেলিম মাহমুদ**<br>সূচক নং ঃ টেম-২৪৬৯<br>আইডি নং ঃ ১৮৮০৬৫৪৫ | একক | সহকারী পরিচালক<br>(প্রকৌশল-যান্ত্রিক) | বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম |
| **মাসুমা সুলতানা**<br>সূচক নং ঃ এইচওএম-২৭২<br>আইডি নং ঃ ২৭২০১৯৬০ | একক | যুগ্মপরিচালক | ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট |

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মানের পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ এবং/বা টিম ঃ

| নাম ও সূচক | মনোনয়নের প্রকৃতি | মনোনয়নকালীন পদবী ও বিভাগ/অফিস/সেল/ইউনিট | |
|---|---|---|---|
| | | পদবী | বিভাগ/অফিস/সেল/ইউনিট |
| **শান্তি রঞ্জন সাহা**<br>সূচক নং ঃ ডিএস-৩৩৩<br>আইডি নং ঃ ১৫৯০১১১২<br>**মোঃ আরিফুজ্জামান**<br>সূচক নং ঃ এইচওএ-২৪৪<br>আইডি নং ঃ ১৭১০১৮৯৯<br>**মুহম্মদ মাহফুজুর রহমান খান**<br>সূচক নং ঃ আরএম-৪৭<br>আইডি নং ঃ ১৭৩০২১১২<br>**অশোক কুমার কর্মকার**<br>সূচক নং ঃ এইচওএ-২৮২<br>আইডি নং ঃ ১৭৫০২৩৭৯ | টিম | যুগ্মপরিচালক<br>যুগ্মপরিচালক<br>যুগ্মপরিচালক<br>উপপরিচালক | ডিপার্টমেন্ট অব<br>অফ-সাইট সুপারভিশন |

| নাম ও সূচক | মনোনয়নের প্রকৃতি | মনোনয়নকালীন পদবী ও বিভাগ/অফিস/সেল/ইউনিট | |
|---|---|---|---|
| | | পদবী | বিভাগ/অফিস/সেল/ইউনিট |
| **রূপ রতন পাইন**<br>সূচক নং ঃ এইচওআর-১৪২<br>আইডি নং ঃ ১৬৮০০৮২২<br>**শামীমা শারমীন**<br>সূচক নং ঃ এইচওএস-৩৬২<br>আইডি নং ঃ ২৭৮০৫৭১৪<br>**মোহাম্মদ মুজাহিদুল আনাম খান**<br>সূচক নং ঃ এইচওএম-৩৫২<br>আইডি নং ঃ ১৮০০৫৮৫৩<br>**এন. এইচ. মনজুরে মওলা**<br>সূচক নং ঃ এইচওএম-৩৪৫<br>আইডি নং ঃ ১৮০০৫৯১৯<br>**সুমন্ত কুমার সাহা**<br>সূচক নং ঃ এইচওএস-৩৯১<br>আইডি নং ঃ ১৮৪০৬০০৪ | টিম | উপমহাব্যবস্থাপক<br>উপপরিচালক<br>উপপরিচালক<br>উপপরিচালক<br>উপপরিচালক | ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট |
| **এ কে এম সাইদুজ্জামান**<br>সূচক নং ঃ এইচওএস-৩৩৩<br>আইডি নং ঃ ১৭০০২১১০<br>**মোঃ ফেরদাউস হোসেন**<br>সূচক নং ঃ এইচওএফ-৭৪<br>আইডি নং ঃ ১৭৬০২৩৭৫<br>**ইসমেৎ ক্বয়েস**<br>সূচক নং ঃ এইচওআই-৩৮<br>আইডি নং ঃ ১৭২০২৪২৬ | টিম | যুগ্মপরিচালক<br>উপপরিচালক<br>উপপরিচালক | কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ |
| **হাসান তারেক খাঁন**<br>সূচক নং ঃ এইচওএইচ-১৩০<br>আইডি নং ঃ ১৭৭০২৩৯১<br>**মোঃ অহিদুল ইসলাম সরকার**<br>সূচক নংঃ এইচওডাব্লিউ-১৯<br>আইডি নং ঃ ১৭৩০২৫২১<br>**মোঃ রেজাউল করিম**<br>সূচক নং ঃ এইচওআর-১৭৯<br>আইডি নং ঃ ১৮০০৫৯৮৩<br>**মোঃ কামরুল হাসান**<br>সূচক নং ঃ এইচওকে-১৪৩<br>আইডি নং ঃ ১৮৩০৫৯৮৮ | টিম | উপপরিচালক<br>সিনিঃ সিস্টেম্‌স অ্যানালিস্ট (ডিজিএম)<br>অ্যাসিঃ সিস্টেম্‌স অ্যানালিস্ট (ডিডি)<br>অ্যাসিঃ সিস্টেম্‌স অ্যানালিস্ট (ডিডি) | ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২<br>আইটিওসিডি<br>আইএসডিডি<br>আইএসডিডি |
| **মো ঃ আব্দুল ওয়াহাব**<br>সূচক নং ঃ এইচওও-৪৯<br>আইডি নং ঃ ১৬৫০১৪৩৬<br>**মোঃ ওমর ফারুক**<br>সূচক নং ঃ এইচওএফ-৮৩<br>আইডি নং ঃ ১৮১০৫৯৩৮ | টিম | যুগ্মপরিচালক<br>উপপরিচালক | আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ |

সর্বোচ্চ মানের পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ঃ

| নাম ও সূচক | মনোনয়নের প্রকৃতি | মনোনয়নকালীন পদবী ও বিভাগ/অফিস/সেল/ইউনিট | |
|---|---|---|---|
| | | পদবী | বিভাগ/অফিস/সেল/ইউনিট |
| **ড. সায়েরা ইউনুস**<br>সূচক নং ঃ এইচওএস-২৪৯<br>আইডি নং ঃ ২৬৬০১১৭৪ | একক | উপমহাব্যবস্থাপক | চিফ ইকোনোমিস্টস্ ইউনিট |
| **মসিউজ্জামান খান**<br>সূচক নং ঃ এইচওএম-৩২০<br>আইডি নং ঃ ১৭৮০৫৫০৮ | একক | সিস্টেম্স অ্যানালিস্ট<br>(যুগ্মপরিচালক) | ইনফরমেশন সিস্টেম্স<br>ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট |
| **মোহাম্মদ জহির হোসেন**<br>সূচক নং ঃ এইচওজেড-২৪<br>আইডি নং ঃ ১৬৯০১৮৯৭ | একক | যুগ্মপরিচালক | ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড<br>কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট |
| **মোঃ আলা উদ্দিন**<br>সূচক নং ঃ এইচওএ-২৭১<br>আইডি নং ঃ ১৭১০১৯২৭ | একক | যুগ্মপরিচালক | ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি<br>ডিপার্টমেন্ট |
| **প্রজ্ঞা পারমিতা সাহা**<br>সূচক নং ঃ এইচওপি-২১<br>আইডি নং ঃ ২৭৬০২৪২৮ | একক | উপপরিচালক | পেমেন্ট সিস্টেম্স ডিপার্টমেন্ট |

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মানের পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ এবং টিম ঃ

| নাম ও সূচক | মনোনয়নের প্রকৃতি | মনোনয়নকালীন পদবী ও বিভাগ/অফিস/সেল/ইউনিট | |
|---|---|---|---|
| | | পদবী | বিভাগ/অফিস/সেল/ইউনিট |
| **দিপ্তী রাণী হাজরা**<br>সূচক ঃ এইচওডি-২৭<br>আইডি নং ঃ ২৬৭০১৯৪১ | একক | যুগ্মপরিচালক | ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ |
| **আবেদা রহিম**<br>সূচক নং ঃ এইচওএ-২৮৫<br>আইডি নং ঃ ২৭৫০২৪১৫ | একক | উপপরিচালক | আইপিএফএফ প্রজেক্ট সেল |
| **এ,কে,এম এহসান**<br>সূচক নং ঃ এইচওই-২৩<br>আইডি নং ঃ ১৬৬০০৮২৯<br>**ইয়াসমিন রহমান বুলা**<br>সূচক নম্বর ঃ এইচওওয়াই-১৮<br>আইডি নম্বর ঃ ২৭২০২০৯৬<br>**মোঃ মাসুদ রানা**<br>সূচক নম্বর ঃ এইচওএম-৩২৮<br>আইডি নম্বর ঃ ১৭৫০৫৭২২ | টিম | যুগ্মপরিচালক<br>উপপরিচালক<br>উপপরিচালক | বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট |
| **হাসান আল মামুন**<br>সূচক নং ঃ এইচওএম-৩৪০<br>আইডি নং ঃ ১৭৭০৫৭৮৬<br>**মুহাম্মদ আনিছুর রহমান**<br>সূচক নং ঃ এইচওএ-২৬২<br>আইডি ঃ ১৭১০১৯৬৮<br>**মোঃ মশিউর রহমান**<br>সূচক নং ঃ এইচওএম-৩১৬<br>আইডি ঃ ১৭২০২৪২৭ | টিম | সিস্টেম্স অ্যানালিস্ট<br>উপপরিচালক<br>উপপরিচালক | আইটি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট<br>ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট<br>-ঐ- |
| **মোঃ ইকবাল হোসেন**<br>সূচক নং ঃ এইচওআই-৪২<br>আইডি নং ঃ ১৭৯০৫৮৩৫<br>**মোহাম্মদ ইমাম হোসেন**<br>সূচক নং ঃ এইচওআই-৪৩<br>আইডি নং ঃ ১৮১০৫৮৬৪<br>**মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান**<br>সূচক নং ঃ এইচওএ-৩১৪<br>আইডি নং ঃ ১৮১০৫৮৯৬ | টিম | উপপরিচালক<br>উপপরিচালক<br>উপপরিচালক | আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ |

| নাম ও সূচক | মনোনয়নের প্রকৃতি | মনোনয়নকালীন পদবী ও বিভাগ/অফিস/সেল/ইউনিট | |
|---|---|---|---|
| | | পদবী | বিভাগ/অফিস/সেল/ইউনিট |
| **জগন্নাথ চন্দ্র ঘোষ**<br>সূচক নং ঃ এইচওজে-৫৮<br>আইডি নং ঃ ১৬৪০০৬২৫ | একক | উপমহাব্যবস্থাপক | ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট |
| **মোঃ নজরুল ইসলাম**<br>সূচক নং ঃ এইচওএন-১৩৯<br>আইডি নং ঃ ১৭৩০১৯১৮ | একক | যুগ্মপরিচালক | সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট সেল |
| **আব্দুল হাই**<br>সূচক নং ঃ এইচওএইচ-১৩২<br>আইডি নং ঃ ১৭৫০৫৭৬২ | একক | উপপরিচালক | ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন |
| **মোহাম্মদ রাহাত উদ্দিন**<br>সূচক নং ঃ এইচওআর-১৫৩<br>আইডি নং ঃ ১৭৪০২৫২৩ | একক | সিস্টেম্‌স অ্যানালিস্ট | আইটি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট |
| **মোহাম্মদ আবদুর রব**<br>সূচক নং ঃ এইচওআর-১৬৪<br>আইডি নং ঃ ১৭৬০২৩৭৩ | একক | উপপরিচালক | বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট |

| নাম ও সূচক | মনোনয়নের প্রকৃতি | মনোনয়নকালীন পদবী ও বিভাগ/অফিস/সেল/ইউনিট | |
|---|---|---|---|
| | | পদবী | বিভাগ/অফিস/সেল/ইউনিট |
| **মোঃ জুলকার নায়েন**<br>সূচক নং ঃ এইচওজে-৫১ | একক | যুগ্মপরিচালক | বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন ও ভিজিলেন্স বিভাগ |
| **হুসনে আরা শিখা**<br>সূচক নং ঃ এইচওএইচ-১১৩ | একক | যুগ্মপরিচালক | আইপিএফএফ প্রজেক্ট সেল |
| **মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী**<br>সূচক নং ঃ এইচওএস-৩২৬ | একক | উপপরিচালক | ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন |
| **মোঃ নুরুল আলম**<br>সূচক নং ঃ এইচওএন-১৩৮ | একক | উপপরিচালক | আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ |
| **মোহাম্মদ আমিনুর রহমান চৌধুরী**<br>সূচক নং ঃ এইচওএ-২৭৩ | একক | উপপরিচালক | ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন |

| নাম ও সূচক | মনোনয়নের প্রকৃতি | মনোনয়নকালীন পদবী ও বিভাগ/অফিস/সেল/ইউনিট | |
|---|---|---|---|
| | | পদবী | বিভাগ/অফিস/সেল/ইউনিট |
| **খন্দকার মোরশেদ মিল্লাত**<br>সূচক নং ঃ এইচওএম-২৫০ | একক | যুগ্মপরিচালক | ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ |
| **মোঃ রফিকুল ইসলাম**<br>সূচক নং ঃ এইচওআর-১৩৯ | একক | যুগ্মপরিচালক | মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ<br>(বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ) |
| **মোঃ ওসমান গনি**<br>সূচক নং ঃ এইচওও-৩ | একক | যুগ্মপরিচালক | একাউন্টস এন্ড বাজেটিং<br>ডিপার্টমেন্ট |
| **কামাল হোসেন**<br>সূচক নং ঃ বিএকে-১ | একক | উপপরিচালক | মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ |
| **মুনীর আহমেদ চৌধুরী**<br>সূচক নং ঃ এইচওএম-৩০১ | একক | উপপরিচালক | ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১ |

| নাম ও সূচক | মনোনয়নের প্রকৃতি | মনোনয়নকালীন পদবী ও বিভাগ/অফিস/সেল/ইউনিট | |
|---|---|---|---|
| | | পদবী | বিভাগ/অফিস/সেল/ইউনিট |
| **কাজী ছাইদুর রহমান**<br>সূচক নং-এইচওএস-১৮৬ | একক | উপমহাব্যবস্থাপক | ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট |
| **এস, এম, রবিউল হাসান**<br>সূচক নং- বিআর-২৯ | একক | উপমহাব্যবস্থাপক | গভর্নর সচিবালয় |
| **মোঃ আবুল কালাম আজাদ**<br>সূচক নং- এইচওএ-১৪৪ | একক | উপপরিচালক | একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট |
| **মোঃ রফিকুল ইসলাম**<br>সূচক নং-সিআর-৮১ | একক | উপপরিচালক | হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট |
| **মোঃ হারুন-অর-রশীদ**<br>সূচক নং-এইচওএইচ-১২৪ | একক | উপপরিচালক | বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ |

| নাম ও সূচক | মনোনয়নের প্রকৃতি | মনোনয়নকালীন পদবী ও বিভাগ/অফিস/সেল/ইউনিট | |
|---|---|---|---|
| | | পদবী | বিভাগ/অফিস/সেল/ইউনিট |
| **মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী**<br>সূচক নং ঃ এসজেড-৬ | একক | যুগ্মপরিচালক | হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট |
| **সাইফুল ইসলাম**<br>সূচক নং ঃ এইচওএস-২৮৪ | একক | যুগ্মপরিচালক | সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট সেল |
| **মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম**<br>সূচক নং ঃ এসএ-৩৭ | একক | যুগ্মপরিচালক | ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ |
| **মোঃ মকবুল হোসেন**<br>সূচক নং ঃ এইচওএম-২০৭ | একক | উপপরিচালক | কমন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট |
| **মোঃ মেজবাহ উদ্দিন**<br>সূচক নং ঃ এইচওএম-২৭৩ | একক | উপপরিচালক | বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ |

| নাম ও সূচক | মনোনয়নের প্রকৃতি | মনোনয়নকালীন পদবী ও বিভাগ/অফিস/সেল/ইউনিট | |
|---|---|---|---|
| | | পদবী | বিভাগ/অফিস/সেল/ইউনিট |
| **মোঃ জাহাঙ্গীর আলম**<br>সূচক নং ঃ এইচওজে-০৭ | একক | উপমহাব্যবস্থাপক | ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ |
| **দেব দুলাল রায়**<br>সূচক নং ঃ এইচওডি-০২৬ | একক | যুগ্মপরিচালক | ইনফরমেশন সিস্টেম্স ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট |
| **লীলা রশিদ**<br>সূচক নং ঃ এইচওএল-১৩ | একক | যুগ্মপরিচালক | মাইক্রোক্রেডিট রেফারেন্স অথরিটি |
| **মোঃ মেজবাউল হক**<br>সূচক নং ঃ এইচওএম-২৪৯ | একক | উপপরিচালক | বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন ও ভিজিলেন্স উপ-বিভাগ |
| **মুসাররাত জাহান**<br>সূচক নং- এইচওএম-১৫০ | একক | উপমহাব্যবস্থাপক | মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট |

# বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এন্ড রিওয়ার্ড পলিসি, ২০১৩

**১.ভূমিকা ঃ**

বাংলাদেশ ব্যাংকের সামগ্রিক কর্ম-মান ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতার উৎকর্ষতা সাধন, ব্যাংকের সাথে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত সম্পর্ক ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পৃক্ততা নিবিড়করণ, কর্মোদ্যোগ বৃদ্ধি ও কর্মসহায়ক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ এবং প্রতিযোগিতামূলক কাজের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে উত্তম কাজের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও সেরা কর্মীদের পুরস্কৃত করার বাংলাদেশ ব্যাংকের চলমান বিধানকে অধিকতর গতিশীল, সময়োপযোগী করা এবং বিদ্যমান প্রণোদনা যৌক্তিকীকরণের প্রয়াসে 'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এওয়ার্ড' সংক্রান্ত কার্যক্রম নিম্নরূপ নীতিমালার আওতায় পরিচালিত হবে।

**২.পরিধি ঃ**

২.১ ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী (ব্যক্তি ও/বা টিম) এর ক্ষেত্রে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

২.২ পূর্বনির্ধারিত, অর্পিত, ঘটনোত্তর বা স্বীয় উদ্যোগে সম্পাদিত এবং ব্যাংকের স্বার্থের অনুকূল বিবেচিত বিশেষ কাজের জন্যে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

২.৩ নিম্নোক্ত কাজের জন্য পুরস্কার প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা যাবে ঃ

ক) মেধা ও দক্ষতা প্রদর্শনের মাধ্যমে গুনগত ও পরিমাণগত বিবেচনায় উৎকর্ষতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন ও নেতৃত্ব দান ;

খ) ব্যাংকের বড় ধরনের সাশ্রয় অর্জন, ক্ষতিরোধ, ঝুঁকি এড়ানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান এবং দৃষ্টান্তমূলক সততা প্রদর্শন ;

গ) ব্যাংক কর্তৃক অর্পিত বিশেষ ও জরুরি দায়িত্ব/প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদন/বাস্তবায়নে পারদর্শিতা প্রদর্শন ;

ঘ) ব্যাংকের দৈনন্দিন কাজের মান, কাজের প্রচলিত প্রক্রিয়া/পদ্ধতি উন্নয়ন ও সহজিকরণে সৃষ্টিশীল অবদান রাখা ;

ঙ) বিরাজমান কোন অনিয়ম/সমস্যা নিরসনে উদ্যোগ ও কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ ও সমাধানের প্রচেষ্টা/সমাধান ;

চ) কর্ম সম্পাদনকালে বড় ধরনের কোন অনিয়ম/জালিয়াতি উদ্‌ঘাটন ;

ছ) ব্যাংকের মানব সম্পদ, আর্থিক ও বস্তুগত সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখা ;

জ) মুদ্রা ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সৃজনশীল অবদান রাখা ;

ঝ) সমগ্র চাকরি জীবনে দক্ষতা, মেধা, নিষ্ঠা, সততা প্রদর্শনের মাধ্যমে ধারাবাহিক অবদান রাখা ;

ঞ) কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় ব্যাংক, সমাজ, রাষ্ট্র বা অন্য যে কোন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা।

২.৪ পুরস্কারের সংখ্যা ১০ জনে বা/এবং দলে সীমিত থাকবে। তবে সর্বোচ্চ মানের (অনুচ্ছেদ ৮ এর ক্রমানুসারে) পুরস্কারের সংখ্যা পাঁচটির বেশি হবে না।

২.৫ টিম বা দলকে পুরস্কার প্রদান করা হলে একটি টিম একক পুরস্কার হিসেবে বিবেচিত হবে। টিমের প্রত্যেক সদস্যকে একক পুরস্কারের জন্য নির্ধারিত সকল সম্মাননা/প্রণোদনা দেয়া হবে। টিমের সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ পাঁচজনে সীমিত থাকবে। তবে বিশেষ কোন কাজের জন্য বিভিন্ন বিভাগ বা অফিসের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত টিমের সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০ জনে সীমিত থাকবে।

**৩. মনোনয়ন প্রক্রিয়া ঃ**

৩.১ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী বা টিমের ক্ষেত্রে রিকগনিশন এন্ড রিওয়ার্ড সংক্রান্ত প্রস্তাব নিম্নোক্তরূপে হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ এর রিকগনিশন এন্ড রিওয়ার্ড উইং বরাবরে প্রেরণ করতে হবে ঃ

| ক্রমিক নং | কর্মকর্তা/কর্মচারী/ টিমের দলনেতার পর্যায় | প্রস্তাবক | সুপারিশকারী |
|---|---|---|---|
| ১. | নির্বাহী পরিচালক | সংশ্লিষ্ট ডেপুটি গভর্নর | --- |
| ২. | প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত মহাব্যবস্থাপক | সংশ্লিষ্ট নির্বাহী পরিচালক | সংশ্লিষ্ট ডেপুটি গভর্নর |
| ৩. | শাখা অফিসে কর্মরত মহাব্যবস্থাপক | হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক | হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি গভর্নর |
| ৪. | প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত উপমহাব্যবস্থাপক ও তদনিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী | সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক | সংশ্লিষ্ট নির্বাহী পরিচালক |
| ৫. | শাখা অফিসে কর্মরত উপমহাব্যবস্থাপক ও তদনিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী | সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক | হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক |

অধিকন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে অথবা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনায় স্ব-উদ্যোগে হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ যে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বা টিমের মনোনয়ন প্রস্তাব কমিটির বিবেচনার জন্যে উপস্থাপন করতে পারবে।

৩.৩ নীতিমালার ২.৩ (ঞ) অনুচ্ছেদের আওতায় স্বীকৃতি ও পুরস্কার পেতে পারেন বলে মনে করলে যে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী স্ব-উদ্যোগে রিকগনিশন ও রিওয়ার্ড প্রাপ্তির প্রত্যাশায় হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ এর রিকগনিশন এন্ড রিওয়ার্ড উইং এ আবেদন করতে পারবেন।

৩.৪ মনোনয়ন প্রস্তাব প্রতি বছর এপ্রিল মাসে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী বা টিমের সদস্যদের নাম, সূচক নম্বর, এসএপি (SAP) আইডি, পদবী, বিভাগ/অফিস এবং যে কাজের জন্যে স্বীকৃতি ও পুরস্কার প্রদানের প্রস্তাব করা হচ্ছে তার বিবরণ ও গুরুত্ব উল্লেখপূর্বক প্রেরণ করতে হবে। হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ এর রিকগনিশন এন্ড রিওয়ার্ড উইং প্রতি বছর মার্চ বা এপ্রিল মাসে এ বিষয়ে মনোনয়ন আহ্বান করে পত্র/পরিপত্র জারি করবে।

**৪. রিকগনিশন এন্ড রিওয়ার্ড কমিটি ঃ**

নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে রিকগনিশন এন্ড রিওয়ার্ড কমিটি গঠিত হবে ঃ

| | |
|---|---|
| ক) ডেপুটি গভর্নর-১ | চেয়ারম্যান |
| খ) অন্য ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ | সদস্য |
| গ) নির্বাহী পরিচালক (এইচআরডি এর দায়িত্বে নিয়োজিত) | সদস্য |
| ঘ) মহাব্যবস্থাপক (এইচআরডি-১ এর দায়িত্বে নিয়োজিত) | সদস্য সচিব |

**৫.কমিটির ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ**

কমিটির ক্ষমতা ও দায়িত্ব নিম্নরূপ ঃ

৫.১ সভায় উপস্থাপিত প্রস্তাব বিবেচনাপূর্বক গ্রহণ/বাতিল করা ;

৫.২ গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এবং/বা টিমের সদস্যদের রিকগনিশন এন্ড রিওয়ার্ড এর জন্যে নির্বাচন করা ;

৫.৩ নির্বাচিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এবং/বা টিমের সদস্যদের জন্যে অনুচ্ছেদ ৮-এ বর্ণিত তালিকা হতে এক বা একাধিক পুরস্কার নির্ধারণ করা।

**৬. কমিটির সভা আহ্বান ঃ**

মনোনয়ন প্রস্তাব/আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ এর উদ্যোগে রিকগনিশন এন্ড রিওয়ার্ড কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

**৭.চূড়ান্ত অনুমোদন ঃ**

রিকগনিশন এন্ড রিওয়ার্ড কমিটির সিদ্ধান্ত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে নিষ্পন্ন/চূড়ান্ত হবে এবং এ বিষয়ে স্মারক উপস্থাপনকালে মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বা/এবং টিমের কাজের ক্ষেত্র এবং তাঁদের অবদানের বিষয়গুলো সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করতে হবে।

**৮.স্বীকৃতি ও পুরস্কারের ধরন ঃ**

গভর্নর মহোদয় স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্রসহ স্বীকৃতি/পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এবং/বা টিমের সদস্যদের নিম্নোক্ত এক বা একাধিক পুরস্কার প্রদান করা যাবে। স্বীকৃত কাজের গুনগত মানের নিরিখে ক্ষেত্র বিশেষে একেক কর্মকর্তা/টিমকে একেক রকম পুরস্কার প্রদান করা যেতে পারে ।

ক) একদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম এবং অপরদিকে পুরস্কারের নাম ও সন খচিত স্বর্ণপদক ;

খ) একদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম এবং অপরদিকে পুরস্কারের নাম ও সন খচিত রৌপ্যপদক ;

গ) আর্থিক পুরস্কার ;

ঘ) স্ব-পরিবারে আপ্যায়ন ;

ঙ) কমিটি কর্তৃক উত্তম বিবেচিত যে কোন পুরস্কার ;

চ) স্বীকৃতি ও পুরস্কার প্রদানের সংবাদ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এবং/বা টিমের সদস্যদের ছবিসহ ব্যাংকের ঘরোয়া পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে। তাছাড়া পুরস্কারপ্রাপ্তদের ছবি ব্যাংকের প্রবেশদ্বারে পরবর্তী এক বছরব্যাপী প্রদর্শিত হবে।

**৯. অনুষ্ঠান আয়োজন ঃ**

ক) স্বীকৃতি ও পুরস্কার প্রদানের জন্যে নির্বাচিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কার প্রদান করা হবে। এ অনুষ্ঠানে স্বীকৃতি ও পুরস্কার প্রদানের জন্যে নির্বাচিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পরিবারের যে কোন একজন সদস্যকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে ।

খ) এ সংক্রান্ত যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ অথবা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত কোন বিভাগ/অফিস/টিম কর্তৃক সম্পন্ন হবে।

**১০. পুনরাবৃত্তি ঃ**

একই কর্মকর্তা/কর্মচারীকে একই বছরে একাধিক স্বীকৃতি ও পুরস্কারের জন্যে নির্বাচিত করা যাবে না । তবে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ভিন্ন ভিন্ন অবদান/উত্তম কাজের জন্য একাধিক বছরে স্বীকৃতি ও পুরস্কারের জন্য মনোনীত/নির্বাচিত করা যাবে ।

**১১. আপীলের অগ্রহণযোগ্যতা ঃ**

স্বীকৃতি ও পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল/অনুযোগ/আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

**১২.নীতিমালা পরিবর্তন/রদ ইত্যাদি ঃ**

ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে "বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এন্ড রিওয়ার্ড পলিসি, ২০১৩"-এর যে কোন অনুচ্ছেদ বাতিল, পরিবর্তন বা সংশোধন করা যাবে এবং এতে নতুন বিধি সংযোজন করা যাবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ.এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : স্রোত এ্যাডভার্টাইজিং, ২৪১/১, মগবাজার, ঢাকা -১২১৭।

ডিসিপি-০৫-২০১৫-৫০০০